প্রকাশকের নিবেদন

প্রয়াত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'বাঙলার প্রথম' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে আমরা বাঙলার সুধী পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রবন্ধগুলি বহুকাল পূর্বে রচিত হলেও, এগুলির যথেষ্ট তথ্য-মূল্য আছে। মনে হয় প্রবন্ধগুলি অনেকেরই কাজে লাগবে। বইটি সম্পাদনার ভার শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুল সুর মহাশয় নিয়েছিলেন, কিন্তু বইটি ছাপার সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুত্র শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় বাকী অংশটুকু ছাপার দায়িত্ব নিয়ে বইটি ছাপার কাজ শেষ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায় ও সর্বশ্রী সুনীল দাস, অশোক উপাধ্যায়, হরিপদ ভৌমিকের সহযোগিতায় বইটি ছাপার কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রুফ সংশোধনে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুল সুর মহাশয় বইটির একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে আমায় চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও বইটির কিছু কিছু জায়গায় যে সামান্য মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছে তা আমরা শুদ্ধিপত্রে সংশোধন করে দিয়েছি। এই গ্রন্থ গবেষক-পাঠকবৃন্দের নিকট প্রয়োজনীয় আকর-গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হলে আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে।

নেপাল ঘোষ

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধাবলীর প্রকাশকাল

প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯
প্রথম বাঙ্‌লা অভিধান	ভারতী, পৌষ ১৩২৯
ফরাসী-বাঙ্‌লা অভিধান	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
ইংরেজী ও বাঙ্‌লা সংবাদপত্র (বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস)	বিশ্ববাণী, পৌষ ১৩৩৫
বাঙালী প্রবর্তিত প্রথম বাঙ্‌লা সংবাদপত্র	প্রবাসী, পৌষ ১৩৬১
ইউরোপীয়দের ছাপা প্রথম বাংলা গ্রন্থ	প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭
প্রথম সচিত্র পুস্তক	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
কাশীরাম দাসের ছাপা মহাভারত	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মহাভারতের' ভূমিকা
ছাপায় প্রথম বঙ্গাক্ষর	প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭
বাঙ্‌লায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র	প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭
বাঙ্‌লায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ	নাচঘর, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩১
বঙ্গীয় নাটকের গোড়ার কথা	মাধবী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১-২
বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা	সারদা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১
যাত্রা	প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯
কবিগান	সুবর্ণবণিক সমাচার, শ্রাবণ ১৩৩৯

প্রবন্ধ-সূচী :

ভূমিকা

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ন্যায় জ্ঞানতাপস এদেশে খুব কম জন্মেছেন। অধ্যয়ন ও অনুশীলন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির তিনি ধারক ছিলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় নানাভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। সেই অধিকার বলে তিনি জ্ঞানরাজ্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অবলীলাক্রমে বিচরণ করেছেন। অসামান্য অধীত বিদ্যার অধিকারী হয়ে তিনি নানা বিচিত্র বিষয়ে নিবন্ধের পর নিবন্ধ লিখে গেছেন। বস্তুত প্রাবন্ধিক হিসাবেই বঙ্গসাহিত্যে তাঁর উচ্চ আসন। তাঁর প্রতি প্রবন্ধই তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের ছাপ বহন করে। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের শেষ সাধনা ছিল এক নতুন ধরনের মহাকোষ সম্পাদন করে বঙ্গসমাজকে উপকৃত করা। ভগবান কিন্তু তাঁকে তাঁর সে উদ্দেশ্য সাধন থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। মাত্র দুখণ্ড প্রকাশের পরই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অমূল্যচরণ ছিলেন কলকাতার বীডন স্ট্রীটের ঘোষ পরিবারের ছেলে। তাঁর জন্ম তারিখ ৯ ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেশব একাডেমি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেনারেল এসেম্বব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে) তিনি এফ. এ. পড়তে থাকেন, কিন্তু কঠিন শিরঃপীড়ার দরুন তাঁর শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ে। নিরাময় হবার পর তিনি বারাণসীতে পাড়ি দেন। সেখানে তিনি কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতের উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পান।

আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। বাড়িতে মৌলবীর কাছে উর্দু ও ফারসী ও জেনারেল এসেম্বব্লিজ ইনস্টিটিউশনের এডওয়ার্ড সাহেবের কাছে গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন। ভাষা শেখবার জন্য তাঁর অদম্য আগ্রহ ছিল। নিজের অধ্যবসায় বলে তিনি ২৬টি ভাষা আয়ত্ত করেন। তাঁর ভাষাজ্ঞান থেকে স্বদেশবাসী যাতে উপকৃত হন, সেজন্য তিনি একটা অনুবাদ-সংস্থাও স্থাপন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেশব একাডেমি ভবনে ভাষাশিক্ষা দেবার জন্য 'এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন' নামে এক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে তিনি এটাকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন। প্রথমে কিছুদিনের জন্য তিনি ডোভটন কলেজে লাতিন ভাষার অধ্যাপকের কাজ করেন। পরে ১৯০৫ থেকে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) বাংলা, হিন্দী ও পালি ভাষার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন।

পালিভাষায় তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং তিনি প্রায়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হতেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরা সরকার তাঁকে 'প্রাক-ঐতিহাসিক'-এর পদে বৃত করে। এখানে তিনি বহুদিন পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় তিনি ত্রিপুরার কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধারও করেন।

অমূল্যচরণ বহু সাময়িক পত্রের সম্পাদকের কাজ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলি সম্পাদনায় উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। যে সকল পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল 'বাণী,' 'ভারতবর্ষ,' 'সঙ্কল্প,' 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি অভ্‌ আর্ট'স'-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা, 'মর্মবাণী,' 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক,' 'কায়স্থ-পত্রিকা,' 'পঞ্চপুষ্প,' 'শ্রীভারতী, ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁর অধিকৃত জ্ঞান দ্বারা তাঁর দেশবাসী যাতে উপকৃত হন, সেটা সাধন করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'শিক্ষাকোষ' নামে একটি কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর এই অর্জিত অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের জন্যই ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় তাঁর 'বিশ্বকোষ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ওপর ন্যস্ত করেন। পরে মতান্তর ঘটায়, তিনি এ কার্য পরিহার করেন। নিজেই 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে এক কোষগ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু দুটি খণ্ড প্রকাশের পর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অকালমৃত্যু ঘটে। তার ফলে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' অসমাপ্ত থেকে যায়।

আগেই বলেছি যে বঙ্গসাহিত্যে অমূল্যচরণের স্থান হচ্ছে প্রাবন্ধিক হিসাবে। তাঁর প্রবন্ধসম্ভার বিপুল ও বিচিত্র। 'বাঙ্‌লার প্রথম' শীর্ষক যে প্রবন্ধগুলি তিনি লিখেছিলেন, সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই পুস্তকে। সেগুলি থেকে তাঁর পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যাবে।

। দুই ।

এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ হচ্ছে—'বাঙ্‌লা ব্যাকরণ'। বিষয়বস্তু হচ্ছে হালহেডের ব্যাকরণ। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেডের "A Grammar of the Bengal Language। এর প্রকাশ বাঙ্‌লা মুদ্রণের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বইখানি ছাপার জন্য সর্বপ্রথম বাংলা হরফ তৈরি করা হয়েছিল। পৃথক্‌ পৃথক্‌ অক্ষরের জন্য সীসার হরফ নির্মাণের ফলে, বাংলা অক্ষরে বই ছাপার কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়, যার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লায় এক সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটে, যার নাম আমরা দিয়েছি 'নবজাগৃতি।'

এই যুগান্তকারী ঘটনাকে স্মরণ করে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে আমরা পালন করি বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর পূর্তি উৎসব। এই উপলক্ষে আমরা হালহেডের ব্যাকরণ ও ওই ব্যাকরণ ছাপবার জন্য বাংলা অক্ষর নির্মাণ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। কিন্তু অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সময় হালহেডের ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁর নিবন্ধ লিখেছিলেন, তখন হালহেড ও তাঁর ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানতাম। সেজন্য রচনার কাল অনুসারে এটাকে বাংলা ভাষায় রচিত এক অতি মূল্যবান নিবন্ধের মর্যাদা দিতে পারা যায়। এই প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর সহজাত অনুশীলন প্রবৃত্তির সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দ্বিমুখী। প্রথম, বাংলা ব্যাকরণের তৎকালীন পরিস্থিতি ও সেই পরিস্থিতিতে হালহেডের ব্যাকরণের যথাযথ মূল্যায়ন। দ্বিতীয়, তিনি আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন ওই ব্যাকরণ-প্রণেতার ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনী।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে হালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের প্রচেষ্টা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটাই হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। এক কথায়, হালহেডই হচ্ছেন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ। তাঁর আগে এদেশে বাংলাভাষার কোন ব্যাকরণ ছিল না। ছিল সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। পথিকৃৎদের কর্মের মধ্যে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, হালহেডের ব্যাকরণেও সে সমুদয় ছিল। কিন্তু প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে, সে সকল উপেক্ষণীয়। এই গ্রন্থরচনায় হালহেড বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের নিদর্শন দিয়েছেন। খুব প্রাসঙ্গিকভাবে বিদ্যাভূষণ মহাশয় হালহেডের ব্যাকরণের মধ্যে কি কি শূন্যতা ছিল, এবং পরবর্তিকালে কোন্ কোন্ লেখক ক্রমিক বিবর্তন অনুযায়ী সে সব শূন্যতা দূর করেছিলেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচনার এই অংশ খুবই মূল্যবান।

হালহেড অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করে গেছেন বাংলাভাষার ব্যাকরণের নিয়মসূত্রগুলি প্রণালীবদ্ধভাবে উল্লেখ করে। এই নিয়মসূত্রগুলি প্রণয়ন থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে ভারতে আসার ছয়-সাত বছরের মধ্যে হালহেড বাংলাভাষার ওপর কিরূপ দখল আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত উদাহরণগুলি এ সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয়। যদিও জেতাকে বিজিত জাতির ভাষা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই হালহেড তাঁর ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তবুও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে হালহেডের ব্যাকরণই বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখবার প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। আমি আমার 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' (জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯) বইতে উল্লেখ করেছিলাম— 'বস্তুত পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা ভাষা শিখেছিল।

তাদের মধ্যে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব একজন। ওই ওয়াটস্ সাহেবের বাংলাভাষার জ্ঞান দেখেই ক্লাইভ কোম্পানির সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম বিলাতের কোর্ট অভ্ ডিরেক্টরস্‌দের ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে একখানি পত্র লেখেন। ওই পত্রের দ্বিতীয় প্যারায় তিনি লেখেন—'ওয়াটস্ সাহেব আমার সঙ্গে আছেন বলে, আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করছি। তিনি বহুদিন এ দেশে বাস করছেন। বাঙালীর রীতি, প্রকৃতি ও ভাষাজ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট। কোম্পানির প্রধান কর্মচারিদের এরূপ এদেশীয় ভাষাজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য।' এই প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্যই ওয়ারেন হেস্টিংস সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং হালহেডকে দিয়ে তা রূপায়িত করেছিলেন। কিন্তু এই রূপায়ণ সম্ভবপর হত না, যদি না হালহেড তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী চার্লস উইলকিন্‌সকে হাতের কাছে পেতেন। কেননা ওই ব্যাকরণ ছাপবার জন্য চার্লস উইলকিন্‌সই প্রথম বাংলাভাষার অক্ষর ক্ষোদন করে দেন।

যে কারণে হালহেডের ব্যাকরণ ছাপাটা বাঙলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা, সেটা হচ্ছে এই যে অক্ষর ক্ষোদন ও ঢালাই বিদ্যাটা উইলকিনস্ তাঁর সহকারী পঞ্চানন কর্মকারকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তিকালে এই পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য লোকেরাই বাঙলাদেশে অক্ষর ক্ষোদন ও ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি ও শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম করে দেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'বাঙ্‌লা ব্যাকরণ' নিবন্ধের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ হচ্ছে হালহেডের বিশদ জীবনী। এই জীবনী রচনার জন্য তিনি সরকারী দপ্তরখানা থেকে কয়েকখানা মূল্যবান পত্র উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন। পত্রগুলি পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এ গুলি হালহেডের জীবনের অনেক ঘটনার ওপর আলোকপাত করে।

হালহেড অকস্‌ফোর্ডশায়ারের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ছিলেন। পিতামহ Exchange Alley-তে দালালী করে বহু সম্পত্তি করেছিলেন। পিতা Bank of England-এর ডিরেক্টর ছিলেন। হালহেড অকসফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। হ্যারোর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর সমারের কাছে দশ বৎসর ক্লাসিকাল সাহিত্যে রীতিমত শিক্ষালাভ করেন। এখানে শেরিডান তাঁর বন্ধু ছিল। উভয়ে মিলে ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীক গদ্যলেখক Aristanetus-এর প্রণয়পত্রসমূহের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। আমার ছাত্রাবস্থায় এই বইখানা পড়বার আমার সৌভাগ্য ঘটেছিল। সমগ্র গ্রীকসাহিত্যে এরূপ অশ্লীল বই আর নেই। মনে হয়, সে জন্যই হালহেড ও শেরিডান উভয়েই বইখানির নাম-পৃষ্ঠার ওপর নিজেদের নাম ছাপতে লজ্জা পেয়েছিলেন—মাত্র ভূমিকায় H. S. স্বাক্ষর করে কাজ সমাধা করেছিলেন। উইলিয়াম জোনস্-এর কাছে তিনি প্রাচ্যভাষাও শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে প্রণয়িনীর বিদ্রূপ

পূর্ণ অপমানে মর্মাহত হয়ে, তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরী নিয়ে ভারতে আসেন। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা দেখে হেস্টিংস্ মুগ্ধ হন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি Gentoo Code ও A Grammar of the Bengal Language রচনা করেন। সরকারী কর্মক্ষেত্রেও তাঁর উন্নতি ঘটে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অপ্রকাশিতপূর্ব চিঠিপত্র উদ্ধার করে দেখান যে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে কোর্ট অভ্ রিকুয়েস্টস্-এর কমিশনার পদ গ্রহণ করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু হালহেড তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদিও এর পরের বছরে তিনি 'ফার্সী' হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের দোভাষীর পদ গ্রহণ করেছিলেন, তা হলেও তিনি তাঁর নির্দিষ্ট সরকারী কর্মের অবসরে লেখাপড়ার কাজ করতেই ভালবাসতেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন কোর্ট অভ্ রিকুয়েস্টস্-এর কমিশনার-এর পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রত্যাখ্যান-পত্রে লিখেছিলেন যে সরকার কর্তৃক তাঁর ওপর যে সকল কাজের ভার অর্পিত হয়েছে সে সকল কাজে তিনি এমনভাবে নিযুক্ত আছেন যে তাঁর পক্ষে সময়ের অভাবের জন্য বিবেকের সঙ্গে কোর্ট অভ্ রিকুয়েস্টস্-এর কমিশনার-এর কাজ করা সম্ভবপর হবে না। কেননা, ওই সালেই তিনি Gentoo Code অনুবাদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে Gentoo Code সমাপ্ত হবার পরই তিনি বাঙলা ব্যাকরণ লেখার পরিকল্পনা করেন। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হবার পর হালহেডের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তিনি দেশে ফিরে যাবার জন্য ছুটির প্রার্থনা করেন। এই ছুটির প্রার্থনা সম্পর্কে বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে অপ্রকাশিতপূর্ব চিঠিখানা উদ্ধার করেছিলেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, চিঠিখানার তারিখ হচ্ছে ২৯ জুলাই ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জুলাই তারিখের পূর্বেই হালহেডের ব্যাকরণের মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ছুটি নিয়ে হালহেড দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং স্বাস্থ্যোন্নতির পর আবার ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ভারতের জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি চিরকালের মত ভারত ত্যাগ করেন।

দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর অর্থ ও শক্তির অপচয় করেছিলেন বলে মনে হয়। ফরাসী দেশের 'কোম্পানির কাগজ'-এর ফাটকায় তাঁর ৫০,০০০ টাকা লোকসান হয়। একবার বিফল মনোরথ হয়ে, পরের বার তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন। পার্লামেন্টে তিনি তাঁর বাগ্মিতা সৎকাজে নিযুক্ত করলে, হয় তো অনেক কিছু করতে পারতেন, কিন্তু তার পরিবর্তে 'ব্রাদারস্ দি প্রফেট'-এর ঈশ্বী-শক্তির সমর্থনে নিজেকে ব্যাপৃত করে সে শক্তির অপচয় করেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যিক ও সামাজিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এ সময়, তাঁর আর্থিক সঙ্কটও চরমে ওঠে। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসে একটা চাকরী পান। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর দেড় বৎসর পর তাঁর স্ত্রীর (চুঁচুড়ার ডাচ গভর্নরের

মেয়ে হেলেনা রিবাউড, যাঁকে তিনি হুগলীতে থাকাকালীন বিবাহ করেছিলেন) মৃত্যু ঘটে। ইয়ংপের ভাষায় হ্যালহেড ছিলেন 'একজন' অসাধারণ ব্যক্তি' ও 'প্রতিভাধর'। এইভাবে জীবনান্ত ঘটে বাঙলা ব্যাকরণ প্রণেতার জীবন।

। তিন ।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ হচ্ছে বাঙলা অভিধান সম্পর্কে। এই নিবন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় হেনরী পিটস্ ফরস্টার-এর অভিধানকেই বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান বলেছেন। তার কারণ, তাঁর নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত ফরস্টারের অভিধানই বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান বলে জানা ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্ সাহেবও তাই জানতেন। তিনি তাঁর তালিকায় বলেছেন—"The first Bengali Dictionary was by Forster in two volumes containing 18,000 words and sold for Rs. 60."। ফরস্টারের অভিধানখানি দ্বিভাষিক। ফরস্টারের আগেও অনেকে দ্বিভাষিক অভিধান সংকলন করেছিলেন। যে কয়খানা বাংলা অভিধান ফরস্টারের আগে বেরিয়েছিল, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুসরণ করে আমি নীচে দিচ্ছি। এটা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।

(১) ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আসামপসাম কৃত ব্যাকরণ ও শব্দ সংগ্রহ। এই বইয়ের ১ থেকে ৪০ পৃষ্ঠা বাংলা ব্যাকরণ ও ৪১ থেকে ৫৯ পৃষ্ঠা শব্দ সংগ্রহ। শব্দ সংগ্রহ বা অভিধান অংশ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ (৪১ পৃষ্ঠা থেকে ৩০৬ পৃষ্ঠা) বাংলা-পর্তুগীজ অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ (৩০৭ থেকে ৫৭০ পৃষ্ঠা) পর্তুগীজ-বাংলা অভিধান, ও তৃতীয় ভাগ (৫৭১ থেকে ৫৯২ পৃষ্ঠা) শ্রেণী হিসাবে বিবিধ নাম যেমন তিথির নাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, সপ্তাহের নাম ইত্যাদি। এই অভিধানে কিছু কিছু বাংলা চলিত শব্দও সংযুক্ত করা হয়েছিল, যথা 'বাদাম' (নৌকার পাল), 'কাঠামো,' 'একটুকু,' 'গতর' (দেহ), 'হাঁসুলি' (গলাভূষণ), 'ইট বা পাটকাল,' 'লাঠিম' বা 'লাট্টু,' 'মাকুন্দ' (শ্মশ্রুহীন) ইত্যাদি। বইখানি রোমান অক্ষরে ছাপা ও লিসবন থেকে প্রকাশিত।

(২) ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত Indian Vocabulary। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রে বা ভূমিকায় গ্রন্থকারের নাম নেই। শুধু লেখা আছে 'Printed for John Stockdale।' এই গ্রন্থে সেই সময়ের কলকাতায় প্রচলিত শব্দসমূহ রোমান অক্ষরে রোমান বর্ণমালানুক্রমে ছাপা হয়েছিল। বইখানা আকারে ১৬ × ১০ সেন্টিমিটার ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬+১৩৬+১৪, মোট ১৬৬।

(৩) ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ক্রনিক্যাল প্রেসে মুদ্রিত ও অ্যারন আপজন-কৃত শব্দকোষ। বইখানির আকার ১৯ × ১১ সেন্টিমিটার ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৬,

মূল্য বার টাকা। বইখানির উদ্দেশ্য ছিল—'সাহেব লোকে বাঙ্গলা কথা সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে ইংরেজি কথা সিখিবেক।' বইখানির ভূমিকা থেকে জানতে পারা যায় যে বইখানি সংকলন করতে আপজনের দশ বৎসর সময় লেগেছিল। বইখানির কপি বিলাতে ইন্ডিয়া অফিসে ও কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে। এই বইখানিতেও কিছু চলিত শব্দ ছিল যেমন 'কিরা' (an oath), 'গলি' (a lane), 'ছেচোড়া' (a bad paymaster), 'যবন' (a musalman) ইত্যাদি।

এ ছাড়া, আরও দুখানা বাঙলা অভিধান ফরস্টারের পূর্বে সংকলিত হয়েছিল, কিন্তু যতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থে (Calcutta University, 1917) তাদের নাম নেই। সেগুলির মধ্যে একখানি হচ্ছে ও দুস্তঁ।। ওসাঁ কৃত ফরাসী-বাংলা অভিধান, যার প্রতি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এবং সে সম্বন্ধে সুনীতিবাবুর লিখিত মন্তব্য এই গ্রন্থের (পৃষ্ঠা ৪৯-৫১) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর একখানি হচ্ছে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলার কৃত 'শিক্ষ্যাগুরু' বা 'এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি।' শ্রীপান্থ বলেন 'বইটি কোথায় ছাপা হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মনে হয়—মুদ্রণস্থল কলকাতা।' এই পুস্তকের কিছু নমুনা নীচে দেওয়া হল—

Child—ছাওয়াল
Cold—সিতল
Calf—বাছুর
Calm—নিবুম
Colt—ঘোড়ার ছানা
Comb—চিরুনি
Clamp—বাতা
Cord—সুতালি
Clerk—নায়েব
Cork—ছিপি
Cart—গরুর গাড়ি
Close—কাছে

Caste—জাতি
Chest—সিন্দুক
Crest—ঝুণ্টি
Cost—কিমত
Cloth—কাপড়
Cage—খাঁচা
Cake—পিঠা
Cane—বেত
Crane—সারস
Clove—লবঙ্গ
Chain—সিকলি
Chair—কেদেরা

এর পরই প্রকাশিত হয় ফরস্টারের অভিধান। এখানে উল্লেখনীয় যে ফরস্টারের অভিধানই আধুনিক রীতি অনুযায়ী দুই ভাগে গ্রথিত প্রথম অভিধান। ফরস্টারের অভিধান সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের অনেক কথাই জানিয়েছেন, আবার অনেক কথা জানাননি। সেজন্য ফরস্টারের অভিধান খানির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এখানে দিছি। বইখানির আকার ২৭ × ২২ সেন্টিমিটার। বইখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১+২+১ হইতে ২০+১+৪২১, মোট ৪৪৬ পৃষ্ঠা। বইখানির প্রকাশকাল সংস্কৃত শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। যথা,

"শাকে ভূমিভুজাদ্রেক বর্ষে শব্দার্থ সংগ্রহঃ।
শ্রীমদ ফারস্টরেনেৎ পরোপকৃতয়ে কৃতঃ॥"

অর্থাৎ ভূমি = ১, ভুজ = ২, অদ্রি = ৭, এক = ১ ; অঙ্কানাং বামতো গতিঃ সূত্রানুসারে ১৭২১ শক অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। 'ফরস্টারের বিশ্বাস, তাঁর এই অভিধান এবং হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণের সাহায্যে বাঙলাভাষা শিক্ষা করা অনেকটা সহজ হইবে।'

প্রথম খণ্ডে ইংরেজী বর্ণমালানুক্রমে প্রথম ইংরেজী শব্দটা দেওয়া হয়েছে, তারপর বাংলা অক্ষরে তার অর্থ, তারপর রোমান হরফে বাংলা অর্থটির উচ্চারণ ও তারপর সমার্থবোধক বা সমগোষ্ঠীর শব্দ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২৩৪ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের প্রথম দুটি শব্দ নীচে উদ্ধৃত করছি—

Prayer অর্চনামন্ত্র orchonamantra স্তব stob কবচপাঠ kobochpath.

Preamble ভূমিকা bhoomika সূত্র shootra অনুক্রমণিকা onookromonika.

দ্বিতীয় খণ্ডে বাঙলা ও তার ইংরেজী অর্থ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২০+৯+১১ = মোট ৪৬০ পৃষ্ঠা।

মাত্র ছয়জন বাঙালী ফরস্টারের অভিধান কিনেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন গোপীমোহন ঠাকুর, নীলমণি হালদার, প্রীতিরাম দাস, রসিকলালবাবু, শ্যামসুন্দর ধর ও শম্ভুনাথ রায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিনেছিলেন ১০০ খানা ; আর অন্যান্য ক্রেতারা ১৬৯। মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ২৭৫। এদেশে যে সকল জায়গায় ফরস্টারের অভিধান আছে, সে সব জায়গা হচ্ছে—জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, শোভাবাজার রাজবাড়ির গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, গঙ্গাকুমারী লাইব্রেরী, ও ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী।

আবার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিবন্ধে ফিরে আসছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেমন হ্যালহেডের একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী দিয়েছেন, তেমনই হেনরী পিটস্ ফরস্টারেরও এক জীবনী দেবার প্রয়াস করেছেন। হ্যালহেড ও উইলকিন্স ১৭৭০-৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারতে এসেছিলেন। ফরস্টার এসেছিলেন তার আরও দশ বছর পরে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ত্রিপুরার কালেক্টর ছিলেন, সেই সময় তিনি 'কর্নওয়ালিস কোড'-এর বাংলা তর্জমা প্রকাশ করেন। তিনি এদেশে থাকাকালীন এক ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করেন। 'এই রমণী বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন।' মনে হয় তারই সাহচর্যে তিনি ভালভাবে বাংলা ভাষা শেখবার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিলেন। ফরস্টার ভারতেই মারা যান। উক্ত ব্রাহ্মণীর গর্ভে ফরস্টারের এক পুত্র সন্তান

হয়েছিল। এই পদে সামরিক বিভাগে যোগদান করে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন দ্বারা 'কর্নেল' পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

। চার।

সংবাদপত্র সম্বন্ধে অমূল্যচরণের দুটি নিবন্ধ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। একটি 'ইংরেজী ও বাঙলা সংবাদপত্র' ও অপরটি 'বাঙালী প্রবর্তিত বাঙলা সংবাদ পত্র'। তাঁর প্রথম প্রবন্ধে প্রথিত সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত তথ্যের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—'পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সকলের চেয়ে পুরাতন কাগজের নাম 'কিঙ-পিউ'। চীনের দেশ পীকিনে ইহার জন্ম। সে অনেক দিনের কথা। ৯১১ খ্রীস্টাব্দে কাগজখানি চীনারাজার হুকুম লইয়া বাহির হয়।' তাঁর পরিবেশিত এ তথ্য ঠিক নয়। প্রথম সংবাদপত্রের গৌরব রোমের। জনসাধারণকে খবর সরবরাহের জন্য প্রাচীন রোমে জুলিয়াস সীজার (১০০-৪৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) কর্তৃক প্রবর্তিত 'অ্যাকটা ডায়ারনা' (Acta diurna) নামক ইস্তাহার পত্রিকাই প্রথম সংবাদপত্র।

লঙ সাহেব, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কেদারনাথ মজুমদার, সুশীলকুমার দে, ফণীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ যাঁরা নিজেদের লেখায় গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেট'-এর উল্লেখ করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মন্তব্য (৬৩ পৃষ্ঠায়) উপেক্ষণীয়, কেননা পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় যখন গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেট' সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেই ওই সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (৬৬ পৃষ্ঠা দ্র°)।

'ব্যাকরণ' ও 'অভিধান' সম্বন্ধে নিবন্ধ দুটিতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় হালহেড ও ফরস্টারের জীবনী দিয়ে প্রবন্ধ দুটির সৌষ্ঠব বাড়িয়েছেন, কিন্তু হিকি সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই করেন নি। সেজন্য তাঁর নিবন্ধের পরিপূরক হিসাবে আমি এখানে হিকি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সাংবাদিক জেমস অগস্টাস হিকি সম্বন্ধে আমি এখানে যা বলছি তা এটর্নী উইলিয়াম হিকির (আরও একজন হিকি ছিলেন, তিনি চিত্রকর টমাস হিকি) 'স্মৃতিকথা'র ভিত্তিতে বলছি। আনুমানিক ৩২ বছর বয়সে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জেমস অগস্টাস হিকি 'রকিংহাম' জাহাজের সার্জনের 'মেট' হিসাবে কলকাতায় এসে পৌঁছান। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এখানকার এক মেয়েকে বিয়ে করেন। এই মেয়েটির গর্ভে দশ বছরে হিকির দশটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল। কলকাতায় তিনি ঠিক কি করতেন তা জানা নেই। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এটর্নী উইলিয়াম হিকি একখানা চিঠি পেয়ে যখন হিকির সঙ্গে জেলখানায় দেখা করেন, তখন তিনি জানতে পারেন যে এদেশীয় মহাজনরা

চক্রান্ত করে তাঁকে দু'বছর জেলখানায় পুরে রেখেছে। হিকির কাগজপত্র দেখে এটর্নী হিকি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে হিকির কথাই সত্য। যা হউক, মামলা লড়ে উইলিয়াম হিকি, হিকিকে জেল থেকে মুক্ত করে আনেন। কিন্তু হিকি ছিলেন 'গোঁয়ার গোবিন্দ' লোক। সেজন্য শীঘ্রই আবার তাঁকে জেলখানায় যেতে হয়। এবারকার কারাদণ্ড তাঁর শাপে বর হয়। জেলখানায় বসে মুদ্রণসম্বন্ধে একখানা বই পড়ে, মুদ্রাকর হবার তিনি পরিকল্পনা করেন। উইলিয়াম হিকি তাঁর 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন—'আমি যতদূর জানি, কলকাতা শহরে তখন ছাপাখানা বলে বিশেষ কিছু ছিল না। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বইখানি পড়ে হিকি ছাপার 'অক্ষর' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করেন, এবং অনেক দিন ধৈর্য ধরে অসাধারণ পরিশ্রম করে তিনি এক সেট ছাপার হরফ তৈরি করেন। তাঁর এই ছাপার হরফ দিয়ে বিজ্ঞাপন ও হ্যান্ডবিল ছাপার কাজ মোটামুটি চলে যেত। যথেষ্ট সুলভ হারে তিনি এই সব কাজ করতে পারতেন বলে তাঁর ছাপাখানার ব্যবসা অল্পদিনের মধ্যে বেশ জমে গেল। ব্যবসা থেকে কিছু দিনের মধ্যে সামান্য কয়েকশো টাকা জমিয়ে তিনি ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন, পুরো একসেট ছাপাখানার যন্ত্রপাতি টাইপ ইত্যাদি আনার জন্য। তার সঙ্গে কিছু ওষুধ-পত্তরের অর্ডারও দিলেন ডাক্তারী করার উদ্দেশ্যে। প্রিন্টার ও ডাক্তার দুই-ই হবার ইচ্ছা হল তাঁর।' (বিনয় ঘোষের অনুবাদ)।

হিকি যে একজন অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন তা উইলিয়াম হিকি বলে গেছেন। তবে একথাও বলেছেন যে 'লোকটা ছিল বদ্ধ পাগল।' (এখানে তুলনীয় 'Genius is next door to insanity')। অনেকেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুআরি তারিখে হিকি 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট অর দি অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন, তার ভাষা দেখলে মনে হয় না যে হিকির একেবারে কোন শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। সে সময় কলকাতা শহরে টিরেটো নামে একজন ইটালীয়ান স্থপতি ছিলেন, 'কথা বলার সময় এমন একটা জগাখিচুড়ি ভাষায় তিনি কথা বলতেন, যা ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ ও হিন্দুস্থানী না জানলে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। দেখতে তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন, এবং সুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে সবচেয়ে আগে নজরে পড়ত তাঁর দীর্ঘ তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকাটি।' (হিকির স্মৃতিকথা, বিনয় ঘোষের অনুবাদ)। জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় দামী ভেলভেটের স্যুট পরে তিনি রাজার জন্মদিন উপলক্ষে গভর্নরের নাচসভায় যেতেন। এটাকে উপলক্ষ করে হিকি তাঁর গেজেটে লেখেন—"Nosey Jargon danced his annual minuets, seasonably dressed in a full suit of crimson velvet." এ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে হিকির কিছু শিক্ষাদীক্ষা ছিলই। হিকি তাঁর কাগজে এদেশীয় লোকদের সম্বন্ধে কিছুই লিখতেন না। আক্রমণ করতেন হেস্টিংস, ইম্পে

ও উচ্চপদস্থ ইংরেজদের। সকলেরই মুখোস তিনি খুলে দিতেন। কয়েকটা মানহানির মামলা হয়, কিন্তু তিনি নিষ্কৃতি পেয়ে যান। তারপর হেস্টিংসের কারসাজিতে তাঁকে জেলখানায় যেতে হয়। জেলখানা থেকেও তিনি কাগজ চালাতে থাকেন। তখন তাঁর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেলখানা থেকে বেরিয়ে হিকি আর কাগজ চালাননি। হেস্টিংস-এর সঙ্গে আপোষ করবার চেষ্টা করেছিলেন। সরকারী চাকরীর জন্যও উমেদারী করেছিলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছিল। শেষকালে তিনি ডাক্তারী আরম্ভ করেছিলেন। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ক্যালেণ্ডার'-এ তাঁকে Surgeon and apothecary বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেজিস্টার'- এও তাঁকে Surgeon বলা হয়েছে। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

। পাঁচ ।

'মুদ্রাযন্ত্র' ও 'ছাপায় বাঙ্গাক্ষর' এ দুটো প্রবন্ধেই বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটা বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। 'বাঙলা ব্যাকরণ' সম্বন্ধে প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেড ও চার্লস্ উইলকিনস্ হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রই ভারতের আদি মুদ্রাযন্ত্র।' (পৃষ্ঠা ৩৩)। আবার 'ছাপায় বাঙ্গাক্ষর' প্রবন্ধের সূচনায় বলেছেন—'১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বাঙলাদেশে ছাপাখানার সৃষ্টি হয় নাই। এ সময়ে ভারতবর্ষেও ছাপাখানার অস্তিত্ব ছিল না।' (পৃষ্ঠা ৮৫)। এ উক্তি ঠিক নয়। অবশ্য 'বাঙলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের ৯নং টীকায় তিনি তাঁর উক্তি সংশোধন করবার চেষ্টা করেছেন এই কথা বলে যে 'গোয়ায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র ১৫৫০ সালে স্থাপিত হয়।' কিন্তু গোয়ার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণের প্রথম নিদর্শন আমরা পাই ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৫৫৬ থেকে ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গোয়া প্রেস থেকে ৩৪ খানা বই ছাপা হয়েছিল। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে গোয়া প্রেস থেকেই প্রথম এদেশীয় ভাষায় বই ছাপা হয়। ফরাসীদের পণ্ডিচেরীতে একটা ছাপাখানা ছিল। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা যখন পণ্ডিচেরী অবরোধ করে তখন তারা এই ছাপাখানাটি দখল করে মাদ্রাজে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকের অভাবে মাদ্রাজে অবস্থিত এই ছাপাখানা চালু করা সম্ভবপর হয়নি।

হালহেড ও চার্লস উইলকিনস্, এ'রা দুজনের কেউই কোন ছাপাখানা স্থাপন করেননি। হালহেডের 'গ্রামার'- ছাপা হয়েছিল চুঁচুড়ার পুস্তক-বিক্রেতা এন্ড্রুজের ছাপাখানায়। এখানে উল্লেখনীয় যে ১৭৭৭ থেকে ১৭৯৯-এর মধ্যে কলকাতায় অন্তত ১৮টা ছাপাখানা ছিল, এবং মুদ্রাকরের সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। ('200 Years of Printing in Bengal' by Dr. A. K. Sur in Indian Journal of Library Science, Oct.-Dec. 1917 দ্রষ্টব্য)।

৮৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখেছেন যে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চানন শ্রীরামপুরে মিশনারীদের প্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সেটা ঠিক নয়। পঞ্চানন যোগ দিয়েছিলেন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। ১৮০৩ বা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চানন মারা গিয়েছিলেন।

। দুই ।

নাট্যশালা সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লেখা দুটি প্রবন্ধ এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই দুটি প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে আমি এই ভূমিকায় কিছু অতিরিক্ত তথ্য যোগ করছি। প্রথম, 'ক্যালকাটা থিয়েটার' সম্বন্ধে। থিয়েটারটা বেশ বড় থিয়েটার ছিল, এবং এটা সাধারণের চাঁদায় তৈরি হয়েছিল এবং চাঁদার টাকাতেই চলত। অভিনেতা নির্বাচন নিয়ে এই থিয়েটারে ভীষণ গণ্ডগোল বাধে। ঝগড়া এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে ডুয়েল পর্যন্ত লড়া হয়। এছাড়া, ব্যয়বাহুল্যের জন্য থিয়েটারটার তিশ হাজার টাকা দেনা হয়েছিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রানসিস রান্ডেল নামে পঁচিশ বছরের যুবক বিলাতের একজন সুদর্শন অভিনেতা কলকাতায় এসে হাজির হন। তাঁকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিক-এর সমকক্ষ বলা হত। রান্ডেল কলকাতায় এসে ক্যালকাটা থিয়েটারের মালিকদের কাছে প্রস্তাব করেন, যে যদি তাদের আপত্তি না থাকে, তা হলে তিনি ওই থিয়েটারের পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারেন। মালিকরা সম্মত হওয়ায় রান্ডেল এই থিয়েটারের পরিচালনার ভার নেন। রান্ডেলের পরিচালনায় থিয়েটারটার খুব উন্নতি হয়। অল্পদিনের মধ্যে আগেকার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। নিজ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রান্ডেল মেয়েদের ভূমিকা মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাবার জন্য বিলাত থেকে অভিনেত্রী এনে কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে রান্ডেল মারা যান।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, ক্যালকাটা থিয়েটারের অবস্থান ছিল এখন যেখানে চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিলডিং। সেজন্য ওর সামনের রাস্তাটার নাম ছিল থিয়েটার স্ট্রীট। পরে থিয়েটারটা উঠে গেলে গোপীমোহন ঠাকুর যখন ওখানে একটা বাজার বসান, তখন রাস্তাটার নাম হয় নিউ চীনাবাজার স্ট্রীট। বর্তমান শতাব্দীর কুড়ির দশক পর্যন্ত ওই নামটাই বজায় ছিল। কুড়ির দশকে ওর নাম বদলে রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস করা হয়। আরও পরে ওর নাম হয় ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ। গোপীমোহন ঠাকুরের বাজার উঠে গেলে ওখানে এক খোলা মাঠে এক নিমগাছের তলায় প্রসূত হয় কলকাতার প্রথম শেয়ার বাজার।

দ্বিতীয় তথ্য যেটা যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে দেশীয় সাধারণ রংগমঞ্চ সম্বন্ধে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে এটা বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের অর্থে ও উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল। এই থিয়েটারের জন্য মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট থেকে ৬নং বীডন স্ট্রীটে (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার

অবস্থিত) জমি ভাড়া নেওয়া হয়। চৌরঙ্গীর লুইস থিয়েটারের অনুকরণে এই থিয়েটার তৈরি করা হয়। থিয়েটারটার নাম ছিল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে এটা স্থাপিত হয় ও প্রথম অভিনয় হয় ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে।

। সাত ।

সবশেষে উল্লেখ করি যে পাঠক-সমাজের বিশেষ কাজে লাগবে বলে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত চারটি মূল্যবান প্রবন্ধ যথা 'বঙ্গীয় নাটকের গোড়ার কথা', 'বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা', 'যাত্রা' ও 'কবিগান' এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করি যে ২৪ পৃষ্ঠার হালহেডের ব্যাকরণের ৪১ সংখ্যক পৃষ্ঠার যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে, তা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মূল প্রবন্ধে ছিল না। দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিলিপিটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমত আমরা দেখাতে চাই প্রথম মোদ্রিত বাংলা হরফের কিরূপ চেহারা ছিল। দ্বিতীয়ত, তখনকারদিনের অক্ষরের সঙ্গে বর্তমান কালের অক্ষরের রূপের পার্থক্য দেখান। 'র'-এর বিভিন্ন রূপ ও ওই পৃষ্ঠার 'ল'-এর সহিত নামপত্রের 'ল'-এর পার্থক্য লক্ষণীয়। 'ল'-এর এই দুই প্রকার রূপ এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুঁথিতে। তা ছাড়া, বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে যুক্তাক্ষর সমূহের (যেমন 'ক্ত', 'ন্দ', 'জ্ঞ' ইত্যাদি) 'উ'-এর মাথায় চৈতনের পরিবর্তে অর্ধচন্দ্রকার চিহ্ন ও অনুস্বার-এর পরিবর্তে মাথায় ক্ষুদ্র গোলাকর চিহ্নের ব্যবহার।

এই ভূমিকাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির যে উল্লেখ করেছি, তা তাঁর পাণ্ডিত্যকে খর্ব করবার জন্য নয়। আগেই বলেছি যে, সব সময়ই প্রথম প্রচেষ্টায় এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে। সুতরাং ত্রুটি-বিচ্যুতিটা বড় কথা নয়। তিনি যে বাঙালী পাঠক-সমাজের সামনে নতুন বিষয়সমূহের আলোচনা উপস্থাপিত করেছিলেন সেটাই বড় কথা। সেদিক থেকে বাঙালী পাঠক-সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অতুল সুর

বাঙ্‌লার প্রথম । বাঙ্‌লা ব্যাকরণ

ইংরেজী ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হালহেডের লেখা ব্যাকরণই প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ, ঠিক এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। হালহেডের পূর্বে বাঙ্‌লা ব্যাকরণ যে ভারতবর্ষে বাহির হয় নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের বাহিরে একখানি পুস্তক[১] ১৭৪৩ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল, যেখানি পর্তুগীজ ভাষায় লেখা। লিসবনে এই গ্রন্থখানি ছাপান হয়। ইহার ১ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাঙ্‌লা ব্যাকরণ, ৪৯ হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাঙ্‌লা-পর্তুগীজ অভিধান এবং ৩০৭ হইতে ৫৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পর্তুগীজ-বাঙ্‌লা অভিধান। সমগ্র পুস্তকের বাঙ্‌লা অংশ রোমান অক্ষরে ছাপা। এই পুস্তক বাহির হইবার পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে হালহেডের ব্যাকরণ ছাপা হয়। এইখানি বাঙ্‌লার প্রথম মুদ্রিত ব্যাকরণ। সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহার পূর্বে বাঙ্‌লায় কোন ব্যাকরণ ছিল না। প্রাচীন বাঙ্‌লা পুথির তালিকায়ও কোন বাঙ্‌লা ব্যাকরণের অস্তিত্বের নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যতদিন কোন অপ্রকাশিত ব্যাকরণের নিদর্শন না পাওয়া যায়, ততদিন ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত ব্যাকরণখানাকেই বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আজকাল বাঙ্‌লা ব্যাকরণের ছড়াছড়ি। অধিকাংশ ব্যাকরণেই সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্‌লার সন্ধি, প্রত্যয় আলোচনা করিবার প্রয়াস কদাচিৎ দু-একখানি ব্যাকরণে দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা বঙ্গভাষার এইরূপ বর্তমান ব্যাকরণ কিন্তু একেবারে অধুনাতন আকারে গড়িয়া উঠে নাই। বর্তমান আকারে পরিণত হইতে ইহার অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্যাকরণে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, ষত্ব, ণত্ব, অলঙ্কার এই কয়টি বিষয় আদৌ আলোচিত হয় নাই। হালহেড ইংরেজী ১৭৭৮ সালে, কেরী ১৮০১ সালে, কীথ ১৮২০, এবং রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে[১] চারিটি ছন্দের নিয়ম সামান্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। পরে ১৮৩৪ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বিস্তৃতভাবে ছন্দের আলোচনা করেন। তারপর ১৮৫২, ১৮৫৭ ও ১৮৬১ সালে ছন্দ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়। শেষে ১৮৬৪ সালে মধুসূদন শর্মা ৮৮টি ছন্দের বিস্তৃত আলোচনা করেন। ১৮২০ সালে মথুরমোহন দত্ত কর্তৃক সন্ধি প্রথমে আলোচিত হয়। ১৮০৯ হইতে ১৮৪৫ সালের মধ্যে সন্ধি-প্রকরণের পুনরালোচনা হইয়াছিল। ১৮৫৩ সালে শ্যামাচরণ সরকার সন্ধি-প্রকরণের যথোচিত সংস্কার করিয়া ইহাকে

সাময়িক সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তোলেন। ইহার পর সকলেই ব্যাকরণে সন্ধি-বিধি করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাসের আদি পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়। ইনি বহুব্রীহি, উপপদ ও কর্মধারয়, এই তিনটি সমাসের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি আবার চলিত বাঙ্‌লা পদের সমাস প্রথম অনুশীলন করেন (১৮৩৩)। পরে ১৮৫২ সালে শ্যামাচরণ সরকার সমাসের রীতিমত প্রয়োগবিধি প্রদান করেন। এই সময় হইতে বাঙ্‌লা ব্যাকরণে সমাসের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি বাঙ্‌লা প্রত্যয় ও স্ত্রীত্বের নিয়ম করেন। ষত্ব-ণত্বের প্রথম পথ দেখাইলেন শ্যামাচরণ সরকার। ষত্ব-ণত্বের বিস্তৃত আলোচনা ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সরল ব্যাকরণে'ও দেখা যায়। শ্যামাচরণ সরকারই সর্বপ্রথমে ব্যাকরণে যমক ও অনুপ্রাস এই দুইটি অলঙ্কারের বিবরণ প্রদান করেন। পরে ১৮৫৭ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও কয়েকটি অলঙ্কার সংযুক্ত করেন। অতঃপর ১৮৭৪ সালে জয়গোপাল গোস্বামী ছন্দ ও অলঙ্কার সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা সহ এক সুন্দর গ্রন্থ বাহির করেন। এইরূপে ছন্দ, সন্ধি, সমাস, ষত্ব, ণত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি ক্রমশ ব্যাকরণের মধ্যে একে একে প্রবিষ্ট হইয়া আধুনিক বাঙ্‌লা ব্যাকরণের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এইরূপে পরিপুষ্ট ব্যাকরণগুলি ঠিক বাঙ্‌লাভাষার ব্যাকরণের কাজ করে নাই। বিদেশী পণ্ডিত বীমস ১৮৭২-৭৯ সালে এবং হর্নলে ১৮৮০ সালে বাঙ্‌লার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া তাহার আসল রূপ বাহির করিবার প্রথম প্রয়াস করেন। তারপর ১৮৮১ সালে চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ লিখনের উদ্যম বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম করেন। তারপর পদ্মনাভ ঘোষাল 'ভাষাতত্ত্বে'র ভিতর দিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শব্দতত্ত্বে'র দিক দিয়া, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'শব্দকথা'য়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে', বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও বিধুশেখর শাস্ত্রী বিবিধ প্রবন্ধে বাঙ্‌লা ব্যাকরণের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও ইহার কিছুই করা হয় নাই। বাঙ্‌লা ব্যাকরণের মূল সূত্র বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এখন বাঙ্‌লা ভাষা যে সমস্ত ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া নিজ কলেবর পরিপুষ্ট করিয়াছে, বঙ্গভাষার আলোচনায় সেই সমস্ত ভাষারও অনুশীলন দরকার।

যাক্, এ সমস্ত কথার আলোচনা ছাড়িয়া এইবার আমরা হালহেডের ব্যাকরণের কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিব।

হালহেড-কৃত ব্যাকরণের নাম 'A Grammar of the Bengal Language'। এই পুস্তকে যে কেবল ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় আছে তাহা নয়; একজন বিদেশীকে বাঙ্‌লা ভাষা শিখিতে হইলে যাহা জানা দরকার, সেগুলি ইহাতে মোটামুটি আছে; কিন্তু কোন বিষয়েরই আলোচনা ইহাতে ভালরূপে নাই। তখনকার অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে, একজন বিদেশীর পক্ষে এরূপ সময়ে এমন গ্রন্থ রচনা করা কম শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নয়। হালহেডের এই ব্যাকরণ অত্যন্ত যত্ন ও নিতান্ত পরিশ্রমের সহিত

লিখিত। ব্যাকরণখানি ক্রাউন আট পেজী ২১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্রটির (title page) প্রতিলিপি পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভের পূর্বে হালহেড পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা তাঁহার ব্যাকরণে সান্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

ভূমিকায় প্রথমেই তিনি বঙ্গদেশ শাসন সম্বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রীসভার আভ্যন্তরীণ মতবাদের বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়াছেন। এ দেশের উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠার কথায় হালহেড বঙ্গদেশের উপর বেশ একটু জোর দিয়াই লিখিয়াছেন। রাজা ও প্রজার মিলনসূত্র কি, সে বিষয়েও তিনি দু' কথা বলিতে ছাড়েন নাই। কোন দেশকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে হইলে সে দেশের প্রচলিত ভাষাগুলি শিক্ষা করা যে প্রয়োজন রোম ও গ্রীসের উদাহরণ দিয়া এই ভূমিকায় তিনি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ভারতবাসী, আমরা শাসিত হইব; আর ইউরোপের অধিবাসীরা আমাদের শাসন করিবেন, হালহেড একথা স্পষ্ট বলিয়াই জেতাকে বিজিত জাতির ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে ইংগিত করিয়াছেন। বিদেশীর ভাষা শিক্ষার জন্যই এই ব্যাকরণের উৎপত্তি ধরিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা আমাদেরও ব্যাকরণ রচনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল।

হালহেড ভূমিকায় ভারতীয় সাহিত্যের মূল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি তিনি দিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই এখনকার দিনে আর খাটে না। তবু তখনকার আলোচনা হিসাবে ইহার কিছু মূল্য থাকিতে পারে। হালহেড বলেন, পারস্য উপসাগর হইতে চীন উপসাগর পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত অতি সুষ্ঠু ও প্রাচীন ভাষা। তবে তাহা ব্রাহ্মণের পুঁথিশালাতেই আবদ্ধ। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে পার্শী, আরবী, লাটিন ও গ্রীকের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। তিনি বলেন, সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ভাষা ও শব্দের যে সামঞ্জস্য ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। সংস্কৃত অক্ষর প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, আসাম, নেপাল, কাশ্মীর ও অন্যান্য অনেক রাজ্যের মুদ্রায় সংস্কৃত অক্ষরের ছাপ আছে। এগুলি হইতে পৌরাণিক কালের দেব-দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। নেপাল ও ভুটানের মুদ্রায় এরূপ ছাপ তিনি দেখিয়াছেন। মিশরের ভাষা, রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ও ধর্মে তাহাদের মৌলিকতা আছে বলিয়া মিশরবাসী দাবী করে। হালহেড কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পুঁথিশালায় এমন অনেক পুঁথি আছে যাহা হইতে প্রকাশ পায় যে, মিশর ভারতের নিকট ঋণী। এই সকল গ্রন্থের বলে, তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থেও পাওয়া যায় যে, গ্রীক গ্রন্থকারগণও সে সময় ব্রাহ্মণদের খুব সম্মান করিতেন।

জেসুইট দুপোঁ (Jesuit Dupont) সংস্কৃত ভাষার ধাতু প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অবান্তর কথা বলিয়া অনেককে ভ্রমে ফেলিয়াছেন। সংস্কৃতের শব্দসংখ্যা ও

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যূঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

হ্যালহেডের 'গ্রামার'-এর নামপত্র

বিষয়বৈচিত্র্য যে গ্রীকের চেয়ে বেশী, হালহেড তাহা মানিতে চান না। ভূমিকায় আমাদের দেশের সেই সময়ের অবস্থা বেশ সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। আদালতের কার্যব্যতীত অন্য সমস্ত কার্যই যে সেই সময় বাঙ্‌লা ভাষায় পরিচালিত হইত, তাহা ভূমিকায় বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। হালহেড কিরূপে ব্রাহ্মণের নিকট অতি কষ্টে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও তিনি বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হালহেড ভূমিকার শেষভাগে হাস্যোদ্দীপক এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ADVERTISEMENT

"It is recommended not to bind this book till the setting in of the dry season, as the greatest part has been printed during the rains."

তখনকার ছাপার কালির এমনই মাহাত্ম্য!

বাঙ্‌লা লিখনপ্রণালী, যুক্তাক্ষর, বর্ণের উচ্চারণ, বানান, লিঙ্গনির্ণয়, কারক, বচন, সর্বনাম, বিভক্তি-বিচার, ধাতুরূপ, বাঙ্‌লা অর্থযুক্ত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা, বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণের সম্বন্ধ, সংখ্যা, অঙ্কশাস্ত্রের তালিকা, ছন্দ এবং পত্রাদি লিখিবার ধারা—এইগুলি হালহেডের ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। এই পুস্তকের বাঙ্‌লা অংশ হস্তলিপির বর্ণের অনুকরণে কাঠে খোদাই করা অক্ষর (সীসায় ঢালাই করা অক্ষর—সম্পাদক) দিয়া ছাপা। কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রাচীন সঙ্গীত হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য এই যে, কিছু বলিতে গিয়া শব্দের উদাহরণ ব্যতীত সকল স্থানেই উদাহরণ হালহেড (প্রাচীন) গ্রন্থ হইতে দিয়াছেন। নিজের স্বকপোল-কল্পিত দৃষ্টান্ত নাই।

প্রথম অধ্যায়ে কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণপর্ব (সাত্যকি উপাখ্যান) হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং ইংরেজীতে তাহার উচ্চারণ (transliteration) ও তর্জমা দেওয়া হইয়াছে। হালহেডের সময় মুদ্রিত বাঙ্‌লা পুস্তক ছিল না; সুতরাং তাঁহার ব্যাকরণ সংকলন করিবার সময় তাঁহাকে বাঙ্‌লা হস্তলিপিরই সাহায্য লইতে হইয়াছিল। হস্তলিপিতে 'স-কার-ত্রয়', 'উভয় জ' এবং 'ন-দ্বয়' লিপিকরগণ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিয়া হালহেডও বাঙ্‌লা ভাষার এরূপ প্রয়োগ-বিধিকেই মানিয়া লইয়াছেন। এইরূপ প্রয়োগে 'সান্ত্বনা' প্রভৃতি কোন কোন যুক্তবর্ণের

শব্দ ‘ব’-কারের লোপ পাইয়াছে। হালহেড স-কার, জ-কার ও ন-কারের বহুল প্রয়োগ-বিধি স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় এগুলির প্রয়োগ বিভিন্ন হইলেও বাংলায় তাহারা পরস্পর পরিবর্তনীয়। হাতের লেখায় ‘ক্ষু’ ও ‘ক্ষ’-র প্রভেদ সামান্যই। ‘ক্ষ’ দিয়া ‘ক্ষু’ এখন আর চলে না। এই পুস্তকে ‘ব্’-এ ‘ণ’ যোগ করিয়া ‘ক্ক’ বানানও লেখা হইয়াছে। বাংলা অনুস্বরের রূপ ‘ং’ এইরূপ ; কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদির ন্যায় ‘বংশ’ প্রভৃতি (মাথায়) ‘০’ দিয়া ছাপিয়াছেন। এখনও কোন কোন বৃদ্ধ ‘০’ এবং ‘ক্ষু’ বুঝাইতে ‘ক্ষ’ লিখিয়া থাকেন।

তাঁহার ব্যাকরণে ‘ং’র অন্যতর আকৃতি ‘২’ দেওয়া হইয়াছে। ‘৭’ এই অক্ষরটি কেন পত্রাদির উপর লেখা হইত, সে সম্বন্ধে হালহেড বলেন যে, সর্বজ্ঞানের আকর গণেশের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ ইহা পত্রাদির উপরে লেখা হয়। ইহাকে গণেশের ‘আঁকড়ি’ বলে। গণেশের আঁকড়ি, সিদ্ধি-বস্তু। পেটকাটা ‘ব’-এর বিবরণ তাঁহার ব্যাকরণে আছে। ঋ, ৯-র কথাও আছে। কিন্তু ‘ক’-এর আগে ‘আঞ্জী’ বলিয়া বর্ণোচ্চারণ পদ্ধতি লোপ পাইয়াছে বড় বেশী দিন নয়। হালহেডের ব্যাকরণে এই অনাবশ্যক উচ্চারণ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ‘৺’ ঈশ্বর-বোধক চিহ্ন। সম্মানসূচক ‘শ্রীশ্রী’ শব্দের উপর তিনি দু’কথা না বলিয়া ছাড়েন নাই। বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একটা নিয়মের উদাহরণ দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, দুইটি স্বর একত্র থাকিলে এবং তাহাদের শেষ বর্ণ ‘ই’ হইলে কখন কখন ‘ই’ স্থানে ‘ঞি’ হয়। যথা, গোসাই—গোসাঞি, ওই—ওঞি, ইত্যাদি। এই তো গেল প্রথম অধ্যায়ের কথা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি লিঙ্গ প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ‘শান্তিপুরী’ (শান্তিপুর নিবাসী) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নূতন ধরনের এক অদ্ভুত শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন—‘শান্তিপুরিণী’। ‘বাঘ’ শব্দের পুংলিঙ্গে ‘বাঘা’, স্ত্রীলিঙ্গে বাঘী, বাঘণী ; এইরূপ হরিণ—হরিণী ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি গীত আছে। কাহার রচিত, স্থির করিতে পারিলাম না। গীতটি এই :

গীত

ভব সিন্ধু পাররে কে যাবা ভাইরে
হরি নামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারি
বাহু বাহু বল্যা ডাকে দুই বাহু পসারি
ঠাকুর নিতাইয়ের ঘাটে অমান খেয়া বয়
কত অন্ধ অতুর তারা সব পার হয়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সর্বনাম। ‘আমি’ শব্দের কর্মকারকের একবচনে ‘আমা’ এবং সম্প্রদানের একবচনে ‘আমারে’ এবং অপাদানের একবচনে ‘আমিতে’।

করণ হইতে অধিকরণের বহুবচনে—(৩) আমারদিগেতে, (৪) আমারদিগেরে, (৫) আমারদিগেতে, (৬) আমারদিগের, (৭) আমারদিগে—সেদিনও বাঙ্‌লা ব্যাকরণে এগুলি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তুমি শব্দের বহুবচনে 'তোমা' এবং কর্মকারকের একবচন ও বহুবচনেও 'তোমা' দ্রষ্টব্য—

একবচন	বহুবচন
ইনি	ইনা
আপনি	আনারা

এই অধ্যায়ে বিশ্বেশ্বরী 'সত্যনারায়ণ' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সেটি এই—

দাস দাসী জত তারা পলাইয়া গেল।
জত কিছু দ্রব্য বেচিয়া খাইল ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে ধাতুরূপ ও ধাতুর তালিকা।

তারপর কৃদন্ত। হালহেডের মতে বাঙ্‌লায় কৃদন্ত প্রকরণের পৃথক্ বিবরণ অনাবশ্যক। তবে বাংলায় এক প্রকারের কৃদন্ত হইতে পারে। এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া তিনি যে পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা কৃত-প্রকরণ লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর হইতে তুলিয়া দিলাম।

"The form which I would describe, is a noun of reciprocation, implying either a mutual co-operation or a mutual opposition. This noun is composed of the participle of the passive voice prefixed to the participle present of the active: as of the verb হানন **to wound** হানা is the passive participle **wounded,** and হানি the active participle **wounding.** These two united make হানাহানি **a mutual wounding**; as দুই বীরে হানাহানি সংগ্রাম ভিতরে "There was a **mutual wounding** by the two heroes in the midst of the battle."

This kind of alliterative sound is particularly pleasing to a Bengali ear; for which reason a great number of words has been formed in imitation of this species, which preserve their reciprocative energy, tho' derived from common nouns. Such are কানাকানি **with ear to ear,** (that is **a mutual whispering**) from কান **an ear.**

Some few words of this sort seem to imply completion; as মাসমাসি **a complete month,** বেলাবেলি **a complete day,** তরাতরি **a complete haste.**

BENGAL LANGUAGE.

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
বিভুতি ভুসন অঙ্গ জটা ভার কেশ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দরে।
বিবিধ পুকারে রাজা অতি স্তুতি করে॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল।
জতেক ভুপতি গন বসিয়া দেখিল॥

অগ্নিবত্ত অঙ্গে দহে সেই অপমান।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপতি।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি॥

তার পুত্র মোর পুত্র জিনুক সমরে।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে॥

ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি॥

F   হর

হালহেডের ব্যাকরণের ৪১ সংখ্যক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

A third class ;····consists of words combined to imitate sounds. Those have not the letter আ inserted in the middle, and do not convey any mutual or reciprocative meaning.

থরথরি a noise like that of trees in a storm.
ঝরঝরি a noise like the dashing of waves.
ঝনঝন a noise like the falling of a shower."

এ ছাড়া, তিনি কৃদন্ত সম্বন্ধে অধিক কিছু বলেন নাই।

তাঁহার বাঙ্‌লা ব্যাকরণে সমাস-প্রকরণ আদৌ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। ইহার পর হালহেড সংখ্যা-পরিমাণসূচক আনা, কড়ি প্রভৃতির বিবরণ দিয়া শিশুবোধকের ব্যাপারটি সারিয়া লইয়াছেন।

অনুষ্টুপ, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, শর্করী, অতিজগতী, অতিশর্করী এই কয়টি ছন্দের আভাস দিয়া, এক পদী, ত্রিপদী, তোটক ও পয়ার সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। হালহেড "ধুয়াতালের" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'ধুয়া' তালের সহিত গীত হইলে তাহার নাম 'ধুয়াতাল' হয়।

তাঁহার সময় বিচারালয়ের বাঙ্‌লা এক অদ্ভুত রকমের। তাহাতে আরবী ও পার্শীবহুল শব্দের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর ঐ সময় যিনি ঐরূপ শব্দবহুল বাঙ্‌লা বলিতে পারিতেন, তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন হইতেন। হালহেড তাঁহার ব্যাকরণে যে একখানি বাঙ্‌লা দলিলের (আরজির—সম্পাদক) নমুনা দিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠককে উপহার দিলাম।

"৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওাজ শেলামত—
আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল—
তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকস্তী হইয়াছে—
সেই দুই গ্রাম পয়স্তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের—
শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া—
ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে—
মারাপড়িতেছি উমেদওয়ার জে শরকার হইতে আমিন—

ও এক জোপদার শরজমিনতে পহুচিয়া তোরফেনকে—
তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া—
দেন ইতি সন ১১৮৩ সাল তারিখ—১১ শ্রাবণ—

ফিদবি—
জগার্ভবির রায়"

১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মে, ওয়েস্টমিনস্টার (Westminister) প্রদেশে নাথানিয়েল ব্রেসী হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) অক্সফোর্ডসায়ারের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হালহেডের পিতামহ নাথানিয়েল হালহেড (Nathaniel Halhed) Exchange Alley-তে দালালি করিতেন। এখানে তিনি বড় রকমের কিছু সম্পত্তিও করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম, এলিজাবেথ (Elizabeth) উইলিয়ম হটনের (William Houghton of Reading, Berks) কন্যা। ইনি আটটি সন্তান রাখিয়া ৪৩ বৎসর বয়সে মারা যান (১৮০৭ খ্রী. ৩০ মার্চ)। নাথানিয়েল হালহেড দ্বিতীয়বার যাঁহাকে বিবাহ করেন, তাঁহার নামও এলিজাবেথ। ইনি জর্জ মেসনের (George Mason of Noke, Herefordshire) কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী। ই'হার গর্ভে বাঙ্‌লা ব্যাকরণ-রচয়িতা হালহেডের পিতা উইলিয়ম হালহেডের (William Halhed of Noke, and of Great George's Street, Westminister, etc.) জন্ম হয়। এই পুত্রটি রাখিয়া এলিজাবেথ ৪৪ বৎসর বয়সে (১৭২৯ খ্রী. ১৬ অক্টোবরে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

উইলিয়ম হালহেড আঠারো বৎসর ইংলন্ডের ব্যাঙ্কের একজন তত্ত্বাবধায়কের (Director) কার্য করেন। ইনিও দুই বিবাহ করেন। তিনি ফ্রানসেস কাসওয়েলকে (Frances Caswell) বিবাহ করেন। ই'হার গর্ভে (১) নাথানিয়েল ব্রেসী, (২) রবার্ট উইলিয়ম ও (৩) জনের জন্ম হয়। উইলিয়ম হালহেডের দ্বিতীয় পত্নীর নাম জানিতে পারি নাই। উইলিয়ম হালহেড কিছুদিন হারো (Harrow) নামক স্থানে বাস করিতেন। এই সময় তাঁহার পুত্র বালক নাথানিয়েল ব্রেসী হালহেড হারোতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর সামারের নিকট দশ বৎসর ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি ১৭৬৮ খ্রী. অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে (Christ Church College) প্রবেশ করেন। অক্সফোর্ডে তিনি ১৭৬৮ হইতে ১৭৭০ খ্রী. পর্যন্ত ছিলেন। হারোতে অধ্যয়নকালে তিনি শেরিডানের (Richard Brinsley

Sheridan) সহিত একই শ্রেণীতে পড়িতেন। এইখানে উভয়ের প্রথম বন্ধুত্ব হয়। কিছুকাল পরে (১৭৭১) উভয় বন্ধুতে মিলিয়া (গ্রীক গদ্যলেখক—সম্পাদক) 'Aristaenetus'-এর (প্রেমপত্রসমূহের—সম্পাদক) পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ডে অবস্থানকালে তাঁহার উইলিয়ম জোনসের (ইনি পরে Sir William Jones হন) সহিত পরিচয় হয়। হালহেড পূর্বে কোন প্রাচ্যভাষা জানিতেন না। উইলিয়ম জোন্সই তাঁহাকে একদিন প্রাচ্যভাষা শিখিতে উপদেশ দেন। তাঁহারই কথায় প্রণোদিত হইয়া হালহেড উত্তরকালে আরবী প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করেন।

Moore-এর মতে হালহেড ও শেরিডান উভয়েই কুমারী লিনলীর (Miss Linley) পাণিগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একদিন কথায় কথায় শেরিডান সম্বন্ধে কথা উঠে। কুমারী লিনলী শেরিডানের পক্ষ সমর্থন করিয়া হালহেডকে বেশ দশকথা শুনাইয়া দেন। হালহেড লিনলীর বিদ্রূপপূর্ণ অপমানে মর্মাহত হন। ঠিক এই সময় তাঁহার একটি সুযোগ ঘটে। হালহেড কয়েকটি প্রাচ্যভাষা জানিতেন বলিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তাঁহার মুহুরীর কাজ (Writership) জোটে। তিনি কুমারী লিনলীর আশা ছাড়িয়া নিতান্ত মনোদুঃখে ঐ কর্ম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন, এবং ১৭৭১ সালের প্রথমেই বঙ্গদেশে আগমন করেন। এখানে আসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভারতশাসনকর্তা গুণগ্রাহী ওয়ারেন হেস্টিংসের (Warren Hastings) নজরে পড়েন। হেস্টিংস তখন মাদ্রাজে, কিন্তু শীঘ্রই কলিকাতায় কাউন্সিলে দ্বিতীয় পদ লাভ করিবেন। এমন সময় হালহেড নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁহার নিকট জাহির করায় সুফল ফলিল। তিনি খুব বড়-বড় কাজ পাইলেন। কোম্পানির নিকট ও হেস্টিংসের নিকট তাঁহার কদর খুব বাড়িয়া গেল। হালহেড প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বিবাহ করিবেন না। কিন্তু কুমারী লিনলীর (ইনি শেরিডানকে বিবাহ করেন) ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া যায়। তিনি পাঁচ-সাত ভাবিয়া শেষে ভারতেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। (পরে দেখুন—সঃ)

সাহিত্যেই তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। রাজনীতির চর্চাও সামান্য সামান্য তাঁহার ছিল। হেস্টিংস, উইলিয়ম জোন্স, সার এলিজা ইম্পে (Sir Elijah Barwell Impey), শেরিডান প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইম্পে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।[৪] তিনি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ হালহেডের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই তাঁহাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব। তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন। হালহেডের সঙ্গে হেস্টিংসের ও তাঁহার পিতার বন্ধুত্ব ভারতবর্ষ থেকেই আরম্ভ হয়। এত রকম বিষয়ের আলোচনা একসঙ্গে করিতে পারেন, এমন লোকের সঙ্গে তাঁহার আর জানাশুনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী। প্রতিভা তাঁহার যেমন উজ্জ্বল ছিল, অন্তরও তাঁহার তেমনই মধুর ছিল। হেস্টিংসকে যে তিনি বিখ্যাত শাসক ও রাজনীতিক বলিয়াই জানিতেন, তাহা নহে; তিনি যে কি করিয়া রাজ্য

বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার জানা ছিল। হেস্টিংসকে হালহেডের চেয়ে ভাল কেহই জানিতেন না। হালহেডই জানিতেন, কি বিপদসংকুল পথে কত কষ্টে ভারত-শাসন ব্যাপারে হেস্টিংসকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ছয় বৎসরের অধিককাল তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। হালহেড ও শেরিডানের লেখার মধ্যে অধিকাংশ লেখাই বোধ হয় হালহেডের। তরুণ বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় সুদূর প্রবাসে সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার একমাত্র আরাধ্য ছিল। হালহেড প্রথম জীবনে বিশেষ কিছু জানিতেন না বটে, কিন্তু উত্তর জীবনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ বরাবরই ধর্মানুগত ছিল। ভারতে বিবাহ করিতে স্থির করিয়া তিনি চুঁচুড়ার ডাচ শাসনকর্তার কন্যা কুমারী হেলেনা লুইসা রিবোকে (Miss Helena Louisa Ribaut) বিবাহ করেন। কিন্তু কোন ইঁহাদের বিবাহিত জীবন বোধ হয় খুব সুখের হয় নাই। হালহেড নিজের আদর্শকে এমন করিয়া দেখিতেছিলেন যে, তাঁহার পত্নীর অক্লান্ত সেবায়ও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতে ছিলেন না। পত্নী কিন্তু তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ প্রীতি লইয়া পতির সেবায় জীবন পণ করিলেন। তাহাতেই হালহেডের জীবনের দুঃখময় দিনে হেলেনার হৃদয়ের অপার্থিব গুণাবলী হালহেডকে যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল।

হালহেড কাজ খুব ভালবাসিতেন। Civil Servant-দের বেতন নামমাত্র ছিল। কিন্তু তখন ভারতবর্ষে সম্মান, প্রতিপত্তি ও অন্যান্য উপায়ে অর্থাগমের পথ সুগম ছিল। কিন্তু হালহেড অর্থার্জনের জন্য তত ব্যগ্র ছিলেন না। তিনি সরকারী কাজকর্ম করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত বাণী-ভাণ্ডারের মধ্যে। সরকারী কাজের সময় ব্যতীত সকল সময় তিনি অধ্যয়ন করিতেন। এই অবসরেই তিনি Gentoo Code ও বাঙ্‌লা ব্যাকরণ রচনা করেন।

১৭৭৪ সালে হেস্টিংসের ইঙ্গিতক্রমে তিনি একখানি অনুবাদগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। আর এই বইখানি অনুবাদ করিতে তাঁহার দুই বৎসর লাগিয়াছিল। ১৭৭৬ সালে তাঁহার অনুবাদ শেষ হয়। গ্রন্থখানির নাম হয় Gentoo Code।[২] ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, হেস্টিংসের আদেশে ১১ জন ব্রাহ্মণ[৩] সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ হইতে ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে বিধি ব্যবহারের একটি সার সঙ্কলন করেন। এই সার সঙ্কলনটি ফারসী ভাষার তর্জমা থেকে অনূদিত হইয়াছিল—সংস্কৃত পুস্তক হইতে হয় নাই। হালহেডের Gentoo Code-এর কয়েক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। পরে ফারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। ১৭৭৪ সালে ১ ডিসেম্বর Commissioners of the Court of Requests for Calcutta হালহেডকে তাঁহাদের কোর্টের কমিশনার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া জানান। প্রত্যুত্তরে হালহেড তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল (এই পত্রখানি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। Imperial Records-এর নথি হইতে সংগৃহীত):

"To the Gentlemen Commissioners of the Court of Requests of Calcutta.

Gentlemen,

In regard to the nomination as a Commissioner of your Court which you honor'd me with on the 1st instant, I beg leave to represent that I have already served eleven months in the Courts......(চিহ্নিত অংশ একেবারে অস্পষ্ট) there is a limited time for refusing to serve in the Court of Requests and I hope the present application comes within that period, but I flatter myself that these pleas will be unnecessary when I inform you that my time is completely taken up by my several employments in the Company's service which I fear will interfere with a conscientious attendance upon the duties of your Court.

I have the honor to be gentlemen

Your most obedient'ble servant,

(Sd) Nath Brassey Halhed"

Calcutta 3rd Dece'r 1774.

হালহেডের পত্র গ্রাহ্য হইল না। Court of Requests যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা ও হালহেডের নির্ভীক প্রত্যুত্তরের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল (এই পত্রগুলিও অপ্রকাশিতপূর্ব) :

To

The Hon'ble Warren Hastings
Governor General
& Council at Fort William

Hon'ble Sir and Sirs,

We find ourselves concerned that we are under the necessity of representing the absolute refusal of Messrs Halhed and Livius to serve as Commissioners of this Court, and beg leave to enclose you the copy of our proceedings as far as it relates to such refusal.

We are of opinion that the reasons they assign for not serving as Commissioners are in no way admissable as the necessary attendance will not occur in the regular rotation more than once in three weeks. We however beg leave to submit our sentiments to your determination and are with respect—

Court of Requests — Hon'ble Sir and Sirs,
Dece'r, 10th 1774 — Your most obdt.
Hble Servants,

Roger Gale	Wm Larkins
James King	Ar. Hesilrige
J.B. Smith	R. H. Holmondely
	J. Sykes
Eldred Addision	Francis Fawke
Thos Braithwaite	W. Atkinson
R. Bathursts	C. Burrowes

(Ref (original) Home Dept. 1774.
Public O.C. 12 Dec. No. 5)

At a general Court held 10th December 1774. The Clerk lay before the Court the following letters from Messrs Halhed and Livius—

To

W. Douglas Esq. Clerk to the
Court of Requests for Calcutta.

Sir,

I am very sorry any objection should have arisen to my first letter to the Commissioners of the Court of Requests, I can think that all the Gentlemen in service can make the same as myself, when I have been only so lately released from the Duty of the Superior Court of Aldermen and while there is a great number of gentlemen here who have not served in either of the Courts. When that is not the case I shall certainly think myself bound to obey the General Letter you have favoured me with but at present, cannot but suppose myself authorised to decline serving.

I mentioned to Mr. Syhrone of the Commissioners of the Court of Requests the names of several gentlemen who have not served in either capacity,

Sd/- N.B. Halhed.

The Clerk begs before the Court the following Letters from Messrs Halhed and Livius.

At a Court held on Saturday the 3rd December present Messrs.

Lindsay
Withers
Cole
Burrowes

To the Gentlemen Commissioners of the Court of Requests for Calcutta.

Gentlemen,

In regard to the nomination as a Commissioner of your Court which you honor'd me with on the 1st. inst, I beg leave to represent that I have already served eleven months in the Court, (এ অহল্ অপণ্ডই). There is a limited time for refusing to serve in the Court of Requests and I hope the present application comes within the period, but I flatter myself that these pleas will be unnecessary when I inform you that my time is completely taken up by my several employments in the Company's service which I fear will interfere with a conscientious attendance upon the duties of your Court,

I have the honour to be Gentlemen
your most obedient Hble Servant
Sd/- Nath Brassey Halhed.

Calcutta, 3rd December, 1774
Sat. Morning

Resolved that a General Court be summoned to meet on Tuesday the 6th to take the above letters into consideration.

At a General Court held Tuesday the 6th of December.

The Court taking the above letters into consideration are unanimously of opinion that the reasons against by Mrs. Halhed and Livius, for not serving as Commissioners of this Court cannot be admitted.

Resolved that the Clerk do inform them of the above Resolution and (এ স্থলে অস্পষ্ট). The Hon'ble the Court of Directors dated 11th Feby 1756, that they may not be ignorant of the sentiment of their hon'ble Masters on this subject.

Messrs Halhed and Livius having positively refused serving as Commissioners of this Court.

Resolved that such refusal be represented to the Governor General and Council together with such extracts of our proceedings as relates thereto.

(A true Extract)
W. Douglas

To Messrs Halhed and Livius.

Gentlemen,

I am directed by the Commissioners of the Court of Requests to acknowledge the receipt of your letters of the 3rd Instant and to inform you that the reason you assign for being exempted to serve as Commissioners of this Court are in no way admissable as every Gentlemen in the Company's services might with equal property allege the same excuses, they therefore request your final determination and enclose you the Copy of a paragraph of a General letter from the Hon'ble the Court of Directors on this subject.

I am gentlemen
Your most ob servant
W, Douglas

Court of Requests
Dec, 6th.

১৭৭৫ সালের শেষ ভাগে হ্যালহেড Supreme Court-এর দোভাষীর পদপ্রার্থী হন। এই পদে বিচারপতি চেম্বার্সের (Justice Robert Chambers) শ্যালক W.

William Chambers কাজ করিতেছিলেন। তিনি ছুটি লওয়ায় হালহেডকে এই পদে কার্য করিতে অনুমতি দেওয়া হয়।[৮]

১৭৭৮ সালে হালহেড ও চার্লস উইলকিন্স হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। (সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য) এই মুদ্রাযন্ত্রই ভারতের আদি মুদ্রাযন্ত্র।[৯] এই বৎসরই তিনি হুগলী হইতে বাঙ্‌লা ভাষায় আমাদের পূর্ববর্ণিত ব্যাকরণখানি প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণে যে সমস্ত বাঙ্‌লা অক্ষর খোদিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স সহস্তে খোদাই করিয়াছিলেন।[১০]

১৭৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। পূর্ব হইতেই তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দরখাস্ত করেন যে, পারিবারিক ব্যাপারে তাঁহাকে দেশে যাইতেই হইবে। শরীরও খারাপ। সুতরাং তিনি অনুমতি লইয়া কাজে ইস্তফা দিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।[১১] ফলে, তিনি ছুটির অনুমতি লইয়া ঐ বৎসরই ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তি লাভের জন্য কয়েক বৎসর দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন। বঙ্গদেশের আবহাওয়ায় ও পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িলেও, তিনি পুনরায় ১৭৮৪ সালে কার্যে যোগদান করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ভারতের জলবায়ু তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া পুনর্বার ১৭৮৫ সালে ইংলণ্ডে চলিয়া যান।[১২] এ সময় তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার উপর তাঁহার এক মনস্তাপের কারণ উপস্থিত হইল। ১৭৮৬ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর তাঁহার পিতার ৬৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। বস্তুত ১৭৯০ সাল পর্যন্ত তিনি সামান্য সামান্য সাহিত্যিক আলোচনা ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারেন নাই। ১৭৯০ সালে আবার তাঁহার কর্মক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৎসর সাধারণ নির্বাচনে তিনি লিসেসটারের (Leicester) borough-র জন্য পার্লামেন্টের সদস্য-পদপ্রার্থী হন। সামুয়েল স্মিথ এই পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন। কয়েকদিন যথেষ্ট অর্থব্যয় ও চেষ্টার পর মন্তোলিউ-র (Montolieu) সহিত পরামর্শ করিয়া ইহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন; কিন্তু ১৭৯১ সালের মে মাসে সদস্যের পদ শূন্য হওয়ায় লিমিনটন (Liminton, Hunts) শহরের জন্য সদস্য নির্বাচিত হন। ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত ঐ পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৯০ সালে হালহেড Harley Street-এ বাস করিতেন। বেজায় খরচপত্র করিতেন। এই সময় একটি ব্যাপারে তিনি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন। M. Necker সেই সময় ফরাসী ভাণ্ডারের (French Funds) একজন বড় পাণ্ডা। অনেকে ফরাসী কোম্পানির কাগজ (French Funds) ক্রয়-বিক্রয় করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছিল; আবার অনেকে ফতুরও হইতেছিল। হালহেড লোভে পড়িয়া এবং নেকারের কুহকে

বিশ্বাস করিয়া ফরাসী কোম্পানির কাগজ কেনা-বেচা করিয়াই একপ্রকার সর্বস্বান্ত হন। তাঁহার লোকসান ৩০,০০০ পাউণ্ডের কম হয় নাই।

১৭৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে Mr. Richard Brothers-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাবান হইয়া তাঁহার প্রচারিত মতাবলম্বী হন। রিচার্ড ব্রাদার্সকে লোকে 'Brothers the Prophet' বলিত। পূর্বে তিনি প্রাচ্য mysticism-এর শক্তি দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইতেন। এখন তিনি Brothers-এর কথা শুনিতেন, কথাগুলি পরীক্ষা করিতেন, আর প্রাচ্য mysticism-এর সঙ্গে ব্রাদার্সের মতের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এক রকম সেই মতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। তিনি ব্রাদার্সের মতের এতই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঐ বৎসর ৫ই মার্চ বুধবার তাঁহার বন্ধু Sir Elija Impey-এর বহু নিষেধ সত্ত্বেও তিনি 'House of Commons'-এর একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিন ঘণ্টাকাল অসামান্য বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া Richard Brothers-এর ঐশ্বরিক-জ্ঞানের (Revealed knowledge) পক্ষ সমর্থন করেন এবং এমন কি, এই জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে সদস্যদিগকে অনুরোধ করেন।[১৩] সকলে তাঁহার মর্মস্পর্শী বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সমর্থন করেন নাই। বরং এজন্য তাঁহাকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। "Lingua Sacra"-প্রণেতা David Levi, Brothers-এর বিরুদ্ধে পত্রের পর পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।[১৪] কিন্তু তবুও হালহেড Brothers-এর পক্ষ ছাড়েন নাই। শুধু তাহাই নয়, একবার Brothers রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তখন তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া Brothers-এর কার্য যে রাজদ্রোহিতার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ২১এ এপ্রিল ব্রাদার্সের নামে প্রচারিত একখানি warrant-এর বিরুদ্ধে বিশেষরূপে লড়িয়াছিলেন। তাঁহার এই দুই চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন নাই। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হালহেড তাঁহার পদ ত্যাগ করেন। ব্রাদার্সের মতে তাঁহার বিশ্বাস অনেকদিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সাহিত্যিক ও সামাজিক জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়। ১৭৯৬ সাল হইতে ১৮০৮ সাল পর্যন্ত তিনি সামাজিক কোন কার্যে যোগদান করেন নাই। এমন কি বড় একটা কাহারও সঙ্গে মেশেন নাই। তাঁহার মানসিক অবস্থা দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনেরা তিনি প্রকৃতিস্থ নন মনে করিয়া তাঁহাকে বিশেষ নিয়মাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। যাহা হউক, এ অবস্থায় ১৮০৪ সাল পর্যন্ত তিনি John Bright নামক এক ব্যক্তিকে পত্র লিখিতেন। ইনি জাতিতে সুরেবর এবং হালহেডের ন্যায় প্রথমে Richard Brothers-এর শিষ্য হন। পরে হালহেডের সহিত Brothers-কে পরিত্যাগ করেন।

আর্থিক কষ্টে পড়িয়া তিনি ১৮০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর চাকরির জন্য George Canning-এর নিকট দরখাস্ত করেন। কোন কর্ম দিতে না পারায় লজ্জিত হইয়া

২৮এ তারিখে ক্যানিং দরখাস্তের উত্তর দেন। ১৮০৯ সালে জুলাই মাসে তিনি East India House-এ একটি চাকরি পান। ১৮০৮ সালে চিঠিপত্র লেখা পুনরায় আরম্ভ করেন। তবে বড় বেশী লেখেন নাই। Sir Elija Impey ও Hastings-কেই যাহা কিছু লিখিতেন। শেষ জীবনে তিনি বধির হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যে শুনিতে পাইতেন না, তাহা ১৮০০ সালের একখানি পত্রে লিখিয়াছেন। হালহেডের সন্তান ছিল না।[২৩] তাঁর চরিত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন সামান্য কারণেই তিনি মনে বড়ই ব্যথা পাইতেন। মনে হাজার কষ্ট থাকিলে তিনি বন্ধুদের প্রীতি-সম্পাদন করিতে পারিতেন। তাঁহার ছোট-ছোট কবিতা লিখিবার ইচ্ছা বলবতী ছিল। অবসর পাইলেই কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার পাণ্ডুলিপির ভিতর হইতে অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি তিনি ছাপিবার জন্য লেখেন নাই। একটি কবিতায় তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বেশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবিতাটি নীচে দেওয়া গেল :

N. B. H. O's Prayer

I ask not life, I ask not fame
I ask not gold's deceitful store ;
The charms of grandeur's wealth and name
Thank heaven are charms to me no more.
To do thy will, oh God I ask
By faith o'er life's rough sea to swim,
With patience to work out my task,
And leave the deep result to him.

[১৮০৬, ৩ জুলাই]

স্বনামে-বেনামে হালহেড অনেক খবরের কাগজে লিখিতেন। Morning Chronicle-এ তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছে। ইংরেজী থেকে লাটিন এবং লাটিন থেকে ইংরেজী তিনি খুব ভাল তর্জমা করিতে পারিতেন। হালহেড এদেশের অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেগুলি British Museum-এর Trustee-রা কিনিয়া লন। অন্যান্য পুঁথি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি Nathaniel John Halhed-এর নিকট ছিল। John Halhed-এর প্রতিনিধি ১৮৬৩ সালে তাঁহাদের Executor Dr. John Grant-এর নিকট হইতে লইয়া আসেন। এগুলির মধ্যে তাঁহার Warren Hastings-এর সহিত পত্রাদিবিষয়ক একখানি পুস্তিকা ছিল। ১৮৩০-১৮৩৬ সালের মধ্যে হালহেড একখানি পারসী গ্রন্থ হইতে মহাভারতের অধিকাংশ

ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পাণ্ডুলিপি এখনও Asiatic Society of Bengal-এর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে।[১৬]

১৮৩০ সালের ১৮ই ফেব্রুআরি ৭৯ বৎসর বয়সে West Square (Surrey)-এ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন—ইহার অন্তর্গত Petersham-এ তাঁহার পরিবারস্থ লোকদের সমাধির নিকট তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। তাঁহার প্রিয় পত্নী তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় দেড় বৎসর জীবিত ছিলেন।[১৭] ইঁহার মৃত্যুর পর হালহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র Nathaniel John Halhed সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জন হালহেড কতিপয় প্রাচ্যভাষায় বিশেষত বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, কখনও কখনও তিনি ছদ্মবেশে আমাদের দেশী পোষাক পরিয়া আপনাকে দেশী লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সহসা কেহ বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। যখন তিনি পাঁচ জনের সঙ্গে বসিয়া তামাক খাইতেন, তখন তাঁহাকে ইউরোপীয় বলিয়া চেনা দায় হইত।[১৮]

বৈয়াকরণ হালহেড অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে Gentoo Code ও বাঙ্গলা ব্যাকরণেরই আদর খুব বেশী। আমরা তাঁহার লিখিত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

হালহেড প্রণীত গ্রন্থাবলী। যথা—

১. "The Love Epistles of Aristaenetus, translated from the Greek into English metre", ১৭৭১ (8vo) ; ভূমিকায় স্বাক্ষর—H(alhed) & S(heridan) ; (১৮৫৮ খ্রী. Bohn's Classical Libraryতে পুনর্মুদ্রিত)। এখানি প্রথম ভাগ।[১৯] দ্বিতীয় ভাগ কখনও বাহির হয় নাই।

২. "A Code of Gentoo Laws or Ordinations of the Pundits from a Persian translation." ১৭৭৬ (4to) [মলাটে অনুবাদকের নাম নাই। ভূমিকার মধ্যে নাম আছে]; ২য় সংস্করণ, ১৭৭৭ 8vo) ; ৩য় সংস্করণ, ১৭৮১ (8vo) ; ফরাসী সংস্করণ—J. B. R. Robinet-কৃত নাম "Code des lois gentoux", প্যারিস ১৭৭৮ (4to)।

৩. "A Grammar of the Bengal Language" ; হুগলি, ১৭৭৮ (4to)।

৪. "A narrative of the events which have happened in Bombay and Bengal relative to the Mahratta Empire since July 1777." ১৭৭৯ (8vo).

৫. "The letters of Directors on the Seventh and Eighth Reports of the Libel Committee." ১৭৮৩ (8vo).

৬. "Imitations of some of the Epigrams of Martial." ১৭৯৩ (4to) ; লেখকের নাম নাই ; লাটিন ও ইংরেজীতে লিখিত।

৭. "The whole of the Testimonies to the authenticity of the prophecies of Richard Brothers and of his mission to recall the Jews (I)." Cruickshank-অঙ্কিত চিত্র হইতে White খোদিত হ্যালহেডের চিত্রসহ।[২০] (8vo).

৮. "A word of admonition to the Rt. Hon. William Pitt, in an Epistle occasioned by the prophecies of Brothers."

৯. "Two letters to the Rt. Hon. Lord Longborough." ১৭৯৫ (8vo).

১০. "Speech in the House of Commons, March 31, 1795 relating to confinement of Mr. Richard Brothers the Prophet." ১৭৯৫ (8vo) (ঐ বৎসর ৩১এ মার্চ ২য় সংস্করণ)।

১১. "Second Speech in the House of Commons, April 21, 1793 respecting the detention of Mr. Brothers the Prophet." (ঐ বৎসর ২১এ এপ্রিল, ২য় সংস্করণ)।

১২. "Liberty and Equality, a sermon or Essay." 1795 (8vo).

১৩. "A Calculation of the millenium : Reply to Dr. Horne." ১৭৯৫ (8vo)। (ঐ বৎসর ২য় ও ৩য় সংস্করণ। ৩য় সংস্করণে ১১ সংখ্যার পুস্তকখানিও মুদ্রিত হইয়াছিল।)

১৪. "An Answer to Dr. Horne's Second Pamphlet entitled "Occasional Remarks". ইহার সহিত ১৩ সংখ্যার পুস্তকও মুদ্রিত হইয়াছিল।

[এই প্রবন্ধ ব্যতীত বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন :—
'আদি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও হ্যালহেড সাহেব' (বঙ্গভাষা, ১৩১৪ আশ্বিন)—সম্পাদক]

পাদটীকা :

১. বঙ্গভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ তিনখানি। এই তিনখানি পুস্তক লিসবনে ১৭৪৩ সালে Manoel da Assumpcam পর্তুগীজ লোকের চেষ্টা ও যত্নে বাহির করেন। একখানির নাম 'Compendium des Mysterios da Fe' etc. [A compendium of the Mysteries of the Faith] এই বইখানি Asiatic Society of Bengal-এ সংরক্ষিত আছে। ইহার ভূমিকা হইতে বোঝা যায় যে ইহা ১৭৩৪ সালে লেখা হইয়াছিল। বইখানি কিন্তু ১৭৪৩ সালে বাহির হয়। দ্বিতীয় খানির নাম 'Cathecismo da Doctrina Christa' [Catechism of the Christian Doctrine]। এই গ্রন্থখানি Dom Antonio নামক ভূষণাধিবাসী বাঙালী কর্তৃক রচিত এবং Frey Manoel da Assumpcam কর্তৃক পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। তৃতীয় পুস্তক খানির নাম—

"Vocabulario em idioma Bengalla e Portugues" (Vocabulary in the Bengali and Portuguese Languages)। এই তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রমাণপঞ্জী (authorities) পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল :

১. Barbosa Machado—Bibliotheca Lusitana Historica etc, Vol. III, p, 183.

২. Catalogo dos Mss. da Bibliotheca Publica Evorera ordenata per J. H. de Cunha Rivara.

২. রাজা রামমোহন রায় পূর্বেই পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ঐ সময়েই বাহির হয়।

৩. "He went in the beginning of 1771 to Bengal"—Unpublished Letters of Warren Hastings (1896), p. 61. ল্যানম্যান (Charles R. Lanman) তাঁহার গ্রন্থ আগমনের ঠিক সময় না জানিয়া লিখিয়াছেন—'Wilkins, the Caxton of India, arrived in 1770, and Halhed at about the same time, Sir William Jones and Colebrooke arrived in 1783 and Carey in 1793"...J. A. O. S., Vol. 40, pt. 4, Oct. 1920. ডক্টর সুশীলকুমার দে ১৭৭২ সালের কাছাকাছি তাঁহার আগমনের কথা লিখিয়াছেন। দ্র. Bengali Literature in the Nineteenth Century, pp. 78-79।

৪. Life of Sir W. Jones by Lord Teignmouth এবং Memoirs of R. B. Sheridan by Mr. Moore দ্রষ্টব্য।

৫. তৎকালীন বহু সাময়িকপত্রে ইহার আলোচনা হইয়াছিল। Gentoo Code এবং Halhed-এর Grammar Imperial Library (বর্তমানে National Library) এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে।

৬. Cal. Rev., 1909

৭. এই সময় ১৭৭৪ হইতে ১৭৭৮ সাল দ্রষ্টব্য।

৮. (অপ্রকাশিতপূর্ব)

To Mr. Justice Chambers.

Sir,

We have been favoured with your application of the 26th inst, on behalf of your brother Mr. Wm. Chambers

As we shall be always happy in complying with any request which you make to us when we can do it consistently with the rules of the pub. service we on this occasion readily give consent to Mr. N. B. Halhed's holding the office of Interpretor to the Supreme Court of Judicatures and acting as such for your brother until his arrival period. Mr. Halhed has not already officiated in that capacity without our permission,

F. Wm the 3rd Oct, 1775
(Pub, 1775 Dept.)

৯. গোয়ায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র ১৫৫৬ সালে স্থাপিত হয়।

১০. ইনি পরে Sir Charles Wilkins হন। ইঁহাকে কেহ কেহ "Caxton of Bengal" বলিয়াছেন। উইল্‌কিন্স পঞ্চানন কর্মকারকে অক্ষর কুঁদিতে শিখাইয়াছিলেন। পঞ্চাননের নিকট হইতে অপরে ক্রমশই শিখিয়াছে।—Cal. Rev. Vol. XIII, pp. 133-4 ; 'Men Whom India has Known' ; 1874, p. 156, 'East and West', March 1902, p. 549 ; ইত্যাদি।

১১. (অপ্রকাশিতপূর্ব)

To

The Hon'ble Warren Hastings Esq.
Gov. General

And Members of the Supreme Council.
Hon'ble Sir and Gentlemen,

A long continuance of ill-health and particularly the severe fit of illness which I suffered last season, has so far debilitated my constitution, that I fear it is impossible for me to obtain a thorough re-establishment without a change of climate. Having experienced for several months past that even absence from Calcutta (which place has always been prejudicial to my health) was not to sufficient complete recovery, I had determined to solicit your Hon'ble Board for leave to make a short voyage to some other part of India as soon as the season should permit a Ship to sail.

But having within this month received accounts by the Eagle Packet and later Ships that the private concerns of my family at home require almost indispensably my personal appearance, I now entreat that you will be pleased to indulge me with permission to resign the service to depart for Europe as soon as I can find an opportunity.

With the greatest respect I have the honour to remain
Hon'ble Sir and Gentlemen

Your most obedient and most humble servant
(Sd/-)N. B. Halhed

(Original)
Home 1778 Dept. Public
Consultation, 29 July, No. 21

"In 1778 Mr. Halhed returned to England, and employed some of the succeeding years in travelling and amusement"—Unpublished Letters of Warren Hastings (1856), p. 8.

১২. Dictionary of National Biography-তে লিখিত আছে যে হালহেড ১৭৮৫ সালে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। পূর্বে যে তিনি ফিরিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া অনেকেই এই ভুল করিয়াছেন। ডঃ সুশীলকুমার দে-ও এই ভুল করিয়াছেন (Beng-Lit. p. 80)।

১৩. Register of the Times, April 1795 ; Unpublished Letters, p. 14.

১৪. Letters to N. B. Halhed, M. P. in answer to his testimony, etc. etc.

১৫. Bengal Obituary-তে (p. 204) এবং Friend of India (9th Aug, 1838)-তে Nathaniel John Halhed-কে উক্ত বৈয়াকরণ Halhed-এর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। কেননা, Halhed যে অপুত্রক ছিলেন তাহা Impey's Memoirs (p. 360 fn), Unpublished Letters of Warren Hastings (1856) (p. 1)-এ বলা হইয়াছে স্পষ্ট। Dictionary of National Biography-ও উহাই প্রতিপাদন করিয়াছে। John Halhed যে বৈয়াকরণ হালহেডের পুত্র নন তাহার অকাট্য সাক্ষী Gentleman's Magazine (N. S. 1838)। ইহাতে আছে—

> "Aug :—at Calcutta, N. J. Halhed, Esqr. Bengal Civil Service, eldest Son of Late John Halhed, Esqr. of Yately House, Hunts". এছাড়া Bengal Obituary-ও (p. 671) দ্রষ্টব্য।

১৬. Friend of India, 1865, Cal. Rev. 1909.

১৭. National Biographical Dictionary লিখিয়াছে যে হালহেডের জীবিতাবস্থায় তাঁহার পত্নী কিংবা কালকবলে পতিত হন। এটি সম্পূর্ণ ভুল। Unpublished Letters (p. 6) ইহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট লিখিয়াছে—"His amiable wife survived him about a year and a half."

১৮. Cal. Rev. Vol. 7. Unpublished Letters, p. 2 ; Friend of India, Aug. 9, 1838 ; Bengal Obituary, p 204. ১৮৩৮ সালের ঐ Friend of India-তে লেখা আছে, বর্ধমান রাজবাড়িতে তিনি বাস করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার বাংলাতে প্রতিপত্তি স্বীকার করিয়াছিল। পাদ্রি লং কিন্তু ভুল করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের স্থলে পিতৃব্যের উপর চাপাইয়া লিখিয়াছিলেন (A Catalogue of Bengali Books 1855, p. 61)—"Halhed was se remarkable for his proficiency in Colloquial Bengali that he has been known to disguise himself in a native dress and to pass for a Bengali assemblies of Hindus." ইহা বৈয়াকরণ হালহেড সম্বন্ধে খাটে না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরই ঐরূপ গুণ ছিল।

১৯. "The original is divided into two parts, the present essay contains only the first, by its success the fate of the second be determined."

২০. ১৭৯৬ সালে স্বতন্ত্রভাবে এই খণ্ডটি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পর্তুগীজদের বাণিজ্য যখন কোন কোন প্রাচ্যদেশে চলিতেছিল, তখন Nuno da Cunha (১৫২৯-১৫৩৮ খ্রী.) তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশের সহিত রীতিমত ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। (১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক যোয়াও কোয়েলহো প্রথম চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৫৩৫-৩৭ খ্রীস্টাব্দে দিওগো রিবেলো নামে এক পর্তুগীজ বণিক জাহাজ লইয়া সপ্তগ্রামে আসিয়া হাজির হন।—সম্পাদক) ফলে ১৫৪১ সাল হইতে প্রতিবর্ষে একখানি করিয়া পর্তুগীজ জাহাজ বাণিজ্য-ব্যপদেশে চট্টগ্রামে আগমন করিত। ক্রমশঃ Da Cunha-র চেষ্টায় পর্তুগীজরা বঙ্গে বাস করিতে লাগিল। তারপর দুইশত বৎসর চলিয়া যায় ; অতঃপর ধর্মের তথা বাণিজ্যের কোন এক খেয়ালের বশে বাঙ্লা ভাষার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। ইহারই ফলে ১৭৩৪ সালের ২৮এ আগস্ট তারিখে Padre Frey Manoel da Assumpcam নামক ঢাকার নিকটবর্তী (ভাওয়ালের) "নগরী"র একজন পর্তুগীজ Augustinian মিশনারী বঙ্গভাষা ও পর্তুগীজ ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে খ্রীস্টীয় ধর্মমতের একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি এবং ইঁহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ সালে লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। ইঁহার দ্বিতীয় পুস্তকখানি বাঙ্লা ব্যাকরণ ও অভিধানের ঐতিহাসিক আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান। এই গ্রন্থখানির নাম—"Vocabulario em Idioma Bengalla e Portugues dividido em duas Partes।"[১]

এই পুস্তকখানি আমি কখনও দেখি নাই। ভারতবর্ষে কোথাও আছে বলিয়া জানিও না। Grierson তাঁহার Linguistic Surveyতে (১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ. ১০) ইহার একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার (বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১ম ভাগ, পৃ. ১৭, ১৯১৭) ও ডক্টর সুশীলকুমার দে (Bengali Literature, পৃ. ৭৫, ১৯১৯) মহাশয় ইহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে এই অভিধানের পরিচয়-পৃষ্ঠার ও কতকগুলি পত্রের কয়েকটি আলোকচিত্র তুলিয়া আনিয়াছেন এবং গ্রন্থখানির পরিচয় দিবার মত অনেক শব্দাদি এই পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াও আনিয়াছেন। প্রবন্ধাকারে শীঘ্রই তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত ও পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০৯-১২৬—সম্পাদক)। আসুম্পসাও-এর এই গ্রন্থের ও অপর দুইখানি গ্রন্থের ৫৫ বৎসর পরে Henry Pitts Forster-এর

অভিধান মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থখানি Imperial Libray (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী) ও ১৮, হরীতকি বাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের নিকট আছে। ১৭ বৎসর পূর্বে আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। তারপর ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ও ইঁহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন।[২] অপর যাঁহারা ফরস্টারের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গত দুই চারি কথা বলিয়াছেন মাত্র। ফরস্টারের জীবন-বৃত্তান্ত Dictionary of National Biography ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু পাই নাই। আমার পূর্বের লেখার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল।

হেনরী পিট্‌স্ ফরস্টার (Henry Pitts Forster) ১৭৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস এখনও জানিতে পারা যায় নাই। ১৭৮৩ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফে চিহ্নিত কর্মচারী হইয়া ভারতে পদার্পণ করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ত্রিপুরার কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসর তিনি ১৭৯৩ সালের "Cornwallis Code" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। বইখানি সরকারী ছাপাখানায় ছাপা হয়। ইহারই পর বৎসর ফরস্টার ২৪ পরগনার দেওয়ানী আদালতের রেজিস্ট্রার হন। ১৭৯৮ সালে কিছুদিনের জন্য তিনি বেকার ছিলেন। ঐ বৎসর হইতে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী কোন কাজ করেন নাই। ইনিই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম (সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য) বঙ্গভাষার বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনায় ১৭৯৯ সালে বাঙলা ও ইংরেজী উভয় ভাষা-সম্বলিত একখানি বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ঐ বৎসর প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বাঙলা হইতে ইংরেজীর অংশ ১৮০২ সালে বাহির হয়। ভারতে সে সময় যে-সকল ইংরেজ আসিতেন, তাঁহারা বাঙলা জানিতেন না। বাঙালীরাও বড় একটা ইংরেজী জানিত না। অথচ এ অবস্থায় ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে, উভয় জাতির মধ্যে একটা আত্মীয়তা সংস্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অথচ কেহ যদি কাহারও ভাষা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সম্বন্ধ সংস্থাপনের পথে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইবে। বাঙলাভাষী বাঙালী যদি রাজপুরুষদিগের নিকট তাহাদের নিজের ভাষায় অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে না পারে এবং রাজপুরুষেরাও যদি তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সুবিচার ও সুশাসনের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিবে। এই দুই রাজনৈতিক যুক্তি ও ফরস্টারের সাহিত্যানুরাগ, এই কারণত্রয়ের সম্মিলনে তাঁহার অভিধানের সৃষ্টি হয়।

ফরস্টারের অভিধানখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় বিশ্বকোষের ন্যায়। ইহাতে ৪৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার বাঙলা অক্ষরগুলি চার্লস্ উইলকিন্স্ কর্তৃক ক্ষোদিত। শব্দসংখ্যা ১৮,০০০। পুস্তকখানি কলিকাতার Post Press-এ মুদ্রিত ও P. Ferris কর্তৃক প্রকাশিত। (সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। অভিধানখানির নাম "A Vocabulary,

in two parts, English and Bongalee and Vice Versa by H. P. Forster, Senior Merchant on the Bongal Establishment"। অভিধানখানি Thomas Graham Esqr-কে উৎসর্গীকৃত।

ভারত-প্রবাসী ইংরেজেরা যাহাতে সহজে বাঙলা ভাষা বুঝিতে পারেন, তাহার পথ মুক্ত করাই যেন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফরস্টারের অভিধানের রচনা-প্রণালী দেখিলে যেন তাহাই বোধ হয়।

সাধারণত বঙ্গাভিধানে সাহিত্য-সম্মত সাধু শব্দ থাকে। বঙ্গভাষার কোন চলিত শব্দ অভিধান হইতে বাহির করিতে হইলে সেই কথার সাধু শব্দ কি, তাহা জানা দরকার হইয়া পড়ে। সেইটুকু যাঁহার জানা নাই, তাঁহার পক্ষে অভিধান হইতে শব্দ বাহির করিবার চেষ্টা—অনেক সময়ই দুরাশা হইয়া পড়ে। কিন্তু ফরস্টার-কৃত অভিধানে সাধু ও চলিত উভয় ভাবার শব্দই একত্র সংগৃহীত ও ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। তাহার নিদর্শন স্বরূপ এখানে দু' একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধুভাষায় যেখানে 'পূর্বে,' 'অগ্রে' বা 'প্রথমত' ব্যবহৃত হয়, চলিত বা গ্রাম্য ভাষায় সেখানে 'আগে' এই কথাই প্রচলিত। ফরস্টার-কৃত অভিধানে এইরূপ যে কথাটি খোঁজা যাইবে, সেই কথাটি অনেক সময়ই পাওয়া যাইবে। তাঁহার অভিধানে 'অ'কারের তালিকায় আছে,—

অগ্রে Ogre—Above all, before, already ইত্যাদি।

'আ' কারের তালিকায় আছে—

'আগে' Age—above all, before, already ইত্যাদি।

'প্র'র তালিকায় আছে—

'প্রথমতঃ' Prothomotho—Above all, before ইত্যাদি—

'আ'র	কোঠায়	আচম্‌কা	sudden,
	"	আচম্বিতে	suddenly.
'হ'র	"	হটাৎ	sudden,
	"	হঠাৎ	per chance.
'প'র	"	পতিত	waste (সাধু)
'আ'র	"	আচোট	waste (গ্রাম্য)
'অ'র	"	অযথাব্যয়ী	extravagant (সাধু)
'উ'র	"	উড়নচণ্ডে	extravagant (গ্রাম্য)
'ই'র	"	ইতস্ততঃ পতিত	scattered (সাধু)
'উ'র	"	উলাটুলা	hurly burly (গ্রাম্য)
'স'র	"	সায়ং	evening, twilight (সাধু)
" "	"	সাঁজবেলা	" " (গ্রাম্য)

'আ'র	কোঠায়	আকর্ষণ	to drag	(সাধু)
'হ'র	"	হেঁচকান	"	(গ্রাম্য)
'প'র	"	পরিশ্রম	labour	(সাধু)
'খ'র	"	খাটনী	"	(গ্রাম্য)
'চ'র	"	চন্দ্রাতপ	tent	(সাধু)
" "	"	চাঁদোয়া	tent	(গ্রাম্য)
'স'র	"	স্পর্শ	touch	(সাধু)
'ছ'র	"	ছোঁয়া	"	(গ্রাম্য)

আবার সাধু শব্দ দেওয়া নাই, এমন গ্রাম্য শব্দও আছে।

উদাহরণ— ডোল　pool, trench
　　আনাড়ি　novice
　　আবডাল　screen
　　আলগোছ　To be on tiptoe

যে সময় তাঁহার অভিধান প্রকাশিত হয়, সে সময় বাঙ্‌লা ভাষা ইংরেজের আদালতে বা দপ্তরে গ্রাহ্য হইত না। যে দেশে যে জাতি যখন রাজত্ব করে, সে দেশে তখন রাজ ভাষারই সর্বত্র সমাদর ও সম্যক্ প্রচলন হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পারসী ভাষার সমাদর ও আইন-আদালতে ঐ ভাষাই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাঙ্‌লার অসংখ্য অধিবাসীর অধিকাংশই নিরক্ষর ছিল। তাহারা কোন ভাষাই লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। কথাবার্তায়ও বাঙ্‌লা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার করিতে পারিত না; অথচ রাজকর্মচারীদের মধ্যে কেহ বাঙ্‌লা জানিতেন না, পারসীতে পণ্ডিতও ছিলেন না, তাঁহাদের অমনই কাজ-চালান-গোছ সামান্য জ্ঞান ছিল মাত্র—ইহাতে অনেক সময় বিচারবিভ্রাট ঘটিত। এক সময় একজন ডোম তাহার প্রতিবেশী দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া প্রতিবিধানের জন্য পুলিস আদালতে নালিস করে। সে অবশ্য তাহার নিজের বাঙ্‌লা ভাষায় জবানবন্দী করিয়াছিল। বাঙ্‌লা ও পারসী উভয় ভাষায় তুল্য অভিজ্ঞ দারোগা মহাশয় সেই ডোমের জবানবন্দী তাঁহার নিজের পারসীতে তরজমা করিয়া আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন। বিচারপতি মহাশয়ের অভিজ্ঞতা, দারোগা মহাশয়ের সেই কিম্ভূত-কিমাকার তরজমার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া 'হত গজ' রকমের এক রায় প্রকাশ করিলেন। এই দৃষ্টান্ত এবং এ-রকমের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ফরস্টার বঙ্গদেশের আইন-আদালতে পারসী ভাষা প্রচলনের অনৌচিত্য ও অনিষ্টকারিতার প্রমাণ দেখাইয়া, উক্ত ভাষা ব্যবহার স্থগিত রাখিয়া, তাহার পরিবর্তে বাঙ্‌লা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। কেরী, মার্শম্যান্, শ্রীরামপুরের যাবতীয় পাদরিগণ, রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন বন্ধু ফরস্টারের এই সাধু প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ফরস্টার প্রমুখ মহাত্মাদিগের যত্নে ও চেষ্টায় বাঙ্‌লা ভাষা বঙ্গবিভাগের আইন-আদালতে প্রচলিত হয়।

বাঙ্‌লা ভাষার প্রচলন সংসাধিত করিবার পরই ফরস্টার সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের ২৬এ আগস্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহার বাঙ্‌লা অভিধানের এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। এই বিজ্ঞাপনে ইহাও প্রকাশিত হয় যে, তিনি "Essay on the Principles of Sanskrit Grammar" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছেন—শীঘ্রই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে এবং তাহারই উপসংহার স্বরূপ বোপদেব-প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। ১৮১০ সালে তাঁহার Essay প্রকাশিত হয়, কিন্তু শেষোক্ত অনুবাদ যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার Essay-র মুখবন্ধ পড়িয়া জানিতে পারি যে, ১৮০৪ সালে তিনি তাঁহার সঙ্কলিত মুগ্ধবোধের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি College Council-এর হস্তে ন্যস্ত করেন। কোলব্রুক, কেরী ও উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময় তাহার একখানিও প্রকাশিত হয় নাই।

১৮০৩ সালে ফরস্টার কলিকাতার টাঁকশালের একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮০৪ সালে নিজের কৃতিত্বে তিনি ঐ টাঁকশালের সর্বাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৮১২ সালেও কিছুদিনের জন্য তিনি বেকার থাকেন। ১৮১৫ সালে তিনি স্ট্যাম্প কাগজের উপর সহি করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসের ১০ই তারিখে এই ভারতভূমিতেই তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। তাঁহার নশ্বর জীবনের অবসান হইয়াছে বটে কিন্তু যে অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যতদিন বাঙ্‌লা ভাষা থাকিবে ততদিন উন্নত শিরে জনসমাজে দণ্ডায়মান থাকিবে। ফরস্টারের বঙ্গদেশের প্রতি যে এত টান, বাঙ্‌লা ভাষার উন্নতিসাধনে যে তাঁহার এত প্রয়াস, এত যত্ন, অবান্তর হইলেও তাহার একটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। ফরস্টার যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। এই দেশে অবস্থিতিকালে তিনি এক জাঠরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। এই রমণীর সহিত বৈবাহিক বন্ধনের খাতিরে তাঁহার এদেশের প্রতি মায়া এবং বঙ্গভাষার প্রতি ঝোঁক। এই জাঠরমণীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম হেনরী ফরস্টার। পরে ইনি কর্নেল হেনরী ফরস্টার, সি. বি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি সৈনিক বিভাগে কর্ম লইয়া ১৮১৬ সালে কর্নেল পদবী পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালের ২০এ জুন তিনি লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল হইয়া ১৮৫৭ সালের ২০এ জুন কর্নেল পদে বৃত হন। সার ডি. অক্‌টরলনির অধীনে থাকিয়া তিনি মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ও পিণ্ডারী যুদ্ধে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহার শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পাইয়া ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে ভারতীয় সৈনিক বিভাগের সর্বোচ্চ পুরস্কার পদকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

ফরস্টার বাঙলা ভাষার মৌলিকতা সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

তাঁহার বাঙ্‌লা ও ইংরেজী অভিধানের মুখবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"The Bengalee in its present corrupted state is perhaps the purest dialect of the venerable Sanskrit now spoken inm any parts of India, its corruptions being principally confined to revenue and judicial terms, and some few commonplace familiar expressions.

The observation however is not meant to be applied to the Bengalee spoken in and near the large towns and cities, which have long been the seats of foreign governors, and the rendezvous of all nations, nor in general to the pleadings in the courts of justice, which necessarily partake more or less of the modern Hindoostanee or Moors, being the language we have generally adopted as the medium of communication."

ফরস্টার বাঙ্‌লা শব্দ স্থির করিবার একটি উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে শব্দে দুইটি স্বরের একত্র সংযোগ হইয়াছে, অথচ সন্ধি হয় নাই, সেই সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্‌লা শব্দ।

বঙ্গদেশে যাহাতে পারসীর পরিবর্তে বাঙ্‌লা ভাষারই প্রচলন হয়, তৎপক্ষে, ফরস্টার নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে-সময়ে ভারতের সকল স্থানে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হয় নাই। এক বঙ্গদেশের আয়তনই সেই সময়কার সমগ্র ইংরেজ শাসনাধীন প্রদেশসমূহের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ ছিল, এবং বিভিন্ন জাতীয় রাজকর্মচারীর মধ্যে বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় দশ ভাগের ছয় ভাগ ছিল এবং এই দেশের চিঠিপত্র বা দলিল-পত্রাদি প্রায় সমুদায়ই বাঙ্‌লা ভাষা অবলম্বনেই লিখিত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রথমতঃ বাঙ্‌লায় লিখিয়া, পরে অন্য ভাষায় তরজমা করা হয়। অতএব যেখানকার প্রজারা বাঙ্‌লা ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না এবং যেখানে রাজাও প্রজারই মত পারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ, সেখানে পারসী ভাষার প্রচলনের পরিবর্তে বাঙ্‌লা ভাষাই প্রচলিত করা উচিত। রাজা ও প্রজা উভয়কেই দ্বিভাষীর কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়, ইহাতে বিচার-বিভ্রাটের বিশেষ সম্ভাবনা। দ্বিভাষী হয় তো অনেক স্থলে উৎকোচের লোভে নিজের ইচ্ছামত পক্ষবিশেষের অনুকূল বা প্রতিকূল পথ অবলম্বন করিতে পারে এবং অনেক সময়ই যে এরূপ হইয়া থাকে, তিনি তাহারও উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার মতে যদি প্রজার নিজের ভাষাই নগণ্য হইল, তবে রাজা তাঁহার নিজের ভাষার প্রচলন না করিয়া, উভয়েরই অপরিজ্ঞাত অপর একটা ভাষা ব্যবহার করিবেন, ইহার কোন নীতিসঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একজন সাক্ষী নিম্ন আদালতে একপ্রকার জবানবন্দী দিয়া আসিয়াছে, হয়তো উচ্চ আদালতে দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত জবানবন্দী করিল ; সে-বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে

অন্যস্থানে নিম্নকাছারিতে বলিবে, আমি সেখানে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহাই বলিতেছি ; সে যে কি বলিয়াছে বা বলিতেছে, তাহা নিম্ন আদালতের হাকিমও জানেন না। দ্বিভাষী যেরূপ বুঝাইয়া দিবে, সেইরূপই বুঝিতে হইবে। এই কথা উপলক্ষে তিনি সাধারণ ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়া দুই এক কথা বলিতেও ছাড়েন নাই। যথা—

"Many such documents have come through my hands, and exist at this day among the records of the Nizamut Adaulat and every court in the country to confirm my assertion. What opportunity this double mode of doing business must afford to designing and corrupt officer is evident. How often they avail themselves of it, let those say who know the almost invariable character of an Indian to be dishonest and ever to watch gain some personal end by imposition."

ফরস্টার হালহেড-প্রণীত বাঙ্‌লা ব্যাকরণ দেখিয়াছিলেন। নিজেও একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাকরণ সঙ্কলন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার অভিধানের বিজ্ঞাপনে ফরস্টার, বিশেষণ হইতে বিশেষ্য সাধন করিবার কয়েকটি নিয়ম দিয়াছেন। সেগুলি আমরা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম :

"Rules for forming substantives from adjectives. Noun substantives are formed from concrete nouns, by adding the terminations য 'yo', ত্ব 'twa', তা 'ta', ইমা 'ima'. Whenever the adjective takes a য 'yo', the first vowel is changed into the corresponding vowel of its class ; (See Table termed বৃদ্ধি bridhi), thus from পণ্ডিত 'pondito', or learned, comes পাণ্ডিত্য 'pandityo', learning ; from পৃথক 'prithaka', separate, পার্থক্য 'parthokyo,' separation ; from উচিত 'oochito', fit ঔচিত্য 'ouchityo', fitness ; from ধীর 'dheer', patient, ধৈর্য্য, 'dhyriyo', patience ; from স্থির, 'sthir', steady, স্থৈর্য্য, 'sthyrjyo', steadiness ; from শুক্ল, 'shooklo', white, শৌক্ল্য, 'shouklyo', whiteness. But when the substantive is formed by adding ত্ব 'tva' or তা 'ta' ; thus from অধিকারিন, 'odhikarin', possessed, অধিকারিত্ব 'odhikarito' possession. When the substantive is formed by the affix ইমা 'ima', the last vowel of the adjective is dropped, thus, from কাল 'kalo', black, comes কালিমা 'kalima',

blackness. Adjectives ending in উ 'oo', make the substantive by changing the first vowel into its বৃদ্ধি (bridhi), and the উ 'oo' into a ব 'bo' at the end ; thus from মৃদু 'mridoo', mild is formed মার্দব 'mardobo', mildness ; from লঘু 'laghoo', light, লাঘব 'laghabo', lightness ইত্যাদি ।

The following words and particles are used in forming words implying

1. Made of : কল্পিত 'kolpit', নির্মিত 'nirmit', সম্বন্ধী 'sambondhi' এর 'er', র 'r', ঈয় 'eeyo', আত্মক 'atmok', জন্য 'jonyo', ইক 'ik', ময় 'moy', ঘটিত 'ghotit', রচিত 'rochit'.

2. Void of : হীন 'heena', ত্যক্ত 'tyokto', রহিত 'rohit', বর্জিত 'borjit', শূন্য 'shoonya', উজ্ঝিত 'oojjhit', নির 'nir', ন 'no'.

3. Possessing : বান্ 'ban' বন্ত 'banto', মান 'man' মন্ত 'monto', যুক্ত 'jookto' যুত 'juto', ল 'lo' আলু 'alloo', বী 'bee', মী 'mee', ইত 'ito'.

4. Deserving : অনীয় 'oneeyo', য 'jo'.

5. Capable : তব্য 'tabyo', উপযুক্ত 'oopojukto', উচিত 'oochit', উপযোগি 'oopojogi', অর্হ orho.

6. Like : তুল্য 'toolyo', সম 'shom', মত 'mot', সদৃশ 'shodrisho', সমান 'shoman', নিভ 'nibho', সঙ্কাশ 'shonkash', উপম 'oopom', বৎ 'bot', ইব 'ibo'.

[এই প্রবন্ধ ছাড়া [illegible] মহাশয় [illegible] প্রবন্ধগুলিও লিখেছিলেন :—

১. বঙ্গভাষার আদি [illegible] ও [illegible] সাহেব (বঙ্গভাষা, ১৩১৪ আষাঢ়), ২. পিট্স্ [illegible] (ভারতবর্ষ, ১৩২১ কার্তিক), ৩. প্রথম বাঙলা অভিধান (প্রবাসী, ১৩০৭ বৈশাখ)—সম্পাদক]

পাদটীকা :

১. ইহার পরিচয়-পত্র (title-page) এইরূপ—"Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portugues, dividido em duas Partes, dedicado ao, Excellent e Rever. Senhor D. Fr. Miguel de Tavora, Arcebispo de Evora do conceiho de Sua Magestade Foy deligencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congre-gac, ao da India Oriental, Lisboa : Na offic, de Francisco da Sylva. Livreiro da Academia Real, e do Senado, Anno M. DCCXI III. Com todas ao licenc, as necessarias."

২. সুশীলকুমার দে, Bengali Literature, p. 88-92.

বাঙলার প্রথম ফরাসী-বাঙলা অভিধান

["ভারতী"র ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় 'প্রথম বাঙলা অভিধান' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রথম বাঙলা অভিধান প্রসঙ্গে আমি যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সে গ্রন্থগুলি না থাকায় আমি সে সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিতে পারি নাই। ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন উপাদান জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাকে অভিধান বিষয়ে কিছু লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি যাহা লিখিয়া দিয়াছেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল। —শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংযোজন :

"বাঙ্গলার প্রথম অভিধান বা শব্দসংগ্রহের আলোচনায়, খ্রীষ্টীয় ১৭৮০ সালের দিকে ফরাসী ওগ্যুস্ত্যাঁ ওসাঁ (Augustion Aussant) যে ফরাসী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ওগ্যুস্ত্যাঁ ওসাঁ চন্দননগরে ফরাসী সরকারের নিযুক্ত দোভাষী ছিলেন; তিনি তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থে নিজেকে interprete jure des langues de l'Iinde, pour les langues persanne, maure et bengale অর্থাৎ ভারতীয় ভাষার হলফ-পড়া দোভাষী, ফারসী, মুসলমানী (maure = Moorish) অর্থাৎ উর্দু ভাষার ও বাঙ্গলার দোভাষী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কোনও কারণে তিনি কলিকাতার নূতন জেলে কারারুদ্ধ হন; কি কারণে জানা নাই। জেলে অবস্থান কালে, জেলে প্রবেশের প্রথম দিন হইতে (১৭৮১ সালের ১০ই মার্চ হইতে) আরম্ভ করিয়া প্রায় ছয় মাসে একখানি ফরাসীবাঙ্গলা শব্দ-কোষ প্রস্তুত করেন। ওসাঁর অন্য পরিচয় আমার জানা নাই।

ওসাঁর হাতের লেখা চারিখানি শব্দসংগ্রহ ও অভিধান আছে; ইহার একখানিও কখনও মুদ্রিত হয় নাই। হাতের লেখা বই কয়খানি পারিসের জাতীয় পুস্তকাগার বিব্লিওতেক্ নাসিওনালে (Bibliotheque Nationale) রক্ষিত আছে। অতএব এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে এদেশে তাদৃশ পরিচয় না থাকার কারণ যথেষ্ট আছে দেখা যাইতেছে। বিব্লিওতেক্ নাসিওনালের ভারতীয়, ইন্দোচীনীয় ও মালয় ভাষার পুথির সংক্ষিপ্ত তালিকায় (Catalogue sommaire des Manuscrits indiens, indo-chinois et malayo-polynesiens, par A. Cabaton, Paris, 1912) ওসাঁর বইগুলির পরিচয় দেওয়া আছে। বইগুলি

এই ঃ কম্বার্ড'-র তালিকা হইতে তাহাদের ফরাসী ভাষার লিখিত পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই, খালি বাঙ্গলায় সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

[১] ফরাসী, ফারসী, উর্দু ও বাঙ্গলার গোত্র সম্পর্ক ও কুটুম্বিতা সম্বন্ধীয় শব্দাবলীর সংগ্রহ ঃ ১৭৮২ সালে কৃত ; ফারসী ও বাঙ্গলা হরফে লিখিত ; ১২ পৃ.।

[বিব্লিওতেক নাসিওনালের পুঁথিশালার সংখ্যা ৭২৭, ভারতীয় পুঁথি-বিভাগে ৮১]

[২] ফরাসী ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রায় ১১,০০০ ফরাসী শব্দ ও তাহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ, আনুমানিক ৩০,০৩০ ; ১৭৮১ সালে বিলাতী কাগজে লেখা। ৩৮৪ পৃষ্ঠা, বড় বই। বাঙ্গলা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখা।

[সংখ্যা ৭২৯, ভারতীয় ৮৩]

[৩] ফরাসী ও বাঙ্গলা শব্দ-কোষ, প্রায় ১২,৫০০ ফরাসী শব্দ ও তাহার দুগুণ বা তিনগুণ বাঙ্গলা প্রতিশব্দ। কলিকাতার নূতন জেলে ১০ই মার্চ ১৭৮১ সালে জেলে প্রথম প্রবেশের দিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া, জেলেই ৩১শে আগস্ট ১৭৮১ সালে সমাপ্ত। বাঙ্গলা কাগজে ১৭৮৩ সালে পুনর্লিখিত। ৩৬০ পৃষ্ঠা। বাঙ্গলা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখা।

[সংখ্যা ৭৩০, ভারতীয় ৮৪]

[৪] ফরাসী, ইংরেজী, ভারতে প্রচলিত পোর্তুগীজ, ফারসী, উর্দু ও বাঙ্গলা শব্দসংগ্রহ ; শব্দ সংখ্যা ৩,৭০০ হইতে ৩,৮০০ ; ১৭৮২ সালে চন্দননগরে বিলাতী কাগজে রোমান অক্ষরে লেখা ; ১১৬ পৃষ্ঠা।

[সংখ্যা ৭৩১, ভারতীয় ৮৫]

পারিসে অবস্থানকালে বিব্লিওতেক নাসিওনালে এই শব্দ-কোষগুলি দেখিবার সুযোগ পাই। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানুএল-দা-অসসুম্পসাঁও লিসবনে রোমান ভাষায় যে বাঙ্গলা-পোর্তুগীজ ব্যাকরণ ও অভিধান ছাপান, তাহাতে বাঙলা শব্দের উচ্চারণ ধরিয়া, পোর্তুগীজ ভাষার রীতি অনুসারে বানান করা হইয়াছে। ওর্সাঁও তাঁহার সঙ্কলিত সংগ্রহে নিজ মাতৃভাষা ফরাসীর উচ্চারণ অনুসারে রোমান অক্ষরে বাঙ্গলা শব্দের বানান ধরিয়াছেন। এই দুই প্রকার বানান, তথা বহু বাঙ্গলা প্রতিশব্দ এখন আমাদের চোখে বিশেষ কৌতুককর লাগিবে। পাদ্রী মানুএলের বানান-রীতি লইয়া পূর্বে পরিষৎ-পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ সাল, তৃতীয় সংখ্যা] ওর্সার বানানের নমুনা হিসাবে তাঁহার (অভিধান উপরে উল্লিখিত ৭২৯ সংখ্যার পুস্তক) হইতে কতকগুলি শব্দ নকল করিয়া আনিয়াছি ; নিম্নে কিছু দেওয়া গেল। ওর্সা, পাদ্রী মানুএলের বই ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় ; কারণ দু-এক জায়গায় পাদ্রী মানুএল যে বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ওর্সাঁও সেই শব্দ

ব্যবহার করিয়াছেন (যেমন 'দরিদ্র' অর্থে 'ক্ষুধার্ত', খ্রীষ্টানী Purgatory অর্থে 'শোধন অগ্নি', 'বস্তু' স্থলে 'বস্ত')।

ফরাসী শব্দ	বাঙ্গলা প্রতিশব্দ
Accident	achombite (আচম্বিত), afote (আফৎ), atchanoque (অচানক)
Bon nom (অর্থ, 'সুনাম')	Protichtitto (প্রতিষ্ঠিত), pitichta (পিতিষ্ঠা = প্রতিষ্ঠা), protichta (প্রতিষ্ঠা)
Boire, Sucer	tchoumouq dite (চুমুক দিতে), chouchite (শুষিতে)
Bochtom, (বষ্টম) faquir,	
Dervice (= দরবেশ)	Boechniob (বৈষ্ণব = বৈষ্ণব)
Depence aisee	Goudzerane (গুজরান)
Dejeuner, Gouster	Dzolpane corite (জলপান করিতে), adzeri qhaite (হাজেরি খাইতে)
Parente (= আত্মীয়)	Coutoumbei (কুটুম্বী), gouchtie (গুষ্ঠী), pourouche (পুরুষ)
Pauvre diable, Pouvre, deperi	Qhidarto (ক্ষিদার্ত = ক্ষুধার্ত), doriddro (দরিদ্র), cangal (কাঙ্গাল)
Sans employ, Service	Nichtchenndy (নিশ্চিন্দি)
Trouce, cassee ch (ose)	Tchira (চিরা, ছিঁড়া), bhanga bost (ভাঙ্গা বস্ত = বস্তু)
Tremblement de terre	Bhouin chal (ভুঁই চাল), bhouin commpo (ভুঁই কম্প)
Tranquille, quiet	Tchoupia (চুপিয়া), chamio (শাম্য), nibbrode (নিব্‌রোদ = নির্ব্বোধ)
Viande de boucherie (অর্থ, কসাইখানার মাংস)	Ocaddy (অখাদ্য), heria (এড়া), mangcho (মাংস), gocht (গোস্ত) couroupa (কুরূপা),
Villaine, ch(ose) villaine	Coutchitta bost (কুচ্ছিতা বস্ত = কুৎসিত বস্তু)

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক দেওয়া গেল না।"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাঙলোর প্রথম ইংরেজী ও বাঙলা সংবাদপত্র

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সকলের চেয়ে পুরাতন কাগজের নাম "কিঙ্-পাউ"। চীনাদের দেশ পীকিনে ইহার জন্ম। সে অনেক দিনের কথা। ৯১১ খ্রীস্টাব্দে কাগজখানি চীনারাজার হুকুম লইয়া বাহির হয়। তখন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মে কাগজখানি চলিত না। কখন দৈনিক, কখন সাপ্তাহিক, কখন বা পাক্ষিকরূপে "কিঙ্-পাউ" দেখা দিত। অতঃপর সম্রাট্ "কুঅঙ্-সু"র আদেশে নূতন আকারে ইহার প্রচার হইতে থাকে। এই রকমে কিছুদিন চলে, তারপর ইংরেজী ১৩৩১ সাল হইতে সপ্তাহে একবার করিয়া বাহির হইতে থাকে। কিছুকাল পরে সম্রাটের আদেশে ইহার ডোল ফিরিয়া যায়। ইহাতে রাজসভার আদেশ আর রাজসভার খবর ছাড়া অন্য কিছুই বাহির হইত না। প্রতিদিন দুপুরবেলায় সাধারণে "কিঙ্-পাউ" আধপেনির সমান দুইটি চীনা মুদ্রা খরচ করিয়া পড়িতে পাইত। এখন এ খানি দিনে তিনবার করিয়া বাহির হয়। হলদে কাগজে ছাপিয়া সকালে ইহার এক সংস্করণ বাহির হয়। তাহাতে শুধু ব্যবসাসংক্রান্ত খবরই থাকে। ৯০০০ হাজারেরও অধিক কাগজ ছাপা হইয়া থাকে। ইহার আলাদা নামও আছে—কারবারী পত্র ("সিঙ্-পাউ")। দুপুরের আগে ইহার একটি সরকারী সংস্করণ প্রকাশিত হয়—নাম "শুএন-পাউ"। তারপর বিকালের শেষদিকে ইহার গ্রাম্য সংস্করণ দেখা দিয়া থাকে—নাম "তিকান-পাউ"। এ সংস্করণে সকাল ও দুপুরের কাগজ হইতে কতক কতক খবর থাকে, তা' ছাড়া নূতন খবরও থাকে। চীনদেশে একটি বিজ্ঞান-সঙ্ঘ আছে, তাহার নাম "হনলিন"। এই সঙ্ঘের ছয় জন সদস্যের উপর কাগজখানির ভার ন্যস্ত আছে। রোজ এই কাগজ তের চৌদ্দ হাজার ছাপা হইয়া থাকে।

চীনাদের পূর্বে আমাদের দেশে খবরের কাগজ ছিল না। তবে বিশেষ বিশেষ খবর সাধারণের গোচর করিবার একটা ব্যবস্থা ছিল। শুক্রনীতিতে লেখা আছে, রাজা যখন কোন নূতন আইন করিতেন, তখন দেশের লোককে জানাইবার জন্য আইনটি লিখিয়া রাস্তায়-রাস্তায়, চৌমাথায়, চত্বরে, সকলের চোখে পড়ে এমন জায়গায় লাগাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেন। এগুলি এখনকার আমলের ইস্তাহার, বিজ্ঞাপনের কাজ করিত, সন্দেহ নাই। প্রাচীন শুক্রনীতি কিরূপ, আর তাহা কখন লেখা হয় জানি না। এখন যে আকারে শুক্রনীতি পাওয়া যায় তাহাও বড় কম দিনের রচনা নয়।

মুসলমান আমলে প্রত্যেক সুবায় সংবাদ-লেখক বলিয়া একদল লোক থাকিত। ইহাদিগকে "ওয়াকিয়া নবীশ" বলিত। তুজুক-ই-জহাঙ্গীরীর কয়েক স্থানে (মূল—পৃ. ১২৯, ১৭১ প্রভৃতি) দেখিতে পাওয়া যায় যে সুবার বক্সীরাই অনেক সময় সংবাদ-লেখকের কাজ করিত। আকবরের সময়ে এইরূপ ১৪ জন ওয়াকিয়া-নবীশ ছিল

(আইন-ই-অকবরী—১০ আইন)। বাবর, শাহ্‌জহান্‌ ও অওরঙ্গজেবের সময় যে হাতের লেখা সংবাদপত্র ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। Asiatic Journal, ২৬ খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় যে কর্নেল টড ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে Royal Asiatic Societyতে দুই খানি হাতের লেখা খবরের বা সংবাদপত্র উপহার দিয়াছিলেন। এই সংবাদপত্রগুলি ১৭০৭ হইতে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে লেখা।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্‌লাভাষায় লেখা প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয়। ইহার পূর্বে যে কোন বাঙ্‌লা সংবাদ-পত্র ছিল এ কথা মানিয়া লইবার মত কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই।[১] ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বাঙ্‌লাদেশে কেন ভারতবর্ষেও কোন ছাপাখানা ছিল না।[২] কাজেই তাহার পূর্বে এদেশে ছাপিয়া খবরের কাগজ বাহির সহজ উপায়ও ছিল না। ভারতবর্ষের ভিতরে বোম্বে ও বাঙ্‌লায় প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়।[৩] বিখ্যাত পণ্ডিত Sir Charles Wilkins.[৪] ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে প্রথম বই ছাপেন। ভারতবর্ষের ছাপাখানা হইতে যত বই ছাপা হইয়াছে, এই বইখানিই তাদের ভিতর প্রথম—সব চেয়ে পুরাতন। বইখানির নাম "A Grammar of the Bengal Language"—গ্রন্থকারের নাম Nathaniel Brassey Halhed।[৫] প্রায় এই সময়ে বোম্বে শহরেও পার্সী রুস্তমজি কেরসস্পজি (Rustomji Kersaspji) একটি ছাপাখানা খোলেন।[৬] এই ছাপাখানার প্রথম বই—English Calendar for the year 1780। বোম্বে ও কলিকাতায় প্রায় একই সময়ে ছাপাখানা হয়; কিন্তু খবরের কাগজ কলিকাতাতেই প্রথম বাহির হয়। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে ২৯ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের প্রথম ও কলিকাতার প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রকাশ হয়। এখানি ইংরেজী কাগজ—নাম Hickey's Bengal Gazette।

বাঙ্‌লা কাগজের কথা বলিবার পূর্বে ইংরেজী দেশী কাগজের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া দরকার। কেননা এগুলি বাঙ্‌লা কাগজের পথ-প্রদর্শক; সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে দু' এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। Dr. Busteed কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই ছয়খানি ইংরেজী কাগজের নাম প্রাচীনতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন:

১ The Bengal Gazette, January, 1780.

২. The India Gazette, November, 1780.

৩ The Calcutta Gazette, February, 1784. (গভর্নমেন্ট দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত বলিয়া এই কাগজখানির ডাকমাশুল রেহাই ছিল)।

৪. The Bengal Journal, February, 1785.

৫. The Oriental Magazine or Calcutta Amusement, April 1785। (এখানি মাসিক পত্র)।

৬. The Calcutta Chronicle, January, 1786.

Hickey-র Bengal Gazette-ই বাঙ্‌লাদেশের প্রথম সংবাদপত্র। তবে এই

কাগজখানি কদাকার ও দুর্নিত কুৎসিত আলোচনায় লিপ্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই সকলের চক্ষুশূলে হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খুব সঙ্কীর্ণ ছিল; কাজেই কটাক্ষের প্রতিবিধানের তত সুবিধা হয় নাই। কিন্তু শীঘ্রই শাসনে পরিবর্তন ঘটায় সরকার অপমান ও আক্রমণের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কাগজখানি লইয়া হিকীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। এই কাগজখানির জন্য তাঁহাকে শেষে কারাবাস পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট ও দেওয়ানী আদালতে তিনি হেস্টিংস কর্তৃক অভিযুক্ত হন। বিচারে Sir Elijah Impey তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড ও কারাবাসের আদেশ দেন। ফলে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুনরায় কারাবাস হয়। কিছুদিন পরে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাগজখানি বাজেয়াপ্ত হইয়া উঠিয়া যায়। আড়াই বৎসর চলিয়া কাগজখানির পরমায়ু শেষ হয়। বলা বাহুল্য এই কাগজখানি সেই সময়ের নৈতিক অবনতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেঙ্গল গেজেটের কুৎসায় বিরক্ত হইয়া B. Messink ও Peter Reed সরকারি পক্ষ পোষণ করিবার জন্য হেস্টিংসের আদেশে বিনা ডাকমাশুলে ১৭৮০ সালের নভেম্বর মাসে ইণ্ডিয়া গেজেট বাহির করেন। তারপর ১৭৮৪ সালের ৬ ফেব্রুআরি হেস্টিংসের আদেশ পাইয়া ৪ঠা মার্চ ফ্রান্সিস গ্ল্যাড়ুইন Calcutta Gazette বাহির করিতে আরম্ভ করেন। কাগজখানি তাঁহার নিজের ছাপাখানায় ছাপা হইত। ছাপাখানাও ৪ঠা মার্চ খোলা হয়। পর বৎসর ফেব্রুআরি মাসে Oriental Journal ও Oriental Advisor বাহির হয়। এই দুইখানির পর ৬ এপ্রিল Oriental Magazine-এর আবির্ভাব। ১৭৮৬ সালের জানুআরি মাসে Calcutta Chronicle বাহির হয়। Warren Hastings-এর পর Lord Cornwallis-এর শাসনকালে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ও তাহার পরে যে-সমস্ত কাগজ বাহির হইয়াছিল তাহাদের সুর বেশ বদলাইয়া যায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে Bengal Harkaru-র জন্ম। কাগজখানি বহু বৎসর ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের চতুর্থপাদের শেষভাগে সাতখানি কাগজ চলিতেছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে—

১. The Indian World
২. Morning Post
৩. Calcutta Courier
৪. Telegraph
৫. Oriental Star
৬. Indian Gazette
৭. Asiatic Mirror[১]

প্রথম প্রথম সরকার বাহাদুর কাগজগুলির উপর বড়ই বিরূপ ছিলেন। তাঁহারা

কাগজগুলিকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন এবং সর্বপ্রকারে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন। যেখানে নিয়ন্ত্রণে ফল হইত না সেখানে উৎপীড়নের অভাবও হইত না। কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় জন্য উনবিংশ শতকের প্রথম ২০ বৎসর সংবাদপত্রের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে নাই। অনেক দিন ধরিয়া ইঁহারা কাগজ-গুলিকে কঠিন শাসনে চালাইয়াছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে সামান্য কারণে তিরস্কৃত করিতে ছাড়িতেন না। কাগজের প্রতিবাদ তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না। বরং সময় সময় নির্দোষ রকমে সংবাদও ছাপিতে বারণ করিতেন। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ হইতে প্রয়োজনীয় সমাচার-পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হয়, আর সংগে সংগে সেই বৎসর হইতেই কাগজগুলির উপর উৎপীড়নও আরম্ভ হয়। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে একখানি বিশ্বাসযোগ্য পত্র প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় সম্পাদকগণকে যে সামান্য সামান্য ছলে নির্বাসিত করা হইত এবং তাঁহাদিগকে কঠিন কঠিন নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত ইহার একটি চিত্র এই পত্রে আছে। ১৭৯১ হইতে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোন আইন ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি তিন-চারিজন ইউরোপীয় সম্পাদককে অতি অল্প সময়ের notice-এ নির্বাসন করা হইয়াছিল। কয়েকজনকে তিরস্কৃত করা হয় এবং কতিপয় সম্পাদককে অতি ঘৃণিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করান হয়। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। 'Indian World'-এর সম্পাদক William Duane একবার একজন ফরাসী সরকারী কর্মাধ্যক্ষ ও কয়েকজন কলিকাতাবাসী তাঁহার দেশের লোকের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন। সম্ভবত তাহারই জন্য ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর-জেনেরেলের আদেশে তিনি ধৃত ও Fort William-এ আবদ্ধ হন। তিনদিন তাঁহাকে প্রহরিবেষ্টিত রাখিয়া চতুর্থ দিনে ইংলন্ডে নির্বাসিত করা হয়। Duane ইংলন্ডে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইংলন্ড হইতে এই Irish American সম্পাদক আমেরিকায় গিয়া Aurora নামে একখানি কাগজ বহু বৎসর সম্পাদন করেন।[৮]

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে Lord Wellesley শাসনভার গ্রহণ করিয়াই গ্রন্থকার ও সম্পাদক Dr. Charles Maclean-কে বিনা বিচারেই দেশান্তরিত করেন। তাঁহার অপরাধ তিনি গাজিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট Ryder সাহেবের আচরিত বিচার সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেসের উপর কতকগুলি কড়া আইন জারি করেন। উদাহরণস্বরূপ তাহাদের দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

> "4.—No paper to be published, at all, until it shall have been previously inspected by the Secretary to the Government or by a person authorised by him for that purpose.
>
> 5.—The penalty for offending against any one of the above regulations to be immediate Embarkation for Europe."

Lord Wellesley ও Lord Minto-র শাসনকালে এই আইনগুলি বিশেষভাবে জারি ছিল। এ-সময়ে আরও অনেক সম্পাদক তিরস্কৃত হন। কয়েকজনের ভাগ্যে নির্বাসনদণ্ডও ঘটে।

প্রেস সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কিরূপ ধারণা ছিল তাহা সরকারী ব্যয়ে কাগজ বাহির করিবার জন্য Bengal Government-এর Scheme পাঠ করিলে বেশ জানয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"The increase of private printing presses in India, unlicensed however controlled, is an evil of the first magnitude in its consequences; of this sufficient proof is to be found in their scandalous outrages from the year 1793 to 1798. Useless to literature and to the public, and dubiously profitable to the speculators, they serve only to maintain in needy indolence a few European adventurers who are found unfit to engage in any creditable method of subsistence."*

উদার-ধী Marquess স্বয়ং প্রেসের প্রতি কড়াকড়ি রকমে কর্তৃত্ব করিতে ঘৃণা করিতেন। তিনি তাঁহার শাসনের শেষভাগে censor তুলিয়া দেন এবং তাহার স্থানে সম্পাদকদিগকে যে ভাবে চলিতে হইবে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত আইনের ব্যবস্থা করেন সেগুলি পূর্বের ন্যায় তত কঠিন নয়। এই আইনগুলি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আইনগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"The editors of newspapers are prohibited from publishing any matter coming under the following heads, viz—

"1. Animadvarsions on the measures and proceedings of the Hon'ble Court of Directors or other public authorities in England, connected with the Government of India, or disquisitions on political transactions of the local administration, or offensive remarks levelled at the public conduct of the members of the council, of the judges of the Supreme Court, or the Lord Bishop of Calcutta.

"2. Discussions having a tendency to create alarm or suspicion among the native population of any intended inter ference with their religions or observances.

"3. The republication from English or other newspapers of passages coming under any of the above heads or otherwise calculated to affect the British power or reputation in India.

"4. **Private scandal and personal remarks on individuals tending to excite discussion in Society.**"

'প্রেস সেন্‌সর' উঠিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই 'Calcutta Journal'-এর সম্পাদক James Silk Buckingham কর্তৃপক্ষকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। Lord Hastings তাঁহার ভারতশাসনের ভার পরিত্যাগ করিবার সময় বাকিংহামের ব্যাপারটিকে চরম করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী শাসক Adam—বাকিংহামের ব্যাপারটিকে বেশ পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন। নথিপত্রের কিছু কিছু দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি নির্বাসনদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু বাকিংহাম পূর্ববর্তী সম্পাদকদিগের মত দমিবার বা হটিবার লোক ছিলেন না। সরকার যে তাঁহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন তাহার প্রতিবিধানের জন্য তিনি একেবারে বিলাতের মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের নিকটও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত Athenaeum নামক পত্রে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার নির্বাসনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ East India Company তাঁহাকে অগত্যা পেন্‌সন দিয়া দিতে বাধ্য হন। Adam তাঁহার অল্পকাল-স্থায়ী শাসনের মধ্যেই ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বেশ শক্ত আইন জারি করিয়াছিলেন বটে, Lord William Bentinck-এর শাসনকালে সেই আইন অনুসারে কোন কাজ করা হয় নাই বলিলেও চলে। এই রাজনীতি-কুশল দেশের অনেক হিতজনক সংস্কার করিয়াছিলেন, আর সেই জন্য সম্পাদকগণ তাঁহার প্রতি গালিবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু তিনি তৎসমুদয় নীরবে সহ্য করিয়া বিশেষ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কাহারও প্রতি দণ্ডবিধান করেন নাই। বরং স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তিনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া যতপ্রকার উপায়ে তথ্যসংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন সেগুলির মধ্যে তিনি সংবাদপত্র হইতে বেশি শিক্ষা করিয়াছেন। Bentinck-এর সময়ে Adam-এর আইন বহাল থাকিলেও প্রেস নিরাপদ ছিল। বিচক্ষণ ও রাজনীতিকুশল Lord Matcalfe এই সমস্ত আইন তুলিয়া দেন এবং ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রেসকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করেন। East India Company কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া প্রেসের প্রতি পূর্ববৎ বিরূপই রহিলেন। প্রেসের উপর তাঁহাদের অসূয়া কমিল না। প্রকারান্তরে Metcalfe-কেও তাঁহারা জব্দ করিলেন। তিনি তাঁহার অস্থায়ী Governor-General-এর পদ হইতে আর কায়েমী পদ পাইলেন না। হিতৈষণার ফলে তাঁহার ইহাই লাভ হইল।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে সংবাদ-পত্রের সঙ্কীন অবস্থার অবসান হয়। এ কথাও বলিতে হইবে যে, ১৮২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে সামান্য একটু প্রতিক্রিয়াও হইয়াছিল। তাহা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রেস নিরাপদ হয়। আর প্রেসের যে এরূপ অবস্থা ঘটে তাহার মূলে ছিলেন Marquess of Hastings। Censorship এ নিন্দনীয়

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমেরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যে২ কর্ম্ম হইয়াছে সেই২ কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লোহে ঘষিলে সে লোহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লোহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমাংশ করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ ও উপদিগ্

ক গা

'দিগ্দর্শন' মাসিক পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

বাঁধাবাঁধির পরিবর্জনে শুধু ইংরেজী দেশী কাগজগুলির যে উপকার হইয়াছিল তাহা নহে ; সুফলও ফলিয়াছিল—ইহার ফলে ভারতীয় ভাষায় লেখা সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হয়।

ভারতবর্ষীয় ভাষায় লিখিত প্রথম সংবাদ-পত্রের নাম সমাচার দর্পণ "[১৫] শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদ্রে Ward, Carey ও Marshman ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ২৩ মে বা ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫ বঙ্গাব্দে শনিবার শ্রীরামপুরে (foreign settlement) স্থাপিত ছাপাখানা হইতে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। সমাচার দর্পণের সম্পাদক ছিলেন—James Clark Marshman। ইনি তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বলিত Serampore Mission-এর ইতিহাসে এই সংবাদপত্রের জন্মসম্বন্ধে একটি বিবরণ দিয়াছিলেন। এতদিন শ্রীরামপুরের পাদ্রেরা Fort William College—এর বই ছাপিয়া আসিতে ছিলেন। প্রেসের প্রতি East India Company-র কর্মাধ্যক্ষগণ কিরূপ সদয় তাহা পরোপকার-রত একনিষ্ঠ এই পাদ্রেরা বিলক্ষণ জানিতেন। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে মার্শম্যান, কেরী সাহেবের সহযোগে একখানি সংবাদপত্র ও একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। তাই তাঁহারা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে ছিলেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর আশঙ্কা ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র settlement-এ অন্য রাজ-শক্তির অধীন ছিলেন ইহা সত্য, কিন্তু ইংরেজেরা মনে করিলে তাঁহাদের রাজ্যের সীমামধ্যে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা হইতে ছাপা যে-কোনও জিনিসের প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। এরূপ হইলে পাদ্রেদের আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ইঁহারা ইংরেজের সঙ্গে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটে ইহা চাহিতেন না, বরং তাঁহাদের সঙ্গে মিল রাখিয়া কাজ করিবেন এইরূপ ইচ্ছা করিতেন, সুতরাং সংবাদপত্র প্রচারের বিপৎ-সঙ্কুল কার্যে হাত দিবার পূর্বে ইংরেজদের মন বুঝিবার জন্য রাজনৈতিক আলোচনা-শূন্য 'দিগ্‌-দর্শন' নামে এক মাসিকপত্র এপ্রিল মাসে প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহারা রাজনীতির লেশমাত্র রাখেন নাই। তাঁহারা এই মাসিকপত্রের কয়েক খণ্ড বড় বড় কর্মচারীদের কাছে পাঠাইয়া দেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ ইহাতে ভীত না হইয়া আশাতীত আনন্দই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাদ্রেরা তাঁহাদের এই সাফল্যে সাহস পাইয়া, তাঁহাদের প্রস্তাবিত বাঙ্‌লা সাপ্তাহিকের বাঙ্‌লা অনুষ্ঠানপত্র মে মাসে ইংরেজী কাগজে বাহির করেন। উদ্দেশ্য সরকারের মন বোঝা। যখন এ ধাক্কা নিরাপদে কাটিল, তখন সমাচার দর্পণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। প্রকাশের পূর্বরাত্রে তাঁহাদের শুক্রবারের সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠকে কেরী সাহেব দর্পণের শেষ প্রুফ দেখিতে দেখিতে, সরকার বাহাদুর হইতে ভয়ের ভাবের কথা তুলিলেন। অনেক ঠেকিয়া বিচক্ষণ কেরীর এই বিভীষিকার উত্থাপন। তাঁহার কথা শুনিয়া মার্শম্যান তাহার পরদিন সরকার বাহাদুরের নিকট ইংরেজীতে একটা সূচী তৈয়ারি করিয়া নমুনা পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন। আর যদি সরকার বাহাদুরের ইহাতে অসম্মতি বা আপত্তি দেখেন তাহা হইলে

সমাচার দর্পণ।

সংখ্যা ১] শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫।

সমাচার দর্পণ।

প্রথম মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্প ও ছিল তা হার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না। এই পুস্তক যদি সে পুস্তক মাসং ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরি বর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছা পাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এইং সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কালেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধি কেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর যে২ নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যং দেশহইতে যে২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যে২ নূতন পুস্তক মাসেং ইংলণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তক যে২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতি হাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হই বেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তা হে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

দেশ বিদেশ বিষয়।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে ৮ জুন সোমবার সাড়ে দশ ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরাণা কুঠীর মধ্যে খাতাবাটীতে যোকাম বান্দা আয় দানী সমস্ত আহাজ মুহব্বা ও যেমনং হুকুম আইসে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবেক নীচে তফাওয়ারী লিখিত যাতে জানিবা।

বালাম আতপ প্রথম রকম ৭৬০ মোন

ঐ দোসরা রকম ৭৫০

মাঝারি শীরস ২০০১

এসাবোয়ানা আতপ

খোসাসমেত ৮০

বাকা জৈত্রী প্রথম রকম ১০০০০

মাঝ শীরস ২০

এসবোয়াখা শীরস ১১১

১ দফা এক টাকা হিসাবে বায়না ও আমানত হিসাবে ১০ দশ টাকার উপর দিতে হইবেক নিলামের সময় যাতবারির কারণ তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট পুনরায় বিক্রয় হইবেক ক্রয় করিতে কোন লোকসান হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক।—

৩ তিন দফা ইশুক নিলামের তারিখ লাগাইদ এক মাহার মধ্যে সমস্ত খরিদের বেবাক টাকা দিয়া মাল খোলাষ করিয়া লইয়া যাইবেক যদি এই মাফিক না করে তবে ঐ আমানত এবং বায়নার টাকা কোম্পানিতে গুনাগার হইবেক এবং সমস্ত নগদ টাকায় পুন রায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে যে লোকসান হইবেক এবং খরচে

সমাচার দর্পণের ১ম সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

সমাচার দর্পণ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। Lord Hastings তখন পিণ্ডারীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; পরামর্শ-সভার অন্যান্য সদস্য এ-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন নাই বা আদৌ বাধা দেন নাই। কয়েক মাস পরে যখন Hastings কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন Dr. Marshman এক খণ্ড সমাচার দর্পণ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং ডাকমাশুলের কিঞ্চিৎ রেহাইএর জন্য প্রার্থনা করিলেন। Lord Hastings প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

> "The effect of such a paper must be extensively and importantly useful. But to furnish such a prospect extraordinary precaution must be used not to give the native cause for suspicion that the paper had been devised as an engine for undermining their religious opinions."

Dr. Marshman উত্তরে লেখেন যে, এই সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যই দেশের জনসাধারণের জ্ঞানোন্নতি। আর যখন এই দেশের লোকেদের সহায়তা ব্যতীত ইহা টিঁকিবে না তখন তাহাদের ধর্মসংস্কারে আঘাত দেওয়া চলিবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে Lord Hastings সম্পাদকের পত্রখানির পরামর্শ-সভায় উপস্থিত করেন এবং সদস্যগণকে বুঝাইয়া সিকি মাশুলে কাগজখানি বিলি করিবার ব্যবস্থা করেন।

পাদটীকা:

১. Asiatic Jouranal-এ (Aug. 1826, p. 217) লেখা আছে—"The number of newspapers published in the languages of India, and designed solely for native readers, has increased, in the course of seven years, from one to six. Four of these are in Bengalee and two Persian." এই উক্তি হইতে বেশ বোঝা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারিখানি মাত্র বাঙলা কাগজ বাহির হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধরিলে হিসাবে নয় বৎসর হইয়া যায়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের "Friend of India" স্পষ্ট লিখিয়াছে—"The first in point of age is the "Sumachar Durpan," publised at the Serampore Press, of which the first number appeared on the 23rd May 1818···The next two papers are the "Sumbad Koumudi" and the "Sumbad Chandrika"······The youngest of the papers is the Teemer Nausuck—"The Destroyer of Darkness;" সমাচার-দর্পণের পূর্বে কোন বাঙলা সংবাদপত্র বাহির হইয়া থাকিলে Asiatic Journal বা সমসাময়িক অন্য কোন কাগজে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। অন্ততঃ সমাচার-দর্পণও তাহার নাম করিত। পাদ্রি লঙ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সমাচার-দর্পণকেই প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র বলিয়াছেন; কিন্তু পরে ১৮৫৫ (Catalogue, p. 66) ও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কোন ধাঁধায় পড়িয়া Bengal Gazette-কে প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন যে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ 'বিদ্যাসুন্দর', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ বেচিয়া বেশ দু' পয়সা করিয়াছিলেন। তিনি এই কাগজ বাহির করেন। অল্পকালের মধ্যে কাগজখানি উঠিয়া যায় (Catalogue, p. 66)। লঙ্‌ সাহেবের পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে লেখেন যে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে এক পত্রিকা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য প্রতিকৃতিসহ মুদ্রিত হইত। এই দুইজনের ভুল অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৯ম ভাগ), শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার (সাময়িক সাহিত্য—পৃ. ১৯৭-১৯৯), শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে (Bengali Literature in the Nineteenth Century pp. 232, 236), শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু ও মোরেনো (A Hundred Years of the Bengali Press, p. 6) প্রভৃতি এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই প্রচারিত Bengal Gazette খানি দর্শন করেন নাই। বাঙ্‌লা Bangal Gazette কোনদিন বাহির হয় নাই। এই ভ্রান্ত প্রবাদের মূল লঙ্‌ সাহেব। আর লঙ্‌ সাহেব তাঁহার লেখায় যথেষ্ট ভুল করিয়াছেন—এটি নূতন নয়। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কোনও বাঙ্‌লা সংবাদপত্র বাহির হয় নাই। Bengal Gazette ভারতবর্ষ তথা কলিকাতার প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র—বাঙ্‌লা নয়। আর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা বাহির হয় নাই—১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯এ জানুয়ারি ইহার জন্ম। বাঙ্গলা Bengal Gazette বা অর্দ্ধাবিম্ব যে, দুই বৎসর জীবিত ছিল তাহাও বলিতে সুশীলবাবু ছাড়েন নাই (Bengal Leterature. p. 252)। এদিকে তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, Bengal Gazette তিনি কখনও দেখেন নাই। ("But unfortunately the file of this paper is not available any where." Bengali Lit., p. 232) এ ক্ষেত্রে নূতন প্রমাণবলে বা জ্যোতিষের সাহায্যে ইহার দুই বৎসর পরমায়ু স্থির করিতে হয়। জন মার্শম্যান (History of Scrampur Mission, vol, ii, x. 1634 । Friend of India (Sept. 18, 1830), Smith (Life of Carey, p. 240), শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (History of Bengali Language & Literature, 1911, p. 877) প্রভৃতি সমাচার দর্পণকে প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছেন, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বিনা যুক্তিতে তাঁহাদের এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেবল তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের লঙ্‌ সাহেবের মতটি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে Mr. Long তাঁহার পূর্বের ভুল শোধরাইয়াছেন ; তাঁহার এ সমস্ত উক্তি ভিত্তিহীন—প্রমাণশূন্য।

২. চীনজাতি ব্লক-প্রিন্টিং-এর আবিষ্কারক। ব্লকে অক্ষর কুঁদিয়া ইঁহারাই প্রথম ছাপেন। তিব্বত এবং নেপালেও অনেকদিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ছাপা চলিতেছিল। (J. A. S. B, Vol. IX, 1913, p. 149).

দীনেশবাবু সবেগ লিখিয়াছেন যে, দুই শত বর্ষ পূর্বে বাঙ্‌লা দেশেও এই প্রণালীতে এক সময়ে

মুদ্রণকার্য পরিচালিত হইত ।—**Dinesh Chandra Sen, 'History of Bengali Language and Literature', Calcutta, 1911, p. 849.**

পর্তুগীজেরা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ানগরী অধিকার করে। গোয়াতে তাহাদের ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের জন্য ৪৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে গোয়ায় মুদ্রণকার্য চলিতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (Da Cunha, Bombay, p. 7.)

ট্রাঙ্কেবারের ডেনিশ পাদ্রিরা পূর্বোক্ত জেসুইটদের পরে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপাখানা খোলে। ইহার পর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ছাপাখানা। ইহার পূর্বে কলকাতায় বা বাঙ্‌লা দেশে ছাপাখানা ছিল না। Dr. Busteed সংবাদ দিয়াছেন যে, Bolts নামে এক সাহেব কোম্পানির চাকরি ছাড়িয়া দেশে নিজে ব্যবসা চালাইয়া কিছু, টাকা করিবার মনস্থ করেন। ইনি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণকে জানাইবার জন্য Council House-এর দরজায় ও কলিকাতার অন্যান্য বিজ্ঞাপন দিবার উপযোগী সাধারণ স্থানে এক কৌতূহলজনক আবেদন লিখিয়া লাগাইয়া দেন। নিম্নে আবেদনটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"To the public

"Mr. Bolts takes this method of informing the public that the want of printing press in this city being of great disadvantage in business and making it extremely difficult to communicate such intelligence to the community as is of the utmost importance to every British subject, he is ready to give the best encouragement, to any person or persons who are versed in the business of printing to manage a press, the types and utensils of which he can provide. In the meantime, he begs leave to inform the public that having in manuscript many things to communicate which most intimately concern every individual, any person who may be induced by ouriosity or other more laudable motives will be permitted at Mr. Bolts' house to read or take copies of the same. A person will give due attendance at the hours of from ten to twelve any morning."—Echoes from Old Calcutta, 2nd Edn. p 270. (?)

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দেও এদেশে ছাপাখানা ছিল না।

৩. Karkaria—Beginnings of the Press in India, 1902, p. 5.

৪. Charles Wilkins এ সময়ে সাথে উপস্থিত হন নাই। ইনি পরে সাথ হন।

৫. Halhed সাহেবের এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ—ভারতী, ১০২৯ সাল, আমার প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। [বাঙ্‌লার প্রবন্ধ । বাঙলা ব্যাকরণ দ্র°]

৬. Bombay Times, December, 1855.

৭. Kakaria উদ্ধৃত—Parliamentary papers, East India Press, 1858, p. 4.

৮. Oriental Herald, 1828, pp. 74-75.

৯. Parliamentary papers, East India Press. p. 5.

১০। লঙ্ সাহেব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে (Calcutta Review, Vol. XIII p. 145) ইহাকে ভ্রমক্রমে The Darpan বা The Darpan of Serampore এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (Descriptive Catalogue of Bengali Books. p. 66) "The Serampur Darpan" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই কাগজের প্রকৃত নাম 'সমাচার দর্পণ'।

সমাচার দর্পণের যখন সূচনা হয়, তখনকার ফাইল বহুকাল হইতেই দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, দুই আলমারি ইহার ফাইল ছিল। সম্পূর্ণ ফাইল কোথাও পাওয়া যায় না। চোদ্দ বৎসর পূর্বে (১৯১৪ সালে) আমি বহু অনুসন্ধানের পর প্রথম তিন বৎসরের ফাইল (২৩ মে ১৮১৮ হইতে ১৪ই জুলাই ১৮২১ পর্যন্ত) সংগ্রহ করি এবং তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিই। এখন তাহা পরিষদে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে সাত বৎসরের ফাইল (১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্যন্ত) আছে। এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলে মাত্র দুই বৎসরের ফাইল (১৮৫১ হইতে ১৮৫২) পাওয়া যায়।

বাঙলার প্রথম। বাঙালী প্রবর্তিত বাঙলা সংবাদ-পত্র

বাঙলার প্রথম বাঙলা সংবাদ-পত্র কি, তাহা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া নানা বাদানুবাদ চলিতেছে। 'সমাচার দর্পণ'ই যে প্রথম বাঙলা সংবাদ-পত্র ইতিপূর্বে আমি তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সমাচার দর্পণ ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে[১] শনিবার প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাহারও কাহারও ধারণা 'বেঙ্গল গেজেট' নামক একখানি সংবাদ-পত্র 'সমাচার দর্পণে'র পূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোর বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য তাহা বাহির করেন। পাদ্রী লঙ্ ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে সমাচার দর্পণকে প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ১৮৫৫ ও ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে কোন ধাঁধায় পড়িয়া বেঙ্গল গেজেটকে প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। ইনি লেখেন যে, ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে প্রথম সংবাদ-পত্র বাহির হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য 'বিদ্যাসুন্দর', 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ বেচিয়া বেশ দু-পয়সা করেন। তারপর এই কাগজখানি বাহির করেন। অল্পকালের মধ্যে কাগজখানি উঠিয়া যায়। সম্প্রতি বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে পুনরালোচনা হইয়াছে।[২] সেই আলোচনার পূর্বে পূর্বে প্রকাশিত মতগুলি ছাড়া কয়েকটি নূতন মতের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। তবে বেঙ্গল গেজেটের ফাইলও পাওয়া যায় নাই—উহার সঠিক প্রকাশকালও জানিতে পারা যায় নাই।

পাদ্রী লঙ্ গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর' বেতালপঞ্চবিংশতি বলিয়া তাঁহার কোন গ্রন্থ ছিল না।[৩] এগুলি গঙ্গাকিশোরের। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার 'গভর্নমেন্ট গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন ঃ

"মে ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
ছাপাখানায় সিদ্ধ প্রকাষ হইবেক
অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক
অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাস
য়ের দ্বারা সর্ব্ব সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা
অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি
উপলক্ষে একং প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিয়ুপণ হইল জাহার লইবার

ইচ্ছা হয় আপন নাম ছাপাখানায়
কিম্বা এই আপিসে শ্রীযুক্ত গঙ্গাকিশোর
ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—"

তারপর ঐ সালেই তিনি রামচাঁদ রায়ের তৈয়ারি ছয়খানি ব্লক দিয়া 'অন্নদামঙ্গল' নামক গ্রন্থ ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা হইতে প্রকাশ করেন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ত্রৈমাসিক "ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া"র প্রথম সংখ্যায় (পৃ. ১২২-২৩) এই গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে সামান্য একটু বিবরণ বাহির হয়। তাহা হইতে জানা যায়—গঙ্গাকিশোর প্রথমে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কাজ করিতেন। তারপর বাঙলা বই ছাপিয়া দু-পয়সা করিবার অভিপ্রায়ে ছাপাখানা করিবার কল্পনা করেন। কিন্তু আগে ছাপাখানা না করিয়া সাধারণের মন বুঝিতে চাহিলেন। যদি বইগুলির কাটতি হয় তাহা হইলে তিনি ছাপাখানা করিবেন, এই ভাবিয়া প্রথমে একেবারে নিজে প্রেস না করিয়া বুদ্ধিমানের মত পরের প্রেসে ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। এক ইউরোপীয় কোম্পানির[৪] ছাপাখানায় ছাপিয়া যখন দেখিলেন বেশ বিক্রয় হইতেছে, তখন তিনি নিজে একটি আফিস ও একটি বইয়ের দোকান খুলিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় অনেক বই ছাপিলেন। তারপর অংশীদারের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় প্রেসটি তিনি দেশে লইয়া যান। সেখান হইতে তিনি বাঙলার শহরে ও গ্রামে লোক পাঠাইয়া বই বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইল। ইহার দুই সপ্তাহ মধ্যে তিনি আর একখানি সাপ্তাহিক বাহির করেন। সত্বরই তাহা উঠিয়া যায়।[৫]

লেখকের উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, গঙ্গাকিশোর একখানি বাঙলা সাপ্তাহিকের প্রথম প্রকাশক, আর তাহা সমাচার দর্পণ প্রকাশের একপক্ষ মধ্যে প্রকাশিত হয়।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে প্রথম বাঙলা সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে বাদানুবাদ বাহির হয়। ১৮৩১ সালের ২৮এ মে তারিখের সমাচার দর্পণে 'ধর্মদত্ত' এই উপনাম দিয়া এক ব্যক্তি লেখেন যে, সমাচার দর্পণই প্রথম বাঙলা সংবাদ-পত্র। কিন্তু পর মাসের ৬ তারিখের সমাচারচন্দ্রিকায় অপর এক লেখক তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন—

> "...৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সৃজন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরা গ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"[৬]

এই বাদানুবাদের উত্তরে ডাঃ মার্শম্যান্ বলেন (সমাচার দর্পণ, ১১ জুন, পৃ. ১৯৮) যে, সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার দুই সপ্তাহ পরে 'বেঙ্গল গেজেট'

বাহির হয় 'কাছ পূর্বে' নহে'।[৭] ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার দর্পণে' (পৃ. ১৪৪) লেখেন,—

"আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এ সকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্লা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কালপ্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন ও বিবিধ সংবাদপত্র।"[৮]

এ পর্য্যন্ত গৌণ প্রমাণেই এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে। যখন 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হয় তখনকার কোন বিবরণ আজ পর্য্যন্ত কেহ বাহির করে নাই। ত্রৈমাসিক 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'র প্রদত্ত মত সকলের চেয়ে পুরাতন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ের লোক হইলেও ১৬।১৮ বৎসর পরে তাঁহার স্মৃতির ভুল হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন, বিদেশীয় প্রযত্নে বাঙ্লা সমাচারপত্র প্রকাশিত হয় নাই।[৯] 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হইবার সময় তাঁহার বয়স ৪ কিংবা ৬ বৎসর। বিশেষত ৩৮ বৎসর পরে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে তিনি প্রকাশকের নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশের বৎসর যে ভুলিতে না পারেন তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

এখন এই সমস্ত মতবাদ ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্যদিক দিয়া 'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে কিছু বলিব। মুখ্য প্রমাণ না হইলেও তৎসদৃশ প্রমাণ বলে আমরা এই কাগজ সম্বন্ধে নূতন তথ্য দিতে চেষ্টা করিব। 'বেঙ্গাল গেজেট' যে বাহির হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কে বাহির করিলেন? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য না, অপর কেহ?

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মে 'সমাচার দর্পণ' বাহির হয়। তাহার পর জুলাই মাসের ৯ তারিখে আর একখানি বাঙ্লা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সংবাদ বাহির হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে 'গভর্নমেন্ট গেজেট'-এ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করিলাম :

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in

consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETEE. No publication of this nature having, hitherto been before the Public, HURRO-CHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become subscribers to this WEEKLY PUBLICATION, will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of subscription is 2 Rupees per month. Extras included.

Calcutta, Chorebagan Street, No. 145.

এই বিজ্ঞাপন হইতে অনেকগুলি খবর জানিতে পারা যায়। 'বেঙ্গল গেজেট' যে বাহির হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্ভবত বিজ্ঞাপন বাহির হইবার এক মাসের মধ্যে 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হইয়া থাকিবে। ১৮২০ সালের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বলিয়াছে,—'সমাচার দর্পণ' বাহির হইবার এক বৎসরের মধ্যে এই সাপ্তাহিক বাহির হইয়াছিল। পাদ্রী মার্শম্যানও তাহা সমর্থন করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, ইহার প্রকাশ সমাচার দর্পণের "কদাচ পূর্বে নহে।" তবে ঠিক কোন্ তারিখে বাহির হইয়াছিল তাহা বলিবার মত উপকরণ এখনও আমাদের নাই। গঙ্গাধর বা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ইহার প্রকাশক ছিলেন না। পক্ষান্তরে প্রকাশক ছিলেন অপর ব্যক্তি—নাম 'হরচন্দ্র রায়।' 'বেঙ্গল গেজেট' ছিল সাপ্তাহিক—প্রতি শুক্রবারে বাহির হইত। ১৪৫ নং চোরবাগান স্ট্রীটে ইহার কার্যালয় ছিল এবং এই স্থান হইতেই ইহা মুদ্রিত হইত। এই সাপ্তাহিকের ছাপাখানা হরচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি ছিল। 'বেঙ্গল গেজেটে সরকারী কাজে কর্মচারী বাহালের (Civil Appointment) তর্জমা থাকিত। ইহাতে গভর্নমেণ্টের বিজ্ঞাপন ও প্রবর্তিত আইনের সংবাদ থাকিত। আর থাকিত পাঠকদের রুচিকর স্থানীয় সংবাদ। এখানির ভাষা সরল বাঙলা। মূল্য ছিল ডাক খরচ সমেত মাসিক দুই টাকা।

কাগজখানির মুদ্রণ ও প্রকাশস্থান ১৪৫ নং চোরবাগান স্ট্রীট। চোরবাগান স্ট্রীটের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন চোরবাগান লেন আছে। স্ট্রীট নহে। কিন্তু এ স্ট্রীট কোথায় ছিল? ১৭৯৬-৯৭ সালের আপজনের মানচিত্রে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, [illegible] স্ট্রীট ও মদন দত্ত স্ট্রীট আছে। Schlach-এর মানচিত্রেও (১৮২৫ খ্রী.)

মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটের দক্ষিণে পাওয়া যায় বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট। এই দুইটি রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তার চিহ্ন আছে। সেখানে অনেকগুলো বাড়ির নম্বরও আছে। ১৪৫ নম্বরও আছে। যদি এইখানটা ১৪৫নং চোরবাগান স্ট্রীট হয় তাহা হইলে বাঙালীর প্রথম সাপ্তাহিকের এইটিই জন্মস্থান। আর এই জায়গাটা হওয়াও সম্ভব। কেননা, আজও এই জায়গাটাকে লোকে চোরবাগান বলে। মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের (পশ্চিমাংশে) শেষের দিকে যেখানে ইহা চীৎপুরের সহিত মিশিয়াছে সেখানে দুটি ডাক্তারখানা আছে—নাম চোরবাগান ফার্মেসী, চোরবাগান ডিসপেন্সারি। এখন এই প্রকাশক হরচন্দ্র রায় কে? কাগজপত্রে এইটুকু জানা যায় যে রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তবে বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীন লোকের মুখের সংবাদ। সত্য হওয়া সম্ভব।—নাও হইতে পারে। তবে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের যদি কোন সুবিধা হয় তজ্জন্য কোন নজীর না থাকিলেও যাহা শুনিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। হরচন্দ্র রায়ের বাড়ি শ্রীরামপুরে। তিনি কলিকাতায় থাকিবার সময় বহড়ার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে মধ্যে মধ্যে পুস্তক মুদ্রণের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার কাগজ সাড়ে এগার মাস চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার ছাপাখানার নাম ছিল "বাঙাল গেজেটি" অফিস—প্রেসও বলিত। তখন ছাপাখানাকে অনেকে Printing offices বলিত। কাগজখানি বন্ধ হইয়া গেলে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানাটি হরচন্দ্র রায়কে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ড দিয়া বহড়ায় চলিয়া যান। হরচন্দ্রের পুত্রকন্যা ছিল না। তাঁহার আত্মীয় রামচাঁদ রায়ের পৌত্র শ্রীরামপুরবাসী (অধুনা নবদ্বীপবাসী) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায়ের নিকট এই সংবাদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

পুনশ্চ।—আমার প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে আমাকে জানাইয়াছেন :

'বেঙ্গাল গেজেট' সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ১৮১৮ সনের ৯ই, ২৩এ ও ৩০এ জুলাই তারিখে 'গবর্ন্মেন্ট গেজেটে' প্রকাশিত হয়। তখন 'বেঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাগজখানি প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন আগেও 'গবর্ন্মেন্ট গেজেটে'—উহার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his friends and the public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorbagan Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed

interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee language, to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazettee, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribes to this Weekly Publication, will be pleased to send their Names to HURRO-CHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May, 1818.* (*Govenment Gazette*, 14 May 1818.)

এই বিজ্ঞাপনটি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮১৮ সনের ১২ই মে তারিখের অল্পদিন পরেই 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—এই বৎসরের ২৩এ মে তারিখে। 'বেঙ্গল গেজেট' 'সমাচার দর্পণ-এর কয়েকদিন আগে, কি কয়েকদিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখনও জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর হরচন্দ্র রায় যে বিজ্ঞাপন দেন তাহা নিম্নলিখিত পংক্তিটি অনুধাবনযোগ্য :

"No publication of this nature having hitherto been before the Public…"

যাহা হউক, অনুসন্ধান যখন চলিতেছে তখন শীঘ্রই এ সম্বন্ধে চরম কথা বলা সম্ভব হইবে।

উপরে গবর্নমেণ্ট গেজেটের যে যে সংখ্যার কথা বলা হইল তাহার সকলগুলিরই ফাইল কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে।" (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

পাদটীকা :

১. George Smith তাঁহার "The Life of William Carey" নামক পুস্তকে (পৃ. ২৪৫) লিখিয়াছেন ৩১এ মে। এটি ভুল।

২. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮ পৃ. ১৭৮-১৮২।

৩. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত সকল গ্রন্থ সন্ধান করিয়া এখনও পাই নাই। যে-কয়খানির নাম জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল—অন্নদামঙ্গল, শ্রীভগবদ্গীতা "দায়ভাগ-সংগ্রহ" [(২য় সংস্করণ) বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২০১ বঙ্গাব্দ], A Grammar in English and Bengalee [Ferris & Co., ১৮১৬] Bengalee Regulations, Reprinted by Ganga Kissore Bhattacharjee, 1820. এ ছাড়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর যে-সমস্ত গ্রন্থ বেঙ্গল গেজেট প্রেসে ছাপাইয়া ছিলেন নিম্নলিখিত একখানি পুস্তকের নাম জানিতে পারিয়াছি—১। শ্রীভগবদ্গীতা—বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [বাঙ্গাল গেজেটি অফিসে মুদ্রিত ১২২৬] পরে তিনি প্রেস বহড়া গ্রামে লইয়া যান। ঐ প্রেস হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর ছাপা হইয়াছিল—২। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। প্রকৃতিখণ্ড। তজ্জাষা—রামলোচন দাস কর্তৃক পদ্যছন্দে বিরচিত ; ['গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয়সা বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যানুসারে ছাপা হইল বহড়া গ্রামে']

৪. Feris & Co.

৫. "The first Hindu who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindustan. ···He was followed by Gunga Kishore, formerly employed in the Serampore Press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtainted a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity ; and within a fortnight after the publication from the Serampore Press of the Samachar Durpan, the first Native Weekly Jounal printed in India, he published another, which has since, we hear, failed—"

—*Friend of India*, quaterly number, No. 1, p. 122-23.

৬. এই বাদানুবাদের প্রথম উল্লেখ করেন—শ্রীশিবরতন মিত্র। সমাচারচন্দ্রিকার উদ্ধরণে তিনিই প্রথম উদ্ধৃত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক, পৃ. ১৫৫)। অতঃপর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকার' সম্পূর্ণ বাদানুবাদ উদ্ধৃত করেন। মার্শম্যানের

উক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রথম উদ্ধৃত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি সর্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেন।

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তের ইংরেজী অনুবাদ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম উদ্ধার করেন। ইহা Englishman and Military Chronicle, (8 May, 1852)-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৩য় সংখ্যা, ১০০৮) পৃ. ১৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য।

Padre Frey Manoel da Assumpcao একজন পর্তুগীজ অগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনরী ছিলেন। ইনি পর্তুগালের এভোরা-নিবাসী ছিলেন। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে ইনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত নগরীর সেন্টনিকোলাস টলেন্টিনো মিশনের (Missio dos Nicolas Tolentino) অধ্যক্ষের (Rector) পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮এ আগস্ট তারিখে বাঙলা ও পর্তুগীজ ভাষায় কথোপকথনছলে একখানি খ্রীস্টীয় ধর্মমতের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। পুস্তকখানির নাম—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।" Barbosa Machado ও Da Cunha Rivara-র তালিকায়[১] ইহা "Compendio dos Misterios da Fee, Ordenado Em linga Bengalla" নামে পরিচিত ও লিসবনে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আরও দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিক্‌কার পৃষ্ঠার শিরোভাগে Crepar Xaxtrer Orth, bhed (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) এবং দক্ষিণদিকের শিরোভাগে "Cathecismo da Doutrina Christaa" (খ্রীস্টমতের প্রশ্নোত্তরী) লিখিত আছে। আকার ক্রাউন ১৬ পেজি। পুস্তকখানির বামদিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে পর্তুগীজ ভাষার উচ্চারণের পদ্ধতি-ক্রমে লিখিত বাঙলা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্তুগীজ অনুবাদ। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই পুস্তকের একখণ্ড সংরক্ষিত আছে। কিন্তু তাহা খণ্ডিত। পরিচয়-পত্র নাই। ৩২ হইতে ৪৯, ১৫৪ হইতে ১৬৯, ৩২০ হইতে ৩৩৭ এবং ৩৭০ হইতে ৩৭৩ পৃষ্ঠা নাই। শেষোক্ত কয়েকখানি পৃষ্ঠা নাই—ইহার শেষ পত্রের সংখ্যা ৩৮০। এই গ্রন্থের ভূমিকা লাটিন ভাষায় লিখিত। ইহার ভূমিকা হইতে বোঝা যায় যে, ইহা ১৭৩৪ সালে লেখা হইয়াছিল, বইখানি কিন্তু ১৭৪৩ সালে বাহির হয়। সর্বপ্রথম হস্টেন সাহেব Bengal : Past and Present (Vol IX, pt. I) নামক পত্রে মানোএল আসসুম্পসাওর তিনখানি গ্রন্থের বিবরণ ও আলোচনা প্রকাশ করেন। তারপর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ১৩২২ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসের 'প্রতিভা' পত্রিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ করেন। অতঃপর এই গ্রন্থের সামান্য পরিচয় আমি "১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণে" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করি। ইহার পর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই পুস্তক সম্বন্ধে দুইটি অতি মূল্যবান্ ও উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩২৩)। সুশীলবাবুর প্রবন্ধে কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের বিস্তৃত পরিচয় ও আলোচনা আছে। সুনীতিবাবু ইহার ভাষা লিপ্যন্তর-

পাথাঁত সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহাদের এই দুইটি প্রবন্ধ অবশ্যপাঠ্য। বর্তমান প্রবন্ধে স্থানে স্থানে সুশীলবাবুর প্রবন্ধ হইতেও সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" হইতে পুস্তকের পরিচয়স্বরূপ কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Puthi I

Xo(col ··) oner ortho, ebong Prothoquie prothoqhie buzhan [ইহার লিপ্যন্তর—স (কল···) অনের অর্থ এবং প্রথক্যে প্রথক্যে (পৃথক্ পৃথক্) বুঝান]

এই পুথির দুইটি অংশ। প্রথমাংশে ৭টি Tazel অর্থাৎ অধ্যায়।

Tazel I পৃ. ২-১৮)—Xidhi Crucer ortho, bhed [সিদ্ধি ক্রুশের অর্থভেদ]

Tazel II (পৃ. ২—)—Pitar Poron, ebong Tahan ortho [পিতার পড়ন, এবং তাহান্ অর্থ]

Tazel III—(পৃ. ৭৬)—খণ্ডিত

Tazel IV—(পৃ. ৭৬-১০৬)—Mani xottio Niranzon, Axthar choudo bhed, ebong Tahandiguer ortho [মানি সত্য নিরঞ্জন, আস্থার চৌদ্দ বেদ, এবং তাহান্‌দিগের অর্থ]

Tazel V—(পৃ. ১০৬-২৪৪)—Dos Agguia, ebong tahandiguer ortho [দশ আজ্ঞা, এবং তাহান্‌দিগের অর্থ]

Tazel VI (পৃ. ২৪৪-২৭২)—Pans Agguia, ebong Tahandiguer ortho [পাঁচ আজ্ঞা, এবং তাহান্‌দিগের অর্থ]

Tazel VII (পৃ. ২৭২-৩১৩)—Xat Sacramentos, ebong Tahandiguer ortho [সাত সাক্রামেন্টোস, এবং তাহান্‌দিগের অর্থ]

Puthi II

দ্বিতীয়াংশে দুইটি অধ্যায়।

Tazel I. (পৃ. ৩১৪-৩৫৬)—Axthar bhed bichar xotto coria xiqhibar xiqhaibar upae toribar [আস্থার বেদ বিচার সত্য করিয়া শিখিবার শিখাই বার উপায় তরিবার]

Tazel II (পৃ. ৩৫৬-৩৮০ ; অসম্পূর্ণ)—Paron xaxtro nirala [পড়ন শাস্ত্র নিরালা]

এই পুস্তকে কয়েকটি গান আছে। দুইটি গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

G. Poromexor que zodi tomi paro cohibar.
Tobe ami oohiboque upae tomar ?

X. Eq poromo Ttbacur xorbo corta xorbo zan
Xei triloquer nath queho nahi tahan xoman.

G. Coto zon tini zodi tomi paro cohibar ;
Tobe ami cohibo que upae tomar ?

X. Tini tin zon ; Pita Putro, Doea moe,
Tin zon xotontor Poromexor eq oi.
Poromexor Pita, Putra Poromexor,
Poromexor Doea moe, tin zon xotontor.

[গুরু। পরমেশ্বর কে যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব কি উপায় তোমার ?

শিষ্য। এক পরম ঠাকুর সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞান,
সেই ত্রিলোকের নাথ কেহ নাহি তাহান সমান।

গুরু। কত জন তিনি যদি তুমি পার কহিবার,
তবে আমি কহিব কি উপায় তোমার ?

শিষ্য। তিনি তিন জন, পিতা পুত্র দয়াময়,
তিন জন সতন্তর, পরমেশ্বর এক অয় (হয়)
পরমেশ্বর পিতা, পুত্র পরমেশ্বর
পরমেশ্বর দয়াময়, তিন জন সতন্তর] পৃ. ৩৪৯

আর একটি গানের কিয়দংশ কেবল লিপান্তর করিয়া বক্সাক্ষরেই প্রদত্ত হইল :
[বালক যেসুসের গীত জর্ম্ম (জন্ম) স্থানে শুইয়া] পৃ. ৩৫০

হে বাবা যেস্বস	হে বাবা যেস্বস,
বালক নির্ম্মল,	পরমেশ্বর সত্য,
কন্যা মারিয়ার উদরের	শন ঘাসের উপরে
সিদ্ধি ধর্ম্ম ফল ;	কেন শুইয়াছ।
আম্যার দয়ার যেস্বস।	আমার দয়ার যেসুস।

হে বাবা যেস্বস ;	আমারদিগের কারণ
হে সোনার বাবা	এখানে শুইয়াছ ;
তোমাকে আমি চাই	আইস রে কৃস্তানেরা

কীর তোমার সেবা, তাহান সেবা কর।
আমার দয়ার বেন্‌সে। আমার দয়ার বেস্থরে।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চন্দননগরের St. Louis গির্জার Vicar জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাদ্রে জাক্‌বস ফ্রান্সিস্‌কস্‌ মারিয়া গেরে' (Father J. F. M. Guerin) ইহার মাত্র বাঙ্‌লা অংশের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। বাঙ্‌লা অংশ বঙ্গাক্ষরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা নামে সংস্করণ, বস্তুত ঢালিয়া সাজা। এই সংস্করণের বাঙ্‌লা প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নয়। ইহার ভূমিকাও লাটিন ভাষায় লিখিত। ভূমিকার মর্ম এই যে, ১৭৩৫ সালে (১৭৩৪ হইবে) মানোএল আস্‌সুম্পসাও এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করেন এবং ১৭৬৫ (১৭৪৩ হইবে) তাহা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করেন। পাদ্রে গেরে' বঙ্গাক্ষরে ইহা মুদ্রিত করেন। প্রথম সংস্করণে অনেক ভুল ছিল। অনেক অনাবশ্যক বিষয় ছিল। অর্দ্ধেকের উপর বাদ দিয়া, তিনটা নূতন কথোপকথন সংযোজন করিতে তাঁহাকে দুইজন ব্রাহ্মণ, দুইজন খ্রীষ্টান ও একজন মুসলমানের সাহায্য লইতে* হইয়াছে। এই কার্যে তাহার নয় মাস সময় লাগিয়াছে। ১৭৩৬ সাল হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ইহাতে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের মাস, তারিখ, সময় ও গ্রাসের বিবরণের তালিকা আছে। এই অংশ পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত। এই গ্রন্থের নাম—

"কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ
আর
১০৪ বৎসরের গ্রহণ গণনা।"

ইহার পরিচয়-পত্রের বাঙ্‌লা অংশ কৌতুকপ্রদ বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ।

সূর্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ (১০৪ হইবে) বৎসরের
আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি
সহর চন্দননগর
এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে।

করিয়াছেন জাকসছ্‌ ফ্রান্সিসকস্‌ মারিয়া গেরে'
চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহ্যের পাদরী
নিয়োজিত প্রেরিত সম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভাস্থ।

দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে
শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১৮৩৬"

পাঠকগণ রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন এই আশায় এই গ্রন্থের গ্রন্থাংশ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বের একপৃষ্ঠা তাহার নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

[প = পণ্ডিত, গু = গুরু, দৈ = দৈবজ্ঞ, মো = মোল্লা]

প। উত্তম। দেখহ এক দৈবজ্ঞ আসিতেছে ও হয় বাজালার মধ্যে সকল অপেক্ষা অতি বিদ্যাবান এবং জ্যোতির্বেত্তা।

গু। বলহ উহাকে নিকটে আসিতে

পরে দৈবজ্ঞ আসিয়া করিল ছেলাম।

গু। কি আছে তোমার বগলের ভিতরে।

দৈ। আমার স্থানে আছে বার পঞ্জিকা আর চারি জ্যোতিষ।

গু। কি নাম ঐ জ্যোতিষের।

দৈ। ১ নীলধ্বজিভাজক (জাতক) ২ স্বরোদয় দ্বাদশ নবগ্রহ ভাবগণনা ৩ পঞ্চ স্বরা ও কোষ্ঠ প্রদীপ।

প। কোথায় যাহ তুমি এতেক বিলম্বেতে।

দৈ। আমি আপনার গৃহে যাই।

মো। কোথায় হইতে তুমি আসিতেছ।

দৈ। আমি করিয়া আসিতেছি এক জন্ম কালীন গ্রহের নির্ণয় এক বালকের নিমিত্তে। এই কর্মে আমি পাইয়াছি একশত টাকার উপর অতএব কখন কেহ এমত যোগ গ্রহের গণনা ঠিক করিতে পারে নাই যেমত আমি। ঐ বালক হইবেক ভাগ্যবান একদিন।

প। হইতে পারে যে ঐ বালকের হইবেক মহাব্যাধি আর ফাঁসি যাইবেক। তারপরে দৈবজ্ঞ হাসি ফেলায় আর জোরে তুড়ি দেয় এবং মহাশব্দ করিয়া ঢেঁকুর তোলে।

গু। ভয় করিও না। এখন রাত্রি হয় নাই। ভূত তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবেক না।

দৈ। এইক্ষণে গ্রহণ হইয়াছে। গ্রহণের সময় ভূত উড়িয়া বেড়ায় বাতাসেতে যেমত রাত্রিতে। আমার বড় ভয় যে সূর্য্যেরে সর্পে না খাইয়া ফেলে।

গু। এই গ্রহণ দেখা যায় কেবল বিলাতে কি ভয় তোমার আমি তোমারে নিশ্চর্য্য কহিতে পারি যে বিলাতের জ্যোতির্বেত্তারদিগের ভয় নাই যে সূর্য্যের সর্পে খাইয়া ফেলে।

দৈ। বিলাতের দৈবজ্ঞেরা ভাবে না আমাদিগের মত। যখন উহারা হইবেক আর বিদ্যাবান তখন ভাবিবেক। যেমত বাজালার দৈবজ্ঞ কিন্তু উহাদিগের লাগিবেক অনেক যুগ শিখিতে এবং করিতে এক জন্মকালীন গ্রহের নির্ণয় আর আন্দাজ করিতে গ্রহণ আর যোগ গ্রহের গণনা।

গু। তুমি গণনা করিয়া দিতে পারিবা আমারে দশ বৎসরের গ্রহণ আমি তোমারে একশত টাকা দিব।

দৈ। কেহ পারিবেন না। বিনা বহু ক্লেশে। হইবেক অসাধ্য পাইতে এক দৈবজ্ঞ কাশীতে কিম্বা নদীয়াতে উপযুক্ত এই কর্মের। যিনি পারিবেন গীত গাইয়া সকল গণনা দুই বৎসরের গ্রহণের হইবেক প্রথম ভারতবর্ষের দৈবজ্ঞ।

গু। লহ ১০৪ বৎসরের গণনা সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণের। যে এক বিলাতী জ্যোতির্ব্বেত্তা গণনা করিয়াছে ফরাসডাঙ্গার নিমিত্তে।

অনেক দেরি হইয়াছে। তোমরা এইখানে যাহ।

প। মো। দৈ। সেলাম প্রণাম।

গু। আশীর্ব্বাদ।

(পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)

বাঙলার প্রথম । সচিত্র পুস্তক

আজকাল বাঙলা পুস্তকে ও সাময়িক-পত্রে ছবির ছড়াছড়ি। বাঙলা পুস্তকে প্রথম ছবি যখন ছাপা হয়, তখন ছবি করিবার সাজ-সরঞ্জাম অদ্ভুত রকমের ছিল। কাঠের ব্লক করিয়া প্রথম ছবি তৈয়ারি করা হয়। Steeliographও চলিত ছিল। 'অন্নদামঙ্গল' নামক গ্রন্থ ১৮১৬ সালে ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ছয়খানি ছবি ছাপা হইয়াছিল।

নিম্নে গ্রন্থখানির পরিচয়-পৃষ্ঠার (title page) অনুলিপি দেওয়া হইল :

পরিচয়-পত্রের অনুলিপি :

OONOODAH MONGUL,

exhibiting

the

Tales

of

BIDDAH AND SOONDER

To which is added,

The

Memoirs

of

Rajah Prutapaditya.

Embellished

with six cuts

Calcutta

From the Press of Ferris and Co.

1816.

গ্রন্থের প[illegible]ে একখানি অন্নপূর্ণার ছবি আছে। আসনের উপর একটি পদ্ম, প[illegible]র উপরে অন্নপূর্ণা বসিয়া আছেন। তাঁহার ডান হাতে হাতা, বাম হাতে হাঁড়ি। মূর্তির শিরোভূষণ মুকুট। অন্নপূর্ণা জামা ও ঘাগরা পরিয়া আছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ।—

শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ।—

জয়ত্যেতঃ সদায়ে।—

অথ গণেশ বন্দনা।—

গণেশায় নমোনমঃ।

বইখানি আট পেজি রয়াল কাগজে ছাপা। পৃষ্ঠা ৩১৮।

এই পুস্তকের ১৬০ পৃষ্ঠার সম্মুখে একখানি ছবি আছে। ছবির নীচে লেখা :

Soonder—সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

ছবির কোণে আছে—Engraved by Ram Chand Roy।

১৬২ পৃষ্ঠার সম্মুখে যে ছবি আছে, তাহার নীচে এইরূপ লেখা আছে :

Soonder & Durroawn

সুন্দরের বর্দ্ধমান পুর প্রবেশ।

Engraved by Ram Chand Roy

১৭২ পৃষ্ঠার সম্মুখে যে ছবিখানি আছে, সেখানি কাঠে খোদাই করা। Steeliograph নয়। ছবির নীচে লেখা :

Biddah and Soonder

বিদ্যাসুন্দরের দর্শন।

সুন্দরের পার্শ্বে একখানি জগন্নাথের রথের মত রথ।

১৫৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে কাঠে কোদাই করা ছবি। ছবির নীচে এইরূপ লেখা :

Soonder—সুন্দরের বকুলতলায় বৈশন।

সুন্দর হাতে ফুল লইয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন।

এই বইয়ের ষষ্ঠ ছবি ২১৬ পৃষ্ঠার সম্মুখে। এখানি কাঠে কোদাই করা।

Soonder and Cotaul

সুন্দর চোর ধরা

গ্রন্থখানি কাহার রচিত, গ্রন্থ হইতে ঠিক করিবার কোন উপায় নাই। তবে সমসাময়িক লেখকগণের বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এখানি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়ের যত্নে মুদ্রিত। পাদ্রির লঙ্ সাহেবের তালিকায় ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য মহাশয় বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির চিত্রযুক্ত পুস্তক বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা করিয়াছেন। গঙ্গাধরের সচিত্র সংস্করণের কথা আরও দু-এক জায়গায় আছে। এ সময় আর কেহ যে সচিত্র সংস্করণ বাহির করে নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের মনে হয়, লঙ্ সাহেব ভ্রমক্রমে গঙ্গাকিশোরের নাম গঙ্গাধর[১] লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এই অবলম্বনকাল গ্রন্থখানি স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের বাণী-ভাণ্ডার (Library) ব্যতীত অন্য কোথাও পাই নাই। বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারিগণ

পুস্তকখানি বাহিরে লইয়া যাইতে আদেশ না দেওয়ায় ইচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তকের অদ্ভুত চিত্রগুলির প্রতিলিপি দিতে পারিলাম না।

পাদটীকা :

১. Gangadhar Bhattacharjea who had gained much money by popular conditions of the Vidya Sundar, Betal and other works illustrated with wood cuts, the paper was short lived.

বাঙলায় প্রথম। কাশীরাম দাসের ছাপা মহাভারত

শ্রীরামপুরের পাদরি মার্শম্যান সাহেব ১৮০১-০৩ সালে কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রথম ছাপেন। শুধু আদিপর্বটুকু তিনি ছাপেন। ১৮৩৬ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সংস্করণ শ্রীরামপুর হইতে বাহির হয়। অনেক পুঁথি থেকে পাঠ মিলাইয়া সাধারণের উপযোগী করিয়া এই মহাভারত তিনি প্রকাশ করেন। এখানি কাশীরাম দাসের সমগ্র মহাভারত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১৮৫২, ১৮৫৫, ১৮৬৮ ও ১৮৮০ সালে ইহার কয়েকটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৫৪ সালে বটতলার প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা মধুসূদন শীল এই মহাভারত ছাপেন। ইহাই হইল কাশীদাসী মহাভারতের প্রথম বটতলা সংস্করণ।[১] ১৮৫৫ সালে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে ইহার একটি সংস্করণ বাহির হয়। বৃহৎ মহাভারত নাম দিয়া, ১৮৬০ (শক ১৭৮৫) সালে একটি সংস্করণ বাহির হয়। ১৮৬৮ সালে (১২৭৫ বঙ্গাব্দ) ও ১৮৮০ (শক ১৭৮৫) সালে আরও দুইটি সংস্করণ বাহির হয়। ১৮৬৯ সালে ক্ষেত্রমোহন ঘর উদ্যোগে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাট ও শান্তিপর্ব বাহির করেন। ১৮৭৩ সালে সিদ্ধেশ্বর কাশীরামের এক সংস্করণ বাহির করেন। ১৮৭৪ সালে নৃত্যলাল শীল আরও এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তারপর কাশীরাম দাস মহানুভব—সচিত্র ও সমগ্র মহাভারত—অষ্টাদশ পর্ব ১৯০৩ সালে (১৩১০ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ করেন।

[শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতে—অমূল্য বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা হইতে।]

পাদটীকা ঃ

১. "কলিকাতা নগরীয় শোভাবাজার বটতলা স্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারী শ্রীযুত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীরামপুরীয় পাদরি শ্রীযুত মার্সমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল।"—ভাস্কর, ১৮৫৪ খৃঃ, ৭ জানুয়ারি ঃ ১২৬০, ৬ পৌষ, শনিবার।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঙলাদেশে ছাপাখানার সৃষ্টি হয় নাই। এসময়ে ভারতবর্ষেও ছাপাখানার অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই ছাপার হরফে বর্ণাক্ষর দেখিবার সুযোগও তখন ছিল না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত (রায়বাহাদুর. ডক্টর) দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কাঠে খোদাই করা ব্লক হইতে ছাপা ন্যূনাধিক দুইশত বৎসরের পুরাতন একখানি বাঙলা পুঁথির সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, বাঙলার এই পুঁথির মুদ্রণপ্রণালী তিব্বতী বা নেপালী পদ্ধতির অনুকরণ।[১] চীনারাই কিন্তু ব্লক-প্রিন্টিং-এর আবিষ্কারক। কাঠের ব্লকে হরফ কুঁদিয়া ইহারাই প্রথম ছাপে। তিব্বতে ও নেপালে অনেকদিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ছাপা চলিতেছিল।[২]

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো দা গামা মলবারের রাজধানী কালিকাটে পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন একজন ত্রিনিটেরিয়ান, নাম—পেড্রো দে কোভিলহেম (Pedro de Covilham)। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতেই ভারতে খ্রীষ্টান মিশনের সূত্রপাত হয়। এই বৎসর আটজন যাজক ও আটজন ফ্রান্সিসকান্—পেড্রো আলভারেজ কাব্রালের সঙ্গে আসেন। মুসলমানেরা ইঁহাদের তিনজনকে মারিয়া ফেলে। তাহাতে দমিয়া না গিয়া এই ফ্রান্সিসকানরা এবং ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডমিনিকানরা ভারতে খ্রীষ্টান মিশনের পথিপ্রদর্শকরূপে আগমন করেন। ফলে, ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং গোয়ায় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনের কার্যারম্ভ হয়। পর্তুগীজরা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরী অধিকার করে। গোয়াতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের জন্য তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি বইও ছাপিয়াছিল। বই ছাপিবার জন্য ছাপ খানারও ব্যবস্থা করিয়াছিল। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যবসায়ও চলিত। পর্তুগীজদের বাণিজ্য যখন কোন কোন প্রাচ্য দেশে চলিতেছিল, তখন নুনো দা কুন্হা Nuno da Cunha—১৫২৯-৩৮) তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশের সহিত রীতিমত ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। এই সময় দা কুন্হার চেষ্টায় অনেক পর্তুগীজ বঙ্গে আসিয়া বালেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হুগলী হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকা পর্যন্ত নানা স্থানে বাস করিতে লাগিল। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, জলদস্যুতা ও দস্যুতারাজ করিতেও নারাজ ছিল না। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া যায়। পর্তুগীজ মিশনারীরা লিসবন ও গোয়ার পথে বাঙলায় আসে। অতঃপর ধর্মের তথা বাণিজ্যের কোন এক খেয়ালের বশে বাঙলা ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে। তাহারা যে জায়গায় থাকিত সেইখানকার কথ্যভাষা যথাসাধ্য শিক্ষা করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা সেই সময়ের উপযোগী প্রণালী অনুসারে বাঙলায় ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করে এবং

ধর্মপ্রচারের জন্য খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনা পুস্তকাদি বাঙলা ভাষায় প্রণয়ন করে। তাহাদের এই সমস্ত রচনা তাহারা রোমান অক্ষরে লিখিত। বাঙলা ভাষায় পুস্তাদি প্রণয়ন ব্যাপার কিন্তু জেসুইটদের ভারতে আগমনের পূর্বে হয় নাই। জেসুইটদের নবসম্প্রদায় ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হয়। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ভারতের মিশনক্ষেত্রে অবতরণ করেন। সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার পর্তুগালের তৃতীয় জনের অনুরোধক্রমে দুইজন সহকর্মীর সহিত মিশন-কার্যের সূত্রপাত করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য ইঁহারা বাঙলা মিশনের ব্যবস্থা করেন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিবর্ষে একখানি করিয়া পর্তুগীজ জাহাজ বাণিজ্য-সূত্রে চট্টগ্রামে আসিত। পাদ্রে ফ্রান্সিস্ ফার্নাণ্ডেজের ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের (১৭ জানুআরির) একখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের একখানি পুস্তিকা এবং কথোপকথনচ্ছলে একখানি প্রশ্নোত্তরমালা রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাদ্রে ডমিনিক দে সুজা এই দুইটি বই বাঙলায় তর্জমা করিয়াছেন। ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেসুইট পাদ্রে মার্কস আন্টনিও সান্টুচি বাঙলা মিশনের অধ্যক্ষতা করেন।

১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে চারিজন জেসুইট পাদ্রে মিলিত হইয়া ফরাসী ভাষায় একখানি পুস্তক লেখেন। এই গ্রন্থে প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোলের আলোচনা আছে। এইগুলির সঙ্গে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ইহাতে আছে,—তাহা বঙ্গ ও কুচবেহারের অক্ষর। অক্ষরগুলি বড় কৌতূহলোদ্দীপক। এই চারিজন গ্রন্থকারের নাম—Jen de Fontenay, Guy Tachard, Etienne Neel ও Claude de Beze, আর পুস্তকখানির নাম—"Observations Physiques et mathematiques pour servir a l'histoire naturelle, et a la perfection de l'Astronomie et de la Geographie : Envoyees des Indes et de la Chine a l'Academie Royale des Sciences a Paris, Par les Peres Jesuites..."

অতঃপর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিকে জোহান ফ্রীড্রিক্ (Johann Friedrich Fritz) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার-গ্রন্থে ("Orientalisch Und Occidentalischer Sprachmeister") যেমন একশটি ভাষার বর্ণমালা স্থান পাইয়াছিল, তেমনই কতকগুলি বাঙলা বর্ণমালাও তাহাতে স্থানলাভ করিয়াছিল। ইহাতে বাঙলা বর্ণমালার শিরোদেশে লিখিত আছে,—"Alphabetum Bengalicum et Jentivicum." বিলাতে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুস্তকখানির খুব প্রতিপত্তি ছিল।[৫] ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন ও অর্বাচীন বর্ণমালার ফরাসীবিশ্বকোষে (Encyclopaedie Francoise des Alp. anc. et mod ; plate no. 18, Livourne) ঠ, ট, ঞ, ঝ, জ, ছ, চ, ঙ, ঘ, গ, খ, ক, ভ, ব, ফ, প, ধ, দ, থ, ত, ণ, ঢ, ড, ক—এই চব্বিশটি বর্ণাক্ষরের চিত্র আছে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এডমণ্ড ফ্রাই (Edmund Fry, Letter-Founder, Type Street) তাঁহার Pantographia নামক পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় এই কোষের

উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—This is the Character used in the |extensive Country of Bengal, now subject to the English East India Company."

পাদটীকা ঃ

১. History of the Bengali /Language and Literatune, Calcutta (1911), p. 849.

Bengal Past and Present, Vol. IX. July-Sept. 1914, Pl. No. 17, p. 40.

২. J. A. S. B., Vol IX, April 1913, p 149.

৩. G. A. Grierson : Specimens of the Bengal and Assamese Languages, 1913.

প্রাচ্যদেশের মধ্যে চীনের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রথমে গোয়ায় মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ঠিক কোন্ সময়ে মুদ্রাযন্ত্র সেখানে স্থাপিত হয় তাহা জানিতে পারি নাই; তবে গোয়াতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের জন্য ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে সেখানে মুদ্রণ-কার্য চলিতেছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (Da Cunba, Bombay, p. 7)। ট্রানকোয়েবারের ডেনিশ পাদ্রেরা জেসুইট্দের পরে ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে ছাপাখানা খোলে। ইহার পর ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর ছাপাখানা। ভারতবর্ষের ভিতরে বোম্বে ও বাঙ্লার প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্বে কলিকাতায় বা বাঙ্লা দেশে ছাপাখানা ছিল না।

ডক্টর বাসাটিড সংবাদ দিয়াছেন যে, ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দেও এদেশে ছাপাখানা ছিল না।[১]

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম বাঙ্লা মুদ্রাক্ষরের ব্যবহার হয়। এন্ড্রুস নামে একজন পুস্তকবিক্রেতা হুগলীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রে ন্যাথেনিয়াল ব্রাসি হালহেডের (Nathaniel Brassey Halhed) বাঙ্লা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্বে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক কিছুই ছিল না। বাঙ্লা মুদ্রাক্ষর কেমন করিয়া তৈয়ারি করিতে হয় তাহাও কেহ জানিতেন না। চার্ল্স্ উইল্কিন্স্ (ইনি পরে স্যর উপাধিভূষিত হন) বহু চেষ্টা করিয়া বাঙ্লার মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। উইল্কিন্স্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার একজন সদস্য ছিলেন। এ দেশের নানা ভাষায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আনুকূল্যে ইনি সংস্কৃত ভগবদ্গীতা ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করিয়া সর্বপ্রথম ইউরোপে প্রচার করেন। বাঙ্লা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি এতদূর আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, ছয়-সাত বৎসর এদেশে থাকিয়া স্বয়ং মুদ্রাক্ষরের ছেনী তৈয়ারি করিতে শিখিয়া স্বহস্তে একসেট বাঙ্লা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তারপর ছেনী প্রস্তুত করিবার কৌশল পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে শিখাইয়া দেন। পঞ্চানন অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিদ্যা শিক্ষা ও আয়ত্ত করেন। উইল্কিন্স্ ও পঞ্চাননের অক্ষরে হালহেডের ব্যাকরণ *A (Grammar of the Bengal Language)* ছাপা হয়। ভারতবর্ষের ছাপাখানা হইতে যত বই ছাপা হইয়াছে, এই বইখানিই তাহাদের ভিতরে প্রথম—সকলের চেয়ে পুরাতন। প্রায় এই সময়ে বোম্বে শহরেও পার্সী রুস্তমজী কেরসম্পুজি (Rustomji Kersaspji) একটি ছাপাখানা খোলেন (Bombay Times, December, 1855)। এই ছাপাখানার প্রথম বই—*English Calender for the year 1780*। বোম্বে ও কলিকাতায় প্রায় একই সময়ে ছাপাখানা খোলা হয়। তারপর স্যর ইলাইজা ইম্পে-সংগৃহীত ইংরেজী ব্যবস্থাসকল জোনাথন

জনকন কর্তৃক বাঙলা ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে "কোম্পানির প্রেসে" মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিন হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত বাঙলা মুদ্রাক্ষরের আদৌ উন্নতি হয় নাই। অতঃপর কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের ব্যবস্থা হেনরী পিট্স্ ফরস্টার সরল ও চলিত বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে গ্রন্থ কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত করেন তাহার সমস্ত অক্ষর পঞ্চানন নূতন এক সেট ভাবা তৈয়ারি করিয়া প্রস্তুত করেন। সেই সময়ে নূতন তৈয়ারি মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের প্রিয় ছিল। কালীকুমার রায় নামে একজনের লেখার ছাঁদ খুব সুন্দর ছিল। তাঁহারই লেখা অনুকরণ করিয়া বর্তমান ছাপা হরফের ছাঁদের সৃষ্টি। গোড়ায় গোড়ায় হরফের ছাঁদ খুব খারাপ ছিল। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মিশনারীরা শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। শ্রীরামপুরেই হরফের ছাঁদের যাহা-কিছু উন্নতি হইয়াছে। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে উইল্‌কিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্মকার মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করিবার জন্য উপস্থিত হন। কেরী সাহেব তখন একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাপিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। পঞ্চাননকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দেবনাগর অক্ষরের ছেনী প্রস্তুতকার্যে নিযুক্ত করিলেন। পঞ্চানন অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্ধেক ছেনী তৈয়ারি করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু দেবনাগরে অনেক যুক্তাক্ষর থাকায় তাঁহাকে সাতশত ছেনী প্রস্তুত করিতে হয়। তিনি একা পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার জামাতা মনোহর কর্মকারকেও ঐ কার্যে নিযুক্ত করা হইল। মনোহর খুব নিপুণ কারিগর। তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া মিশনারীরা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। মনোহর সেখানে চল্লিশ বৎসর কাজ করিয়া বাঙলা, দেবনাগর, চীনা ও নানাবিধ মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। দেবনাগর মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি ১৮০৩ সালে। পার্সী ও আরবী অক্ষরের ছেনী কলিকাতার সিমুলিয়া-নিবাসী রাধামোহন কর্মকার প্রস্তুত করেন। পার্সীর ছাঁদ তিন রকমের—মৌলবী আল্লাবন্দী, এনাদাদী ও মহানন্দী। মহানন্দ নামে এক পণ্ডিতের হাতের লেখার ছাঁদ দেখিয়া তৈয়ারি বলিয়া ছাঁদের নাম—মহানন্দী। পার্সীর ছেনী আড়াই শত, আরবীর দুই শত।

পাদটীকা :

১. Echoes from Old Calcutta, 2nd eq., p. 270.

বাঙলার প্রথম । বাঙলার রঙ্গমঞ্চ

বাঙ্‌লার প্রথম বিলাতী রঙ্গমঞ্চ

নবাবী আমলের শেষে কয়েকজন ইউরোপীয় যুবকের উদ্যোগে বাঙ্‌লাদেশে প্রথম রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। লালবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এখন যেখানে মিশন রো, তার নাম ছিল 'রোপ ওয়াক" (Rope Walk)। এই রোপ ওয়াকে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। এই রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটারই কলিকাতা ও বাঙ্‌লার সকলের চেয়ে পুরাতন রঙ্গমঞ্চ। এর নাম ছিল 'প্লে হাউস' (Play House)। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা আক্রান্ত হয়। এরই কয়েক বৎসর আগে 'প্লে হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে (Statesman, Oct. 22, 1905) ম্যাজ সাহেব (E. W. Madge) এই প্লে হাউস সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করে এই পুরাতন প্লে হাউসের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন।

গিরেটী বা গৌরহাটির রঙ্গমঞ্চ

তারপর চন্দননগরে বিলাতী অভিনয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। চন্দননগরে গিরেটী (Ghiretti) তখন সমৃদ্ধিশালী স্থান। সাহেবেরা এই জায়গার সৌন্দর্যের সঙ্গে ভের্সেলের সৌন্দর্যের তুলনা করতেন। এই গিরেটীতে তখন অভিনয় হত। স্টাভরিনস্ [Captain Stavorinus (১৭৬৯-১৭৭০)] বলেন—১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ২২-এ ফেব্রুআরি তারিখে ডচেরা স্বজাতীয় দলবল নিয়ে ফরাসী গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গভর্নর প্রধান ফ্যাক্টরীতে নিয়ে গিয়ে তাঁদের খুব আদর-যত্ন করেন। ডচ গভর্নর কিন্তু গিরেটীতে যেতে চান। ছ'খানি গাড়ি করে দলের সকলে বেলা ৪টার সময় চুঁচুড়া থেকে যাত্রা করে ছ'টার সময় তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান। এইখানে একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ তৈরি ছিল। সাতটার সময় অভিনয় দেখবার জন্য তাঁদের এইখানে নিয়ে আসা হয়। রাত্রি দশটার সময় অভিনয় শেষ হয়।[১]

ক্যালকাটা থিয়েটার

এরপর কলিকাতার দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ—The Calcutta Theatre. Lyons' Range-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি খুব বড় জমি ছিল, তারই উপর এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিন্‌লে মুএর কোম্পানির (Finlay Muir Co) বাড়ি এখন সেখানে। জেমস্ ফিন্‌লে কোম্পানি এখন ঐ বাড়ির বর্তমান উত্তরাধিকারী। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয় সম্ভবত 'Beaux Stratagem'। 'Original letters from India'-র রচয়িত্রী মিসেস্ ফে (Mrs Fay) এই থিয়েটারে 'Venice

Preserved'-এর অভিনয় দেখেছিলেন। এই থিয়েটার দেখতে হ'লে একটি সুবর্ণ মোহর লাগত। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই থিয়েটারে অভিনয়-কার্য চলেছিল। থিয়েটারের সঙ্গে একটি বল (Ball) নাচের ঘর সংযুক্ত ছিল। আর হরদম বলনাচের উপরোধ অনুরোধ চলত। লর্ড কর্নওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেসলির আমলে লাট বাহাদুররা এইখানেই সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা করতেন। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভদ্রমহিলা ও পুরুষদের সুবিধার জন্য গ্যালারীকে বক্সে বিভক্ত করা হয়েছিল। রাত্রি ৮টার সময় রঙ্গমঞ্চের দরজা খোলা হ'ত। আমাদের দেশের লোককে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করা হ'ত না। দ্বাররক্ষক থাকত বিলাতী সাহেব।[১] ১৭৮৮ সালের ২৫-এ জানুআরি Richard III অভিনীত হয়। ক্যালকাটা গেজেটে (Calcutta Gazette) এই থিয়েটারের বিজ্ঞাপন বাহির হ'ত। তবে সেগুলি পড়ে এ থিয়েটারের অভিনয় সম্বন্ধে একটা খুব উচ্চ ধারণা হয় না।

এই থিয়েটারে পুরুষেরা অভিনয় করতেন। এই সময় স্ত্রীলোকেরা সাধারণ-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতেন না। পুরুষেরা সখ করে অভিনয় করতেন; মাঝে মাঝে লোকে তাঁহাদের উপহাসও করত। প্রত্যেক চরিত্রাভিনয়ে অভিনেতাদের নূতন পোষাক দরকার হ'ত। অভিনেতারা বন্ধুদের জন্য টিকিট নিতেও ছাড়তেন না। কোন সরকারী কর্মচারী অভিনয় করলে লর্ড কর্নওয়ালিস তার উপর বড়ই চটতেন। কিন্তু পরে মেয়েরাও সখ করে অভিনয় করতে শুরু করলেন। ক্রমশ এমন দাঁড়াল যে, তাঁরা স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করে ক্ষান্ত হলেন না। পুরুষ সেজে পুরুষ-চরিত্রও অভিনয় করতে ছাড়েন নি। ডক্টর ব্যাস্টিড (Dr. Busteed—'Echoes from Old Calcutta') বলেন, মিসেস জন ব্রিস্টো (Mrs. John Bristow) রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী-রূপে সর্বপ্রথম কলিকাতায় অভিনয় করেন। ইনি একজন বড় সওদাগরের পত্নী। এঁর বাড়ি ছিল চৌরঙ্গীতে। এখানে তাঁর বাড়িতে ইনি একটি থিয়েটার খোলেন। এটি কিন্তু সাধারণ থিয়েটার ছিল না। প্রধান প্রধান চরিত্রের অভিনয় নিজেই করতেন। তাঁর অভিনয় এত সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, সকলেই তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করতেন। ১৭৯০ সালে তিনি যখন ইংলণ্ডে চলে যান, কলিকাতায় একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। মিসেস ব্রিস্টোর নাম শ্বেতাঙ্গমহলে সকলের মুখেই উচ্চারিত হ'ত। তিনি কলিকাতায় অনেক নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৭৮১-৮২ সালে তাঁর কয়েকটি নাম কলিকাতায় প্রচারিত ছিল। "Miss Wrangham"[১] তখনকার তাঁর খুব জনপ্রিয় নাম। হিকীর বেঙ্গল গেজেটে "Turban Conquest", "The Chinsura Belle," "Hooka Turban", "St Helena Filly"—ব্রিস্টোর এই কয়টি নাম খুব জাহির ছিল। ক্যালকাটা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের অভিনয় খুব জেঁকে উঠেছিল। অভিনেত্রীদের বেনিফিট নাইটেরও আয়োজন হ'ত। ১৭৯৭ সালে ১২ই মার্চ—Mrs. Sunbise-এর benefit night-এ "The Comedy of the Chapter of

Accidents" অভিনীত হয়। ঐ বৎসর ২রা অক্টোবর Mrs. Crucifix-এর benefit-এর জন্য "The Tragedy of the Grecian Daughter" অভিনীত হয়। থিয়েটারটি ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত মন্দ চলেনি। তখন পিট ও বক্সের দাম ১৬ টাকা; আপার বক্স্ ১২ টাকা; গ্যালারী ৮ টাকা। কয়বৎসর কিছুদিন এইরূপে চালিয়ে যখন সুবিধা হ'ল না, তখন চাঁদা নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা চলল। ফলে ১৭৯৫ সালের অক্টোবর মাসে "Subscription Assembly" স্থাপিত হয়। এঁদের ব্যবস্থায় 'Season'-এ ছয় বার অভিনয় করা স্থির হল। চাঁদা-দাতাকে এক Season-এর জন্য ১২০'০০ টাকা চাঁদা দিতে হবে। তাহ'লে তিনি নিজের জন্য ও পরিবারস্থ প্রত্যেক মহিলার জন্য এক season টিকিট পাবেন। এমনই season-এ একখানি সাধারণত টিকিটের দাম ছিল ৬৪ টাকা। ৩০-এ অক্টোবর প্রথম চাঁদার অভিনয় হয়। "Trick upon Trick, or the Vintuer in the Suds" অভিনীত হয়। তারপর ক্রমশঃ ক্ষেত্র বুঝে টিকিটের দামের পরিবর্তন হল। বক্স্ টিকিটের দাম এক স্বর্ণ মোহর হ'ল। পিটের টিকিটের দাম আট টাকা ধার্য হ'ল। এরূপ করেও থিয়েটারটি শীঘ্রই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। টেনেবুনে কোন রকমে ১৮০৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল।[8] ঐ সালে ঠাকুরবাড়ির গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ও তার সংগে আশপাশের ইমারতগুলি কিনে নিয়ে সেগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। শেষে সমস্তটা নিয়ে একটি বাজার বসান। তাঁর বাজারের নাম দেন—"নতুন চীনাবাজার" (New China Bazar)।

বেঙ্গলী থিয়েটার

যে সময় "Subscription Assembly" প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা চলছিল, ঠিক সেই সময়ে একজন রুষবাসীর যত্ন ও চেষ্টায় বঙ্গদেশে অপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়। বাঙলাদেশের অভিনেতা অভিনেত্রীরূপে স্ত্রীপুরুষ নিয়ে বাঙলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় এই রুষবাসী প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। এই রংগমঞ্চের নাম ছিল—

"বেঙ্গলী থিয়েটার"

["Bengalie (বা Bengally) Theatre"]

প্রতিষ্ঠাতার নাম—হেরাসিম লেবেডেফ।

হেরাসিম লেবেডেফ (Gerasim Lebedeff)[৫] একজন রুষবাসী কৃষকের সন্তান। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লেবেডেফের জন্ম। ২৬ বৎসর বয়সে (১৭৭৫ খ্রী.) রুষরাজদূতের সঙ্গী হয়ে[৬] নেপল্‌স্ শহরে গমন করেন। তারপর তিনি প্যারী ও লণ্ডন নগরে

অবস্থান করেন। লণ্ডন পরিত্যাগ করে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি ভারতে আগমন করেন। মাদ্রাজে দুই বৎসর থেকে ১৭৮৭' সনে তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে তিনি স্থায়িভাবে অবস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থান করে তিনি গোলোকনাথ দাস ("Golucknat-dash") নামে একজন ভাষাবিদ্ বাঙালীকে শিক্ষক নিযুক্ত করেন।[৮] এঁর কাছেই তিনি বাঙলা, হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। অল্প শিখেও তিনি এই ভাষাগুলির উপর গবেষণা করতে ছাড়েন নি। তারপর দুইখানি ইংরেজী নাটক তিনি বাঙলায় তর্জমা করেন।[৮] নাটক দুইখানির নাম "The Disguise" ও "Love is the Best Doctor"। তর্জমা শেষ হ'লে দেখাবার জন্য তিনি কতকগুলি পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেন।[৮] তাঁরা আগ্রহের সংগে "Disguise" নাটকখানি পড়ে খুব সুখ্যাতি করেন।[৮] গোলোকনাথ প্রস্তাব করেন যে, যদি লেবেডেফ এই নাটকখানি সাধারণের নিকট অভিনয় করতে চান তা'হলে গোলোকনাথ সেই অভিনয়ের জন্য বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করে দিতে প্রস্তুত আছেন।[৮] এই প্রস্তাব শুনে লেবেডেফ বড়ই খুশি হলেন।[৮] থিয়েটার করবার জন্য তিনি উঠেপড়ে লেগে গেলেন। তখনকার গভর্নর জেনেরেল স্যার্ জন শোরের নিকট থিয়েটারের লাইসেন্সের অনুমতির জন্য আবেদন করেন।[৮] লাটবাহাদুর অসঙ্কোচে তাঁকে প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করেন।[৮] তারপর তিনি নিজে প্ল্যান তৈরি করে কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে ডোমতলা নামে একটি গলিতে থিয়েটারের গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করে দিলেন।[৮] গোলোকনাথকেও থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগাড় করবার জন্য নিযুক্ত করলেন।[৮] তিন মাসের মধ্যে থিয়েটারের বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী জুটল।[৮] তারপর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) ক্যালকাটা গেজেটের (Calcutta Gazette) দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করলেন :

"By Permission of the Honorable the
Governor-General

Mr. Lebedeff's
New Theatre in the Doomtullah,
Decorated in the Bengalee style,
THE DISGUISE
The Characters to be supported by Perfor-
mers of both Sexes
To commence with Vocal and Instrumental
Music, Called

THE INDIAN SERANADE

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees, will be added European. The words of the much admired Poet Shree Bharot Chondro Ray, are set to Music.

Between the Acts,

Some amusing Curiosities will be introduced.

The Day for Exhibition, together with a particular detail of Performance, will be notified in the course of the next week."

লেবেডেফের থিয়েটারের নাম হ'ল—"বেঙ্গলী থিয়েটার" ; স্থান ;—২৫নং ডোমতলা।[১] ডোমতলা পুরাতন চীনাবাজার দিয়ে একটি গলি। এরই নিকটে ক্যালকাটা থিয়েটার (Calcutta Theatre) ছিল। ডোমতলার খানিকটা একটু পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান এজরা স্ট্রীটে (Ezra Street) পরিণত হয়েছে। বেঙ্গলী থিয়েটার এই রাস্তায় ঠিক কোন্ জায়গায় ছিল স্থির করে বলা কঠিন।

উপরের বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে যে, স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে অভিনয় হবে। অভিনয়ের প্রারম্ভে ঐকতানে হিন্দুস্থানী সঙ্গত হবে, বাঙালীদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র বাজান হবে—বিলাতী বাজনাও থাকবে। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পদও স্বর-সংযোগে গীত হবে : এছাড়া প্রতি অঙ্ক-শেষে হাস্যকৌতুকের আয়োজন থাকবে।

বিজ্ঞাপনের শেষে লেখা ছিল যে, সপ্তাহ মধ্যে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হবে। কিন্তু সপ্তাহ কেন দুই সপ্তাহেও কোন খবর বাহির হয় নাই ; তৃতীয় সপ্তাহের শেষে ২৬-এ নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে (২য় পৃ., ১ম স্তম্ভের শিরোদেশে) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। এতে থিয়েটারের নাম-ধামেরও পরিচয় আছে :

BENGALLY THEATRE

No. 25 Doomtullah.

Mr. Lebedeff

has to honour to acquaint the Ladies and Gentlemen of the Settlement,

That His
Theatre,
will be opened
To-Morrow, Friday, the 27th Inst.
With A COMEDY
Called
THE DIGUISE

The play to commence at 8 O' Clock precisely.
Tickets to be had at his Theatre.
Boxes and Pit,..................................Sa. Rs. 8
Gallery,..,, ,, 4.

এই বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারা গেল যে, Disguise একখানি মিলনান্ত নাটক। এই নাটকের অভিনয় নিয়ে শুক্রবার ২৭-এ নভেম্বর ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে থিয়েটার খোলা হবে। অভিনয় ঠিক আটটায় আরম্ভ হবে। প্রবেশের মূল্য বক্স ও পিট—৮ টাকা। গ্যালারী—৪ টাকা।

এ সময় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা রাত্রি ৮টায়ই হ'ত। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের মূল্য ক্যালকাটা থিয়েটারে প্রবেশের মূল্যের অর্ধেক।

এই অভিনয়ের পরে তিন মাস তিন সপ্তাহ আর কোন অভিনয় হয় নাই। লেবেডেফ পর বৎসর (১৭৯৬ খ্রী.) ১০ই মার্চ তারিখে ক্যালকাতা গেজেটে দ্বিতীয় অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনে প্রথমেই পূর্বাভিনয়ের দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান। তারপর, ২১এ মার্চ তারিখে দ্বিতীয় অভিনয়ের সংবাদ জ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন যে, ১৯এ মার্চ পর্যন্ত টিকিট ও অভিনয়ের দৃশ্যাবলীর সূচী পাওয়া যাবে। পূর্ববারের চেয়ে এবার দর্শকদের বসবার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার গ্রাহকের (subscriber) সংখ্যা কমিয়ে ২০০ নির্দেশ করা হয়েছে।[১০] প্রত্যেক গ্রাহককে টিকিটের জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা (Gold mohar) দিতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। ২০০ সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত টিকিটের দাম লওয়া হবে।

লেবেডেফের এই মর্মের বিজ্ঞাপনটি নিম্নে দেওয়া গেল :

"Bengallie Theatre,
No. 25, Doomtullah,
Mr. Lebedeff presents his respect-
ful complements to the subscribers in
Bengallie Play, informs them his second

presentation is fixed for Monday the 21st instant, and requests they will send for Tickets, and the account of the plot and Scenes of the Dramas on or before Saturday the 19th instant. For the better accomodation of the audience, the number of subscribers is limited to two hundred, which is nearly completed, the proposals for the subscription may be had on application to Mr. Lebedeff, by whom subscription at one Gold mohar a ticket will be received till the subscription is full.

Calcutta March 10, 1796"

এই দ্বিতীয় অভিনয় দেখতে অনেকে এসেছিলেন। লেবেডেফ ২৪এ মার্চ তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে দর্শকবৃন্দকে তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১১] বিজ্ঞাপনটি এই :

Bengally Theatre

Mr. Lebedeff respectfully acknowledges the very distinguised patronage, the Ladies and Gentlemen of this settlement subscribers to his second Bengally Play, honoured him with, and begs leave to assure them, he has the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion, and intreats they will be pleased to accept his warmest Thanks.

March 24, 1796."

এরপর লেবেডেফ বা তাঁর থিয়েটারের আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই। লেবেডেফ তার পরে কলিকাতাতেই ছিলেন। ১৭৯৭ সালের ২৩-এ নভেম্বর তিনি লাট বাহাদুরের নিকট ইংলণ্ড যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন করেন। তাঁর স্বহস্তলিখিত আবেদনের প্রতিলিপি [—Home Dept Consultaton C,

27th November No 71 দ্রষ্টব্য] নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। এই প্রতিলিপি এই প্রথম প্রকাশিত হ'ল। এর পূর্বে কখনও বাহির হয়নি।
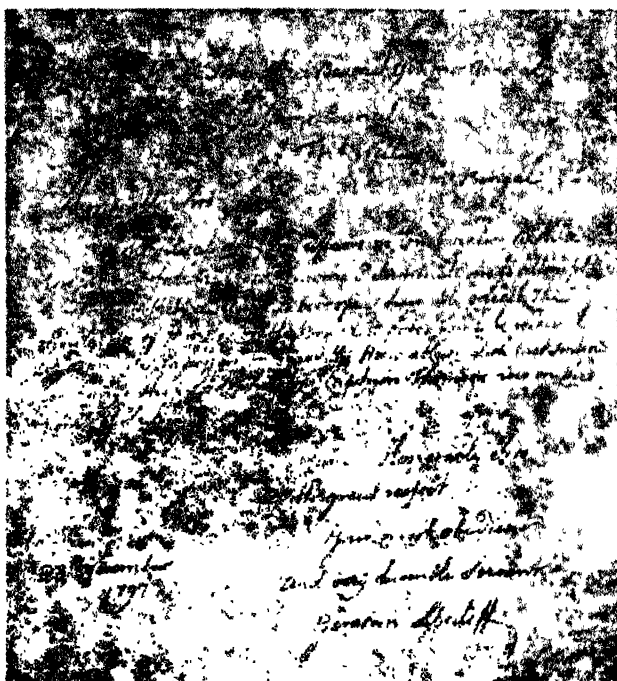
The Honorable Sir John Shore Baronet Governor General
&c Supreme Council
at Fort William
in Bengal

Honorable Sirs

The situation of my affairs in combination with a precarious state of health having Determinate me to attempt to retrieve both by a return to Europe I humbly solicit the indulgence of this Honorable Board to order me to be received as a private passenger on board the Honorable English East India Company's ship Lord Thurlow Captain Thomson now on the point of sailing.

I am Honorable Sirs
with great respect
your most obedient
and very humble servant
Gerasim Lebedeff

23th November
1797

এরপর লেবেডেফ কবে বিলাত যাত্রা করেন তা জানা যায় না। Lord Thurlow নামক জাহাজখানি নিয়ে Captain William Thomson ১৭৯৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। Lord Thurlow ১৭৯৭ সালে এখানেই ছিল। লেবেডেফ যদি ১৭৯৮ সালে ইংলণ্ড যাত্রা করে থাকেন তাহ'লে ঐ সালে ১৪ই ডিসেম্বর গিয়ে থাকবেন।[১২] "লর্ড থারলো" ঐ বৎসর ঐ দিন কলিকাতা হ'তে যাত্রা করে। তবে তিনি ১৮০১ সালে ইংলণ্ডে ছিলেন; কেননা ঐ বৎসর তিনি একখানি ইংরেজী গ্রন্থ প্রণয়ন করে লণ্ডন সহরে ছাপেন। বাকল্যাণ্ড (C. E. Buckland) ও তাঁর মতে সায় দিয়ে গ্রীয়ার্সন (G. A. Grierson) বলেন; তিনি The Great Mogol-এর নাট্যাধ্যক্ষ (theatrical manager) হয়ে কাজ করেন, তারপর ১৮০১ সালে ইংলণ্ড গমন করেন। ঐ বৎসর তিনি যে গ্রন্থ ছাপেন তার নাম "A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects···Methodically arranged at Calcutta, according to the Brahmenian System at the Sanscrit Language" অতঃপর তিনি রুশদূত বোরোনৎজো-র (Waronzow) সঙ্গে আলাপ করেন। ইনি তাঁকে রুশদেশে পাঠিয়ে দেন। ১৮০৫ সালে তিনি সেন্ট পিটর্সবর্গ থেকে ফরাসী ভাষায় আর একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বইখানির নাম—"Etude impartiale sur le systemes des Brahmanisches des Indes Orientales." তিনি স্বদেশে "Russian Foreign office'এ নিযুক্ত ছিলেন। রুশসম্রাট্ আলেকজাণ্ডার সেন্ট পিটর্সবর্গে সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করবার জন্য তাঁকে বহু অর্থ দান করেছিলেন। লেবেডেফের বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নে "Imprimeric Indienre" নামক সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রটি রুশদেশে আজও চলছে। সম্ভবত ১৮২০ সালে স্বদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পাদটীকা ঃ

১. J. C. Marshman : Notes on the Right Bank of the Hoogly, Calcutta Review (1843), Vol. IV, p. 501.

২. এরূপ করবার ওজুহাত ছিল—"As native would not have sufficient authority."

৩. ১৭৮২ সালে ২৭এ মে তারিখে "John Bristow'র সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর এঁর নাম "Mrs. John Bristow" হয়।

৪. The Good Old Days of Honorable Jonn Company (কারের সংস্করণ), পৃ. ১০২।

৫. গেরাসিম লেবেডেফ তাঁর নাম এই বানানে লিখতেন। রুশ ভাষায় Gerasim-এর G-এর উচ্চারণ 'হ'। Larousse তাঁর কোষগ্রন্থে লিখেছেন—Gerazim Lebedef. R

H (The Imperial Dictionary of Universal Biography, Vol. V [III] বর্ণনা করেছেন Herasim Lebedef. বাকল্যান্ড ও গ্রীয়ারসন প্রভৃতি এই বানানই অনুসরণ করেছেন। Imp. Library-র পুস্তক-তালিকায় পাওয়া যায় Lebedev। Forward-এ "Lebedoff."

৬. থিয়েটার সম্পর্কে লেবেডেফের কথা প্রথম লেখেন W. H. Carey (Good Old Days of Honorable John Company, Cambray-র সংস্করণ, Vol. I (p. 132) ১৯০৬ সালে C. E. Buckland তাঁহার Dictionary of Indian Biographyতে (পৃ. ২৪৮) লেবেডেফ তথা তাঁর থিয়েটার সম্বন্ধে লেখেন। তারপর ১৯২১ সালে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় সাপ্তাহিক "বাসন্তী"তে (১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৭৭)। 'বাঙলার আদি নাট্যকার' নাম দিয়ে Buckland-এর Dictionary of Indian Biography থেকে লেবেডেফের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। অবশ্য প্রবন্ধে তাঁর বা Buckland-এর নাম দেওয়া ছিল না। তবে বঙ্গভাষায় লেবেডেফের থিয়েটারের কথা এই প্রথম। অতঃপর ১৯২৩ সালে G.A. Grierson (Cal. Rev. Oct. 1923, p. 84-86) লেবেডেফের ইংরেজী বই থেকে অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর থিয়েটারের কতকগুলি নূতন সংবাদ প্রথম বঙ্গবাসীকে প্রদান করেন। এই বৎসর নভেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (Cal. Rev. Nov. pp. 208-210) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রবাবুর লেখাটুকু ও Buckland-এ ইংরেজী অংশ সাধারণের গোচর করেন। তারপর ১৯২৪ সালে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (Cal, Rev, Jan. 1924, p. 110) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে লেবেডেফ ও তৎকর্তৃক অভিনীত নাটকের কথা বলেন। তারপর এই বৎসর ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'Forward' পত্রে প্রথম বাঙলা থিয়েটার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি দুইটি নূতন সংবাদ দেন। প্রথম, লেবেডেফের রঙ্গমঞ্চের ঠিকানা। দ্বিতীয়, টিকেটের মূল্য। এই ইংরেজী প্রবন্ধের দুইটি বাঙলা সংস্করণ ১৭ই আশ্বিনে (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) সাপ্তাহিক 'নাচঘর' (পৃ. ৮-৯) ও ১৮ই শ্রাবণের [১৩৩১ বঙ্গাব্দ] সাপ্তাহিক 'রূপ ও রঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি সম্পাদকদের 'সংকলন' ও দ্বিতীয়টি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নিজের লেখা। দুইটিই ফরওয়ার্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধের রকমফের। নূতন সংবাদ নাই। কেবল হেমেন্দ্রবাবু ফরওয়ার্ডের একটি ভুল তাঁর বাঙলা প্রবন্ধে শুধরেছেন। আবার নূতন কয়েকটি ভুলেরও অবতারণা করেছেন। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ করেছি।

Dictionary of Universal Biography, published in London by William Mackenzie, Vol V. (III); W. Barthhold—Die Geographischenund historichen Entdeckungen des Orients a nit besonderer Beruchsichtigung der russischen Arbeiten, 1913, Vol. VIII.

The Biographical Dictionary (Russian Academy of Science), Vol VI [W. Ivanow মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ পাওয়া গেছে।]

৭. ইঁহার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় 'রূপ ও রঙ্গ' লিখেছেন—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। একেবারে অসম্ভব।

৮. Grammar of the Pure and Mixed India Dialects—নামক গ্রন্থের ভূমিকা অথবা Calcutta Review, Oct. 1923, ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯. ইঁহার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—'২৫নং ডোমতলা লেন' এটি ঠিক সন্দেহ নাই। 'ঠিক নাম 'ডোমতলা' 'ডোমতলা লেন' নয়। তখন 'ডোমতলা লেন' নাম ছিল না। 'Forward'-এ আছে, কাজেই 'নায়কে'ও আছে। ২১ নং—নিশ্চয়ই ছাপা ভুল। ২৫নং হবে।

১০. রূপ ও রঙ্গ (৪র্থ সংখ্যা, ১৭ পৃ.) লেখা হয়েছে—"১০, মার্চের ২০০ খানি টিকিট ও দৃশ্যকাহিনী অভিনয়ের ২/৩ দিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া যায়"। এ সংবাদের কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। কোনোখানেও পাওয়া যায় না।

১১. হেমেন্দ্রবাবু লিখেছেন—"ইহার [২১ মার্চ, ১৭৯৬ সালের] পর সেই বিদেশী পর্যটক কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া (?) সংবাদপত্রের সহায়তায় দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ভুলেছিলেন (?) অবশেষে তাহা করেন।" এই উক্তির কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। এ সমস্ত কথা লিখতে গেলে নথির উল্লেখ করা উচিত।

১২. List of Marine Records of the Late East India Company and of subsequent date preserved in the Record Department of the India Office, London (1896), p. 78.

১৩. কেহ কেহ লিখেছেন ১৮১৬ সালে উনি মৃত্যু হয়। এটা ভুল। ১৮১৮ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন।—W. Barthold.

বাঙলার প্রথম নাটক কি তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দের 'নাটক গীতি' আস্বাদন করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। কিন্তু সে নাটকের নাম কি বা তাহা কি প্রকারের নাটক তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য কায়স্থ চন্দ্রশেখরের গৃহে স্বয়ং নাটকের অভিনয় করিতেন। কিন্তু কোন্ নাটক অভিনয় করিতেন তাহার কোন উল্লেখ কোথাও নাই। চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি অভিনয়ের জন্য 'হরিবিলাস' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটকের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

নেপালে বাঙালীরা গিয়া বাঙলা ভাষায় নাটক রচনা করিয়াছিল। এইরূপ চারিখানি নেওয়ারী অক্ষরে লেখা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত নাটক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। এই চারিখানি নাটকের নাম বিদ্যাবিলাস (রচয়িতা—কাশীনাথ), মহাভারত (রচয়িতা—কৃষ্ণদেব), রামচরিত (রচয়িতা—গণেশ), মাধবানল-কামকন্দলা (রচয়িতা—ধনপতি)। এগুলি নেওয়ার-রাজ ভূপতীন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র রণজিৎ মল্লের সময়ে লেখা। এই চারিখানি গ্রন্থ 'নাটক' নামে আখ্যাত হইলেও এগুলিতে নাটকীয় রীতি অনুসৃত হয় নাই।

অতঃপর আমরা কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের একখানি অসম্পূর্ণ নাটকের সন্ধান পাই। এই নাটকের নাম 'চণ্ডীনাটক।' ইহার যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সংস্কৃত নাটকীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীনাটকের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

[সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ]

সংগায়ন্ যদশেষ কৌতুক কথাঃ পঞ্চাননো পঞ্চভি-
র্বক্ত্রৈর্বাদ্য বিশানকের্ডমরু কোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা ভালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু প্রেয়াংসি নঃ প্রেয়সে।

[নটীর উক্তি]

শুন শুন ঠাকুর	নৃত্যবিশারদ	সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক	নূতন কবিকৃত	হাম তৌঁহি নূতন নারী।

ক্যায়সে বাতায়ব ভাব ভবানীকো ভীতি হৈঁ মুখে ভারি ।
দানব-দলনে ধরণী মণ্ডলে তারিণী নে অব তারি ।
পুরুন্দর ধীর বীর সম গুনেহ সম সগুণে মুরারি ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজ-শিরোমণি ভারতচন্দ্র বিচারি ।

তারপর সূত্রধারের উক্তি

*　　*　　*

অতঃপর [চণ্ডী ও মহিষাসুরের আগমন]

*　　*　　*

[মহিষাসুরের উক্তি]

ভাগেগা দেব দেবী পাথর পাথর ইন্দ্রকো বাঁধ আগে ।
নৈঋতকো বীত দেনা যমঘর যমকো আগকো অগলাগে ।
বায়োকো রোধ করকে করত বরুণকো সবভুসো অবমাগে ।
ঢক্কাকোঁ বাঁধুকি কেঁা বাঁতে নেহি ঝগড়ো জোঁঠ কুবেরা না ভাগে

[প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি]

*　　*　　*

[এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্য করিলেন]

বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা

বর্তমান নাট্যশালাগুলির যেমন বন্দোবস্ত, কায়দাকানুন, হাবভাব-বিলাসবিভ্রম, বরাবর একরকমটা কিন্তু ছিল না। খুব প্রাচীনকালেও লোকে অভিনয় করিয়া আমোদ উপভোগ করিত। তবে তখন এ রকম রঙ্গমঞ্চ ছিল না। এখন সাধারণত সপ্তাহে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে কিন্তু তাহা হইত না। কোন উৎসবের সময়ই অভিনয়ের উদ্যোগ-আয়োজন হইত। আর অভিনয়ের পক্ষে বসন্তোৎসবই প্রশস্ত ছিল। প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ তৈরি হইত না। রাজপ্রসাদে একটা করিয়া সংগীতশালা থাকিবার রীতি ছিল। সেইখানেই অভিনেতাদের নিজ নিজ কার্য চালাইতে হইত। কখনও কখনও আবার শুধু নাট্যাভিনয়ের জন্যই পৃথক গৃহের বন্দোবস্ত থাকিত। এরূপ ঘরের নাম ছিল 'প্রেক্ষাগৃহ'। নাট্যশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। রঙ্গমঞ্চে সিংহাসন, রথ প্রভৃতি রাখা হইত। যখন দর্শকদের নিকট আসিতে হইত, ভৃত্য তখন পিছন থেকে পর্দা দুটি ফাঁক করিয়া দিত। পট পরিবর্তনের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা "অপটিক্ষেপেণ' পদ হইতে বেশ বোঝা যায়। যবনিকার ব্যবহার ছিল। দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রমাণ যাওয়া যায় না। অভিনেতাকে ভঙ্গী দ্বারা দৃশ্যপটের কাজ সারিয়া লইতে হইত। একজন মনীষী বলিয়াছেন, "যে সকল সুকুমার কলার মধ্যে কোন একটি কলার সম্যক্ অনুশীলন করিলে, জাতি-বিশেষ জগতে গৌরব লাভ করিতে পারে, সেগুলির মধ্যে সংগীত, শিল্প ও সাহিত্য প্রধান। নাট্যকলায় এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ কলারই যুগপৎ অনুশীলন হয়। নাট্যশিল্পীকে অর্থাৎ অভিনেতৃবর্গকে ত্রিবিধ কলায় ব্যুৎপন্ন হইতে হয়।"

বাঙলার প্রথম নাটক কি তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না, ইংরেজী ১৮২১ সালে 'কলিরাজার যাত্রার' অভিনয় হয়। এ অভিনয় সত্যই যাত্রার অভিনয়—থিয়েটারের নয়। বস্তুত যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া—আমার বিশ্বাস। যাত্রার অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কাল থেকেই ছিল।

কলিকাতায় ইউরোপীয়দের থিয়েটার চোখে দেখিয়া এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নাটকাদি পড়িয়া বাঙালীর মত পরিবর্তনের সূচনা হয়। পাঁচালী, কবিগান, যাত্রার খুব আদর ছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের রুচি পরিবর্তনের জন্যই এগুলির পরিবর্তন আরম্ভ হইল, এবং পাশ্চাত্য ধরনে থিয়েটারের আরম্ভ হয়। পশ্চিমাঞ্চলের অনুষ্ঠিত রামলীলা অভিনয়ও থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছে। এই থিয়েটার হইতেই আবার যাত্রার পরিবর্তন সূচিত হয়। এখনকার যাত্রা অনেকটা আধুনিক থিয়েটারেরই সুস্পষ্ট অনুকরণ। যাত্রায় সংগীতবাহুল্য অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু

থিয়েটারী ধরনের নৃত্যগীত এখন যাত্রার মধ্যে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। 'কলিরাজার যাত্রার' অভিনয়ের পর বাঙলায় দ্বিতীয় নাটক 'কৌতুকসর্বস্ব' বা 'বিদ্যাসুন্দর'। এই নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলায় নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ১৮২৬ সালের অগাস্ট মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রস্তাব করে যে,—সাধারণের আমাদের জন্য মাসে একদিন করিয়াও অন্তত সাধারণ নাট্যশালায় অভিনয় হওয়ার দরকার। ইহাতে সমাজের সকলেই খুশি হইবে। ইংরেজদের Public Theatre-এর অভিনয় দেখিয়া মাঝে মাঝে যাত্রার অভিনয় হইয়া থাকিলেও 'চন্দ্রিকা' Public Theatre-এর জিদ্ ধরিলেন (Asiatic Journal, 1826, Aug. p. 214)। ১৮৩১ সালে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের প্রথম নাট্যাভিনয়ের সূচনা হয়। ইহার পূর্বে কেহ কোথাও অভিনয় করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। ১৮৩৫ সালে অগাস্ট মাসে Hindu Pioneer নামে এক পাক্ষিক পত্র বাহির হয়। অক্টোবর মাসে ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় The Native Theatre নামে এক প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধে সন্ধান পাওয়া যায় যে, এই Native Theatre প্রকাশ্য নাট্যভূমি নয়।

শ্যামবাজার-নিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া এই নাট্যাগারের সৃষ্টি হয়। শ্যামবাজারের বর্তমান ট্রাম কোম্পানির ডিপো ও তাহার সংলগ্ন জমিতে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়। অভিনয়ে দৃশ্যাবলী আঁকিয়া তৈরি করা হয় নাই। বাড়ির নানা স্থান প্রকৃত সাজসজ্জা দিয়া সাজানো হইয়াছিল। দুইটি ঘরের নীচে দিয়া গর্ত খুঁড়িয়া সুড়ঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বকুলতলায় পুষ্করিণীর দৃশ্য নবীনবাবুর বাড়ির বাগানের পুকুর পাড়ে সাজসজ্জা দিয়া সাজানো হয়। বাগানের এক পাশে মালিনীর কুটির ও মালঞ্চ সাজানো হয়। এক দৃশ্য দেখিয়া অন্য দৃশ্য দেখিবার জন্য দর্শককে উঠিয়া আবার অন্যত্র যাইতে হইত। রাত্রি ১২॥ টা হইতে পরদিন ৬॥ পর্যন্ত অভিনয় হইত। এই অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রীলোকেই অভিনয় করিয়াছিল : বরাহনগরনিবাসী তরুণ যুবক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরের ভূমিকা ; ষোড়শবর্ষ-দেশীয়া রাধামণি ওরফে মণি বিদ্যা, প্রৌঢ়া জয়দুর্গা রানী ও মালিনী এবং রাজকুমারী ওরফে রাজু বিদ্যার সহচরীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। এই অভিনয়ের পূর্বে কনসার্ট (concert) বাজিত। কনসার্টে সেতার, সারেঙ্গ, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি বাজিত। বাদকেরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রজনাথ গোস্বামী বেহালা বাজাইতেন। পট উত্তোলনের পূর্বে ভগবানের স্তুতিগান হইত।

১৮৩১ সালে ২৮শে ডিসেম্বর Hindoo Theatre খোলা হয়। ১৮৩২ সালের মে মাসের এশিয়াটিক জার্নাল (পৃ. ৩৪) হইতে এই সংবাদ ব্যতীত আরও জানিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক Horace Hayman Wilson কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতেও অনূদিত ইংরেজী উত্তর-রামচরিত ও জুলিয়স সীজারের কিয়দংশ এই থিয়েটারে অভিনীত হয়। Sir Edward Ryan এবং অন্যান্য ইউরোপীয়

পুরুষ ও মহিলা এই অভিনয়ের দর্শক ছিলেন। ঐ বৎসরের Calcutta Monthly Journal ও Hindoo Reformer (Jany.) সংবাদ দিয়াছে যে, অভিনয়টি রামচন্দ্র মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের বিদ্যার্থী দ্বারা অভিনীত হয়। বাবু গৌরদাস বসাকও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে East Indian লিখিয়াছে—

> "On Sunday last, a meeting was called by Baboo Prosanna Coomar Thakoor, to take into consideration a proposal for establishing a native theatre. It was attended by a select few, who resolved, first, that theatres were useful; second that on association, to be called the Hindoo Theatrical Association, be established; third, that a managing committee be formed to take into consideration matters relative to such an undertaking. The following gentlemen were selected members of the Committee; Baboo Prosanna Coomar Thakoor, Sreekissen Singh, Kissen Chunder Dutt, Ganga Charan Sen, Madhab Chunder Mullick, Tarachand Chukerburttee, and Huru Chunder Ghosh."

East Indian এই সংবাদটি দিয়া বিদ্রূপ করিয়া লেখেন—"A theatre among the Hindoos with the degree of knowledge they at present possess, will be like building a palace in the waste." এপ্রিল মাসের Asiatic Journal ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তারপর ১৮৪১ সালে ব্যারিস্টার হেরেমান জেফেরা রিশি নামক একজন নাট্যকুশল বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া Oriental Seminary-র ছাত্রগণকে লইয়া সেক্সপিয়ারের Julius Caesar অভিনয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৫০০ টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় ৫০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু আর টাকা যোগাড় না হওয়ায় অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

তারপর ১২ বৎসর ইংরেজী বা বাঙলা কোন অভিনয়ের কথা শোনা যায় নাই। ইহার পর ১২৫২ সালে বটতলার যেখানে পূর্বে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্থাপিত ছিল, সেইখানেই সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা 'জুলিয়স সীজার' নাটক অভিনয় করেন। Magistrate Home, Englishman-এর সম্পাদক Stoqueler প্রভৃতি বড় বড় লোক এই অভিনয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই অভিনয়ে দর্শকদিগের নিকট অর্থ লওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ে নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট-নিবাসী প্যারীমোহন বসুর পুত্রগণ একটি অভিনয় করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করেন। ইঁহার বাড়িতে থিয়েটার খুলিবার জন্য অনেক টাকা চাঁদা তোলা হয়। ইঁহাদের অনুষ্ঠিত থিয়েটারে

১৮৫৩ সালে ওথেলো তিন রাত্রি,

" " জুলিয়াস সীজার এক রাত্রি,

১৮৫৪ সালে মার্চেন্ট অফ ভেনিস দুই রাত্রি,

এবং ১৮৫৫ " Henry IV ও পার্কার প্রণীত প্রহসন Amateurs দুই রাত্রি অভিনীত হয়।

একদিকে যেমন পিয়ারীমোহন বসুর বাড়িতে থিয়েটার চলিতেছিল, অপরদিকে আবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ভূতপূর্ব ছাত্রেরা অভিনয়ের উদ্যোগ করিতেছিল। এই উদ্যোগের প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিলেন—দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বসাক, সীতারাম দে, ব্রজনাথ বসু[১], কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রাজরাজেন্দ্র মিত্র। Sans Souci থিয়েটারের অভিনেতা Clinger Roberts-এর এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারের অভিনেতা Parker-এর শিক্ষাধীনে দুই বৎসর থাকিয়া ১৮৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ইঁহারা Othelo, Julius Caesar, Merchant of Venice, Henry IV ও the Amateurs অভিনয় করেন। পিয়ারী বসুর বাড়িতে ইঁহারাই অভিনয় করিয়াছিলেন।

বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (তখন মহারাজ হন নাই) বিশেষ চেষ্টায় ঐ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে বাঙলা অভিনয় আরম্ভ হয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় উদ্যোগী হইয়া ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৬ সালের মধ্যে কোন সময়ে এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ভদ্রার্জুন নাটক (১৮৫২), ভানুমতি চিত্তবিলাস (১৮৫৩) প্রভৃতি নাটক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের তেমন আদর হয় নাই।

১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদের পূর্বনিবাস গৌরীভাগ্রামে Hamlet-এর অভিনয় করেন। কেশববাবু Hamlet, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার Laertes এবং নরেন্দ্রনাথ সেন Opleiia সাজিয়াছিলেন। 'বিধবাবিবাহ' নাটক না হওয়া পর্যন্ত এই অভিনয়ই চলিয়াছিল। এই অভিনয়ে দোকান থেকে সাহেবী পোশাক আনা হইয়াছিল। অভিনেতারা মুখমণ্ডল চিত্রিত করিতেন। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে চড়কডাঙার বাবু জয়রাম বসাকের বাগানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। জয়রামবাবু ইহার উদ্যোক্তা—নিজেও অভিনেতা। পরবর্তীকালের Royal Bengal Theatre-এর অধ্যক্ষ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৭ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এ ছাড়া নারায়ণ বসাক, ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষক জগদ্দুর্লভ বসাক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহচর বন্ধু রাধাপ্রসাদ বসাক, আরবুথনট কোম্পানির মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এবং বাগবাজারের রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির দল নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দেখিতে আসিতেন।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ও জয়রাম বসাক-বাড়ির থিয়েটার দেখিবার জন্য জয়রাম-বাবুর বাড়ির অভিনয়ের পরদিনই আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাড়িতে 'শকুন্তলা'র একটি মাত্র অঙ্ক বাঙলায় অভিনীত হয়। শরচ্চন্দ্র ঘোষ, প্রিয়মাধব বসুমল্লিক, মণিমোহন সরকার প্রমুখ অভিনেতারা ইহাতে ভূমিকা লইয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র ঘোষ উত্তরকালে বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রিয়বাবু হোগলকুঁড়িয়া নিবাসী ছিলেন—ইঁহার কাজ ছিল বাত্রার সাট তৈরি করা। এই অভিনয়ে অভিনেতারা খুব মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

প্রিয়নাথ দত্তের উদ্যোগে গোপালচন্দ্র শেঠের বাড়ি 'কুলীনকুলসর্বস্বের' পুনরভিনয় হইয়াছিল।

এই সমস্ত অভিনয়ের অনুকরণ বহুবাজার, শুঁড়িপাড়া, শ্যামপুকুর প্রভৃতি স্থানেও আয়োজন অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। অভিনয়ের স্রোত কলিকাতা ভাসাইয়া ভবানীপুর ও শিবপুরে তরঙ্গাভিঘাত করিয়া চুঁচুড়া, নড়াইল, জনাই প্রভৃতি স্থানে গিয়া লাগিল। কিন্তু সকল স্থানেই কুলীনকুলসর্বস্ব ও শকুন্তলার অভিনয় হইত। অন্য অভিনয়ের কথা কাহারও মনে স্থান পাইত না। তখন বার বার এই নাটক দেখিয়া লোকেরা নূতনের জন্য ব্যাকুল হইল, তখন আর এক অভিনয়ের সূচনা হইল।[২]

এই বৎসর এপ্রিল মাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার নিজের বাড়িতে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় করান। নিজে রাজা সাজিলেন। বিহারীবাবু স্ত্রী চরিত্র অভিনয় করিলেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerji) অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার সাতমাস পরে নভেম্বরে সিংহ-বাড়িতে পুনরায় অভিনয় হয়। এবারকার পালা ছিল—'বিক্রমোর্বশী' নাটক। কালীপ্রসন্নবাবু পুরূরবার ভূমিকায় অভিনয় করেন। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি Sir Cecil Beadon প্রমুখ বড় বড় সরকারী কার্যাধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের সহিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতির মনের অমিল হওয়ায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলা নাটক অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি স্থান নির্ণয়ের প্রস্তাব হয়। পরে ১৮৫৮ সালের ৩১এ জুলাই, ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১৬ই শ্রাবণ, শনিবার বেলগেছিয়ার দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানে বঙ্গানুবাদ করিয়া 'রত্নাবলী' প্রথম অভিনীত হয়। বড় বড় লোকে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর শিক্ষকতার ভার ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন 'রত্নাবলী' তরজমা করিলেন। তাহাতে গান বাঁধিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য গুরুদয়াল চৌধুরী। ছয় বার অভিনয় হয়। প্রথম পাঁচ বারে ঐকতান বাদন দেওয়া হয় নাই। শেষবারে ১১ই অক্টোবরে সংগীত-

শাস্ত্রবিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পালের প্রধান উদ্যোগে ঐকতান বাদন প্রথম প্রবর্তিত হয়। যদুনাথ পালের নেতৃত্বে গোস্বামী মহাশয় 'বেলগেছিয়া অবৈতনিক সম্প্রদায়' নামে এক দল গঠন করেন। প্রথমে পুরা দেশী সুরে গান গাহিবার ব্যবস্থা হয়। শেষরক্ষা হয় নাই। যাহা হউক এই অভিনয়ে কলিকাতা সরগরম হইয়াছিল। ছোট লাট স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বড় লোকেরা অভিনয় দেখিতে আসিতেন। ইহার পর বেলগেছিয়ায় 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র অভিনয় হয়। ইহাতে স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'কঞ্চুকী'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ সালে মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। বেলগেছিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে অভিনয় করেন। নয় মাসের মধ্যে ইহার আটবার অভিনয় হয়। শুধু স্ত্রীলোকদের দেখাইবার জন্য একবার অভিনয় হইয়াছিল। ইহাদের অভিনয়ে বহু অর্থ ব্যয় হইত।

এই সময়ে জনাই-এর প্রসিদ্ধ জমিদার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অহিরীটোলার বাড়িতে 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। অভিনয়ের সুখ্যাতি 'ভাস্কর' ও 'প্রভাকরে' বাহির হইয়াছিল।

এই সময় আহিরীটোলায় জয়রাম বসাকের অধ্যক্ষতায় ও অভয়চরণ গুহের শিক্ষকতায় শকুন্তলার আখড়াই চলিতেছিল। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে ১৮৫৯ সালে বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষকতায় 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়। তারপর ১২৭০ বঙ্গাব্দে ১৮৬৪ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা দেবীকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে অভিনয়ের চেষ্টা এবং "The Sobhabazar Private Theatrical Society"র সৃষ্টি হয়। গোপালচন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রকালী ঘোষ, কালীকৃষ্ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এবং রাজবাটীর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ও রাজেন্দ্রকৃষ্ণের উদ্যোগে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। রাজা দেবীকৃষ্ণের বাড়িতে ইহার অভিনয় হইত। তিনটি প্রকাশ্য অভিনয় হইয়াছিল। সুকবি হেমচন্দ্র এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়টে এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শোভাবাজার রাজবাটীর এই দলে পরে 'কৃষ্ণকুমারী'র আখড়াই আরম্ভ হয়। এই সময় 'কৃষ্ণকুমারী' খুলিবার উদ্যোগ হয়। অভিনেতা কালিদাস সান্যালের সঙ্গে রাজাদের মনোমালিন্য হওয়ায় কালিদাসবাবু ও বাগবাজারের গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী উভয়ের চেষ্টায় এক নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কালিদাসবাবু নিজে 'নলদময়ন্তী' নাটক রচনা করেন। ১২৭১ বঙ্গাব্দের (১৮৬৪ খ্রী.) মাঝামাঝি কৃতকর্মা কালিদাসবাবুর শিক্ষকতায় নলদময়ন্তীর অভিনয় হয়। দুই বৎসরে ১৪-১৫ বার অভিনয় হইয়াছিল।

ল্যাংড়া গিরিশ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) এই দলে ছিল। চারিবৎসর পরে দল ভাঙিয়া যায়। এই দল অনেক স্থানে অভিনয় করিত। বর্ধমান রাজবাটী, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্যবাড়ি, শিবপুরে চৌধুরীদের বাড়ি, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, বসুপাড়ার গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এই দল অভিনয় করিয়া আসিয়াছে। পূর্বে আচোর্য ভবন ব্যতীত কেহ অভিনয় করিতে যাইত না। বিদেশে অভিনয় এই দল সেই প্রথায় পরিবর্তন আনিয়া দেয়। যাহা হউক, এই দল ভাঙিয়া আর একটি দল গড়িয়া উঠিয়েছিল। শ্যামবাজার ও বাগবাজারের কয়েকজন যুবক এই দলে যোগ দেন। ইঁহাদের মধ্যে বাগবাজার বসুপাড়া নিবাসী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার দুর্গাদাস করের পুত্র রাধাগোবিন্দ এবং রমানাথ করও ছিলেন। ভবানীপুরে এই সময় "অবৈতনিক নাট্যমন্দির" নামে একটি থিয়েটারের দল গঠিত হয়। ১২৭২ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের পুরাতন বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্র -রচিত 'সীতার বনবাস' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এ সময় গিরিশচন্দ্র মিত্র নামক একজন অভিনেতার বাজনার দলের খুব সুখ্যাতি জাহির হয়। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি ছিল বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে। এই জায়গাকে লোকে তখন বসুপাড়া বলিত। এই অঞ্চলে পূর্বে তিনি এক ব্যায়াম-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে তাহা নাট্যসম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে কন্‌সার্ট পার্টিরও সৃষ্টি হইল। ইহাদের অধিকাংশ খরচ যোগাইতেন—নগেন্দ্রনাথ। আর নিজে তিনি এই পার্টিতে ঢোল বাজাইতেন। ইহাদের নাট্যসম্প্রদায় প্রথম প্রথম যাত্রা করিয়া বেড়াইতেন।

নগেন্দ্রবাবু গিরিশ মিত্রের দল ছাড়িয়া নিজ বাড়িতে এই কন্‌সার্ট পার্টি বসান। রাধামাধববাবু ও হিঙ্গল খাঁ ইহাতে যোগ দেন। শেষ গিরিশবাবুর দল ভাঙিয়া এই দল পরিপুষ্ট হয়। এই দলের দুই এক বৎসর পূর্বে শ্যামপুকুর-নিবাসী ব্রজনাথ দেব শ্যামপুকুর ঐকতানবাদন সম্প্রদায় নামে একটি দল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইঁহারই এই দলে সর্বপ্রথম ক্লারিওনেট বাঁশি বাজানো শুরু হয়। মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই ব্রজবাবুর ভাগিনীপতি। এই ব্রজনাথবাবুরই পুত্র সুবিখ্যাত যন্ত্রবাদ্যবিশারদ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ওরফে ননীবাবু। এই সময়ে চারিদিকে নাট্যাভিনয়ের একটা চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছিল এবং লোকে 'পদ্মাবতী' নাটকের অনেকটা অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। ১২৭০ সালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে একটা নাট্যসম্প্রদায় স্থাপিত হয়; ইঁহার রঙ্গমঞ্চ বাগবাজার-নিবাসী ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নির্মিত হয়। ১২৮১ সালে ২-১ খানি নাটক অভিনয়ের পর, নাটকের অভাব অনুভব হওয়ায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় 'বিদ্যাসুন্দর' নামে নাটক রচনা করেন। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বুঝলে কিনা', 'মালতীমাধব', 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান', 'রুক্মিণীহরণ' প্রভৃতি তাঁহার অনেক নাটক উক্ত সম্প্রদায় দ্বারাই অভিনীত

হয়। ঐ সম্প্রদায়ের অভিনয়কালে কেশবমোহন গোস্বামীর ঐকতনবাদক দল ঐকতান বাদ্য বাজাইতেন—এই বাদ্যে বেহালা ব্যতীত আর সমস্ত বাদ্যই দেশীয় ছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হইতেই নাটক ও প্রহসন একসঙ্গে অভিনীত হইতেও আরম্ভ হয়। ঠাকুরবাড়িতে একদিন উক্ত সম্প্রদায়ের অভিনয় কেবলমাত্র সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেখানো হইয়াছিল এবং লর্ড লরেন্স ইহাতে উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে শোভাবাজারে একটি থিয়েটার সম্প্রদায় হয়। ১২৭৩ সালের ১লা পৌষ তারিখে প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি প্রকাশ্য অভিনয় করেন। ইহার পরে পটলডাঙ্গার আরপুলি গলিতে "আরপুলি নাট্যসমাজ" সংস্থাপিত হয়। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে ১৮৬৬ খ্রী. এপ্রিল, ইঁহারা 'মহাশ্বেতা,' 'শকুন্তলা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনয় করেন। বাগবাজারে যখন নগেন্দ্রবাবুর বাজনার দল খুব বিখ্যাত, তখন শুঁড়ীপাড়ায় শুঁড়ীদের বাড়িতে ১২৭৩ সালে 'পদ্মাবতী' নাটক অভিনীত হয়। এই সময়ে কলিকাতার বহুপল্লী এবং উপকণ্ঠে নাট্যাভিনয়ের একটা প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। তৎপরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে 'জোড়াসাঁকো নাট্যসমাজ' নামে এক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইঁহারা প্রথমে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটিকা অভিনয়ের যোগাড় করেন। কিন্তু শেষে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়া, রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত 'নবনাটক' ১২৭৩ সালের ২২ পৌষ, ১৮৬৭ খ্রী. ২৩এ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। ১২৭৩ বঙ্গাব্দ ইংরেজী ১৮৬৭ সালে কলিকাতায় নাট্যাভিনয়ের বিরাট্ আয়োজন চলিতেছিল। এটি ইতিহাসে স্মরণীয়। ইহার পর বিখ্যাত জয়চাঁদ মিত্রের পুত্র পঁচকড়ি মিত্রের বাড়িতে (৩০৯, অপার চিৎপুর রোড) বটতলায় ১২৭৪ সালের ৩০এ ভাদ্র তারিখে 'পদ্মাবতী' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই দলে অভিনয় শিখাইতেন জোয়ালাপ্রসাদ ও নিতাই চক্রবর্তী। ১২৭৪ বঙ্গাব্দ (১২ই ফেব্রুয়ারি) শোভাবাজার রাজবাড়িতে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' অভিনয় হয়। উত্তরকালের নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২০। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন বিহারীলাল চক্রবর্তী।

চোরবাগানে 'চোরবাগান অবৈতনিক থিয়েটার' এই সময়েই স্থাপিত হয়, এবং 'উষা-অনিরুদ্ধ নাটক' ইঁহারা প্রথম অভিনয় করেন। এই সমিতির পরামর্শানুসারে 'বুঝলে কিনা' প্রহসন ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামে আর একখানি প্রহসন ১২৭৪ সালের ১৭ই কার্তিক অভিনীত হয়। (২রা নভেম্বর, ১৮৬৭) ইহাতেই প্রথম অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্মদাস সুর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ধর্মদাস সুর মহাশয় এই দলে যোগদান করিয়া রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু 'দণ্ডধর', 'মুরাদ আলি' ও 'চন্দনবিলাসের" ভূমিকা

অভিনয় করিতেন, ধর্মদাস 'চন্দনবিলাসী' সাজিতেন। এই সময় 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ' নামক বহুবাজারের একটি নাট্যসম্প্রদায় 'সতীনাটক' 'রামের রাজ্যাভিষেক' অভিনয় করেন। আর জয়রাম বসাকের বাড়িতে 'ভ্যালা রে মোর বাপ' প্রহসনের অভিনয় হয়।

বাগবাজারের শর্মিষ্ঠা-যাত্রা-সম্প্রদায়ের নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ সংগীতামোদিগণ তাঁহাদের অন্যতম গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাহচর্যে একটি থিয়েটারের দল প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। গিরিশবাবু আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসেন। নাট্যশালার সহিত গিরিশবাবুর সম্পর্ক এই প্রথম। ইহাতে অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষক ছিলেন। ইঁনি নিমে দত্তরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রথমে অবতীর্ণ হন। রাজা প্রভৃতির পরিচ্ছদ বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সঙ্কল্প করেন। গিরিশবাবু এ-বিষয়ে তাঁহার 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই দল শ্যামবাজারের রাজেন্দ্র পালের বাটীতে মঞ্চ স্থাপনা করিয়া দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' অভিনয় করেন। ইহাতেই অমৃতলাল বসু প্রথম অবতীর্ণ হন। এই অভিনয় পূর্বোক্ত চুঁচুড়ায় লীলাবতীর অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দীনবন্ধু অভিনয়-রজনীতে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনেতৃবৃন্দের উৎসাহ বর্ধনের জন্য বলিয়াছিলেন,—"এবার চিঠি লিখিব দুয়ো বঙ্কিম।"

১৮৬৮ সালে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'রত্নাবলীর' আর একটি অভিনয় হইয়াছিল। এখানে প্রিয়নাথ বসুমল্লিক লিখিত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনও অভিনীত হয়।

১২৭৫ সালের আশ্বিন মাসে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার নামক এক দল প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে অভিনয়ার্থ আমন্ত্রিত হন। ক্রমশ এই দল পরিবর্তিত হইয়া অপর একটি দলে পরিণত হয়। এই নূতন দলের সহিত গিরিশবাবুর কোন সম্পর্ক ছিল না, এবং শেষোক্ত দলই সুপ্রসিদ্ধ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অবস্থা। অন্নপূর্ণার ঘাটে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানায় ইঁহারা আখড়াই আরম্ভ করেন এবং ১২৭৯ সালের কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে ইঁহাদের ড্রেস রিহার্সেল হয়। পাথুরিয়াঘাটায় মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে ১২৭৯ সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ (১৮৭২ খ্রী., ৭ই ডিসেম্বর) শনিবার টিকিট বিক্রয় করিয়া 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। বেলা ৪টা হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং ৭টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রথম রাত্রিতেই ৭'০০ টাকার টিকিট বিক্রয়ে ইঁহাদের উৎসাহ দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হইল। ইহার পর ৩০-এ অগ্রহায়ণ 'জামাইবারিক' এবং ৭ই পৌষ পুনরায় 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। ক্রমশ জামাইবারিক, নবীন-তপস্বিনী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতির অভিনয়ও হইতে লাগিল। কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের সময় গিরিশবাবু

আসিয়া এই দলে যোগদান করেন এবং প্রথমদিন 'ভীম সিংহ' অভিনয় করেন। যাহা হউক ১২৮০ সালে বর্ষার প্রথমে নানা কারণে এই থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়।

এই থিয়েটার ভাঙিয়া গেলে ক্রমশ দুইটি দল হয়। একদলে অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি নায়কত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় টাউন হলে স্টেজ বাঁধিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার নামে Mayo Hospital ও Albert Hall-এর সাহায্যের জন্য নীলদর্পণ অভিনীত হয়।

এই অভিনয়ে বাগবাজারের খ্যাতনামা বাবু দীনবন্ধু বসু এরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, স্বীয়স্থান হইতে লম্ফপ্রদানে, রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া ছোট সাহেবের কলার ধরিয়া ঘুষি মারিতে উদ্যত হন। পরে জিব কাটিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

* * *

অর্ধেন্দুবাবু প্রমুখ অভিনেতারা ন্যাশনাল থিয়েটারের নামে লিন্ডসে স্ট্রীটে Opera House ভাড়া করিয়া অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন। এই এপ্রিল অর্ধেন্দুবাবু নাটকের অভিনয় করেন। এরূপ কিছু কালের পর এই উভয় দল আবার মিলিয়াছিলেন। পরে গিরিশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া সার রাজা রাধাকান্ত দেবের নাট্যমন্দিরে অভিনয় করেন। উপন্যাসের নাটকাকারে পরিবর্তন এই প্রথম।

শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির আনুকূল্যে ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র 'বেঙ্গল থিয়েটার' স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অভিনীত নাটক শর্মিষ্ঠা। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শে এই সময় হইতেই স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ে বারাঙ্গনাগণকে নিযুক্ত করা হয়। ইহার পূর্বে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার দলে স্ত্রী অভিনেত্রীতে অভিনয় করিত। কিন্তু থিয়েটারে বারাঙ্গনার অভিনয় প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক এই থিয়েটারে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

১৮৭৩ খ্রী. ২৯এ সেপ্টেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর ব্যয়ে ও যোগেন্দ্রবাবুর তত্ত্বাবধানে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপিত হয় এবং ৩১এ ডিসেম্বর ইহাতে অভিনয় আরম্ভ হয়। ইহার কিছু পরে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের আদর্শে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও স্ত্রী অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১৯এ সেপ্টেম্বর এই রঙ্গালয়ে 'সতী কি কলঙ্কিনী'র প্রথম অভিনয় হয়।

এই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। তাহাতে রঙ্গালয়ের স্বাধীনতার উপর প্রথম হস্তক্ষেপ হয়। ১৮৭৫ সালের শেষে Prince of Wales (Edward VII) কলিকাতায় আসেন। তিনি হিন্দুমহিলামহল দেখিতে ইচ্ছা করায় ভবানীপুরে বকুল-বাগানের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (ইনি হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল ছিলেন) যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করেন। কবি হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' কশাঘাতের জন্য ঘটনাটি লোকে ভুলিতে পারে নাই। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'গজদানন্দ'

প্রহসন অভিনয় করেন। তাহার পরে সরকার বাহাদুর 'Dramatic Performance Act' আইন জারী করিয়া প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করেন। Proscribed করিবার প্রথার ইহাই সূত্রপাত। নীলদর্পণের অভিনয়ও বন্ধ হয়। কিন্তু পরে 'কোর্ট'-দৃশ্য বাদ দিয়া নীলদর্পণ অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। নীলদর্পণ এইরূপে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইলে ১৮৭৯ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটার নীলদর্পণের অভিনয় শুরু করেন এবং অনেকদিন ধরিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ে অমৃতলাল বসু মহাশয় সৈরিন্ধ্রীর বদলে ছোটসাহেবের ছোট ভাই বিন্দুমাধব সাজিয়াছিলেন। এই বৎসর বর্ষাকালে রবিবার বেলা তিনটার সময় নীলদর্পণের অভিনয় হয়। ইহা হইতে রবিবার অভিনয় আরম্ভ হয়। পূর্বে বুধ ও শনিবারে থিয়েটার হইত।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হস্তান্তরিত হইলে ১৮৮৩ সালে স্টার থিয়েটার প্রথম স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর ২৩এ জুলাই বীডন স্ট্রীটে গিরিশবাবু ও অমৃতবাবু প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। গিরিশবাবুর রচিত 'দক্ষযজ্ঞ' ইহার প্রথম অভিনয়ের পুস্তক। ধনকুবের বাবু গোপাললাল শীলের থিয়েটার করিতে ইচ্ছা হওয়ায় ১৮৮৮ সালে তিনি বীডন স্ট্রীটের Star Theat e বাটী ৩০,০০০ টাকায় কিনিয়া লন এবং অনেক ব্যয় করিয়া Emerald Theatre সৃষ্টি করেন ও অর্ধেন্দুবাবুকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দলগঠন করেন। 'পাণ্ডব-নির্বাসন' ইহার প্রথম অভিনীত নাটক। কেদারনাথ চৌধুরীর অধ্যক্ষতায় ইহার কিছুদিন বেশ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পর গিরিশবাবু অধ্যক্ষ; তারপর মতিলাল সুর; পরে মহেন্দ্রলাল বসু; তৎপরে অর্ধেন্দু অধ্যক্ষরূপে ইহা পরিচালনা করেন। শেষে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই নাট্যশালা ভাড়া করিয়া ক্লাসিক থিয়েটার স্থাপন করেন।

বাবু গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরে বীডন স্ট্রীট পরিত্যাগ করিয়া স্টার থিয়েটার বর্তমান স্থানে স্থাপিত হয়। এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক 'নসীরাম'। যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের তত্ত্বাবধানে স্টার রঙ্গমঞ্চ নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে (১৮৯২ খ্রী) মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৬ই মাঘ 'ম্যাকবেথ' লইয়া ইহার প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়। নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ইহার স্থাপয়িতা। ইতিমধ্যে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে কবি রাজকৃষ্ণ রায় 'বীণা রঙ্গভূমি' নামে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার বৈশিষ্ট্য এই যে, স্ত্রীলোকের ভূমিকায় পুরুষেই অভিনয় করেন। কিন্তু এই কার্যে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরে এই রঙ্গমঞ্চে অক্ষয়কালী কুমার কিছুদিন এরিয়ান নাট্যসমাজ পরিচালনা করেন, পরে এইখানে নীলমাধব চক্রবর্তী সিটি থিয়েটার স্থাপিত করেন। ইঁহার পরিচালনায়ও নাট্যশালা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই।

শ্রীশচন্দ্র বসু ১৯১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নিজে নাটক রচনা করিয়া ইংরেজীতে লন্ডন নগরে 'দুর্ব্ব' অভিনয় করেন। বিলাতে বাঙালীর অভিনয় একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এইগুলি ব্যতীত মনোমোহন, পেইটী, অরোরা ইউনিক, থেসপিয়ান টেম্পল্‌, প্রেসিডেন্সী, গ্রান্ড, সিটি, গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল, কোহিনুর, কর্ণওয়ালিস থিয়েটার প্রভৃতি ও কলিকাতার বাহিরে বাঙলাদেশে বিশেষত ঢাকায় অনেক রঙ্গমঞ্চ ছিল।

আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি এখনও ঠিক পাশ্চাত্য জগতের প্রতিষ্ঠানগুলির মতো শিক্ষাদীক্ষার স্থান না হইলেও কালে যে তাহা হইয়া উঠিবে সে আশা কি সুদূরপরাহত? যেখানে দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ সুধী নাট্যকারগণের অমর লেখনীমুখে শতশত নরনারীর ভাবানুভূতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যেখানে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, অমৃত মিত্র, অমরেন্দ্র, দানীবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অপরেশ, শিশিরকুমার প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন অভিনেতা বাঙলার নাটকগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, যেখানে রসানুভূতি কলাসৌকুমার্যে প্রদর্শিত হইতেছে, যেখানে পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা ও পুণ্যের প্রতি আগ্রহ স্বতই মন হইতে উৎসারিত হয়, যেখানে আনন্দের ভিতর দিয়া ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, শঙ্কর ও রামানুজের অদ্বৈতবাদের ও শ্রীচৈতন্যে ভক্তির প্রস্রবণ ছুটে, সেখানে কি শিক্ষাদীক্ষার উপাদানের অভাব হইবে? আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। জাতীয় সাহিত্য হইতে জাতীয় উদ্দীপনার পুষ্টি হয়। ফরাসি-বিপ্লবের ইতিহাসে ইহার অমোঘ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাঙলার নীলদর্পণও ইহার দৃষ্টান্তস্থল। জাতীয় সাহিত্যও জাতীয় রঙ্গালয়ে প্রতিফলিত হয়। যেমন সংবাদ-পত্র রাজ্য-শাসনে একটি প্রভুত শক্তি, জাতীয় রঙ্গালয়ও সেইরূপ একটি প্রতাপশালী অধিষ্ঠান। ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বোক্ত Dramatic Performance Act এবং অধুনাতন proscribed-এর কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কেবল রাজ্যশাসনেই রঙ্গালয়ের শক্তি লক্ষিত হয় না, সমাজশাসনেও ইহা একটি কঠোর অস্ত্র। দীনবন্ধু প্রভৃতির নাটকাভিনয়ে ইহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সরকার বাহাদুর রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হইতেই তাঁহাদের প্রতি তীক্ষ্দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং এখনও রাখিতেছেন। যখন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অভিনয়ে কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়াছিল, সেই সময়ে তিনি এবং অমৃতলাল বসু পুলিস কর্তৃক ধৃত হন, কিন্তু হাইকোর্টের জজ রঙ্গভূমির হিতাকাঙ্ক্ষী Sir John B. Phear সাহেবের নিকট habeas corpus দরখাস্তে তাঁহারা মুক্ত হন। তৎপরে উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় কয়েক বৎসর বিলাতে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন; তাহাতে তাঁহার প্রণীত 'দাদা ও আমি' অভিনীত হয়। ঐ থিয়েটারে তিনি 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁহার নাম উল্লেখ না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়। আর একটি কথা

বলিব। রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রবর্তক বলিয়া তিনি যে শুধু প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার তাহা নহে; একজন স্বদেশ-হিতৈষী নায়কও বটে। পুলিসের নিকটে যাঁহারা দেশের জন্য ভুগিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রণী।

পাদটীকা :

১. সংবাদ-কৌমুদী, ১৮২১ খ্রী. ৮ম সংখ্যা, 'কলিরাজার যাত্রা' নামক একখানি পুরোনো তথাকথিত নাটকের অভিনয়ের সমালোচনা আছে। এখানি যে নাটক নয় তাহা ১৮২২ সালের এশিয়াটিক জার্নালের সেপ্টেম্বর সংখ্যার বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায়। এখানি প্রহসন ধরনের বই হওয়া সম্ভব। এই বইখানির অভিনয় হইয়াছিল। 'কলিরাজার যাত্রা' বইখানি আমরা দেখি নাই।

২. এ সময় যাহাদের সঙ্গতি ছিল তাঁহারা চৌরঙ্গী, ফেনিক ও দমদম থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইত। বাঙালীদের ইংরেজী অভিনয় দেখিবার ঝোঁক কিছু অতিমাত্রায় হইয়াছিল। ১৮২৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় একটা শুক্রবার চৌরঙ্গী থিয়েটারের রোমিও জুলিয়েটের অভিনয় হয়। (Cal. Gov. Gaz. Feb. 9, 1829 ; Asiatic Journal, July 1829, p. 91)। বারাণসীরাজও সেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। দলে দলে বাঙালী অভিজাত সম্প্রদায়ও গিয়াছিলেন। বাঙালীর ইংরেজী থিয়েটারের ঝোঁক সম্বন্ধে Asiatic Journal-এ (জুলাই ১৮২৯, পৃ. ৯১) ইন্ডিয়া গেজেটের একটি মন্তব্য তুলিয়া দেওয়া আছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

> 'It a fords us pleasure to observe such a number of respectable natives among the audience every play-night ; it indicates a growing taste for the English drama, which is an auspicious sign of the progress of general literature among our native friends.

৩. ইনি প্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর পিতা।

৪. কিন্তু পরে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে 'লীলাবতী'র অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়, গিরিশ, অর্ধেন্দু, প্রমুখ বাগবাজার সম্প্রদায়ের 'লীলাবতী' অভিনয়ের পূর্বে হইয়া ছিল।

যাত্রা

বাঙলাদেশে অনেকদিন হইতে অভিনয় হিসাবে যাত্রা চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুত যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যাত্রা নূতন জিনিস নয়। ইহার অস্তিত্ব প্রাচীনকাল হইতেই আছে। প্রাচীনকালে যাত্রার অর্থ দেবতাবিশেষের লীলা বা চরিত্রের অংশবিশেষ সাধারণের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য কোনও উৎসব। গ্রীক মেগাস্থেনেসের বিবরণে আছে, আজকালকার যাত্রাভিনয়ের মতো যাত্রার গান পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় হইত। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতী-মাধবে 'ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের যাত্রাভিনয়ের কথা আছে। এই যাত্রা উৎসবার্থে এবং পারিভাষিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উৎসব হিসাবে মহাভারতে ঘোষ-যাত্রার কথা আছে। হরিবংশে বন-যাত্রার কথা আছে। বন-যাত্রা বন-ভোজন। ইহাতে নৃত্য-গীতের ব্যবস্থার কথা আছে: তাহার সঙ্গে এক রকম অভিনয়ের কথা আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উল্লেখ আছে। ধর্ম-সম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক বিষয় লইয়াই যাত্রা অভিনয় হইত। শিবযাত্রা সকলের চেয়ে পুরাতন। তারপর রামযাত্রার প্রবর্তন হয়। হিন্দুরাজত্বের সময় হইতেই রামযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। রামযাত্রার অনেক পরেই কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভব। ভাগবতে লীলাভিনয়ের কথা আছে। ধর্মোৎসব বা সামাজিক উৎসবে এই সকল অভিনয় হইত। যাত্রায় দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা ছিল না। সংগীত ও উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ হইত। আমাদের যাত্রায় তখন সংগীতের প্রভাব বড় বেশি ছিল। আর ভারতের সকল জায়গাতেই দেবলীলা কীর্তনে গীতবাদ্য দেখিতে পাওয়া যাইত, এখনও যায়। বেশ প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রী-পুরুষ বেশভূষা করিয়া এই ব্যাপার করিত।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সময় হইতেই বোধ হয় বর্তমান যাত্রার আবির্ভাব। বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠে বেশ বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যই সংকীর্তন ও কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয় বিশেষভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্বেও বাঙলায় যাত্রাভিনয় ছিল, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে যাত্রার আসরে নামিয়া অভিনয় ব্যাপারের প্রবর্তক মহাপ্রভু। আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের[১] আঙিনায় আসর করিয়া শ্রীচৈতন্য নিজে স্ত্রীবেশে, শাড়ি, হার, বলয়, নূপুরাদি অলঙ্কার ও কৃত্রিমবেণীতে সুসজ্জিত হইয়া সখীভাবে নাচিয়া গাহিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন। রাত্রিতেই এই যাত্রাভিনয় হইয়াছিল, চারিদিকে দর্শকের স্থান হইয়াছিল। তাঁহার এই কীর্তনের একটু পরিচয় দিই—

"একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করি অঙ্কের বিধানে॥

সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু "কাচ সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার॥
গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ি—সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ স্নাতক শ্রীরাম।
'দিয়াড়িয়া হাড়ি মুঞি' বোলয়ে শ্রীমান॥
অদ্বৈত বোলয়ে 'কে করিব পাত্র কাচ?'
প্রভু বোলে 'পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।'
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান! তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া, নাচিবাঙ আমি।"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৮ম অ.

কাচ বলিলে 'ছদ্মবেশ', 'অভিনয়ের বেশ', 'সাজ' বোঝায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও 'রাসযাত্রা', 'উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা', 'দীপাবলীযাত্রা'র কথা আছে:

"বিজয়া দশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানর সেনা হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমান্ বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
"কাঁহা রে রাবণা" প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্বলোক জয় জয় বলে বার বার॥
এই মত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীচৈতন্যের সময়ে রায় রামানন্দও যাত্রাভিনয় করিতেন। তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য। তাঁহার যাত্রায় আবার স্ত্রী অভিনেত্রী ছিল। চরিতামৃতে আছে, তিনি নির্বিকার চিত্তে যুবতী অভিনেত্রীদিগের পাঠ মুখস্থ করাইয়া অভিনয় করাইতেন। শ্রীবাস, গদাধর,

অদ্বৈতাদি অভিনয়ে যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে মহাপ্রভু স্বয়ং যোগদান করিতেন।[২]

শ্রীচৈতন্যের অনুগত প্রত্যেপরমহাপ্রও যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যাদি যে-সমস্ত যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কোন পালার বই পাওয়া যায় না। তবে সে-সময়ে 'শেখরী যাত্রা' বলিয়া কায়স্থ চন্দ্রশেখর দাসের যাত্রার পালা ছিল বলিয়া বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন। এই চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কায়স্থ চন্দ্রশেখর 'হরিবিলাস' প্রভৃতি যাত্রার পালা লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আর ইহার পূর্বে কেহ যাত্রার পালা রচনা করেন নাই। কিন্তু ইহার কোন নজির পাওয়া যায় না। একমাত্র প্রমাণ 'শেখরী যাত্রা'র একটি নমুনা—

দশদিক নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥[৩]
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকয়ল তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয় সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর॥
শেখরে শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু জায়া রহিলা শুতিয়া॥

পূর্বে যাত্রাকে দেবলীলা বলিত। বৈষ্ণবদের সময় হইতে কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রার নাম দেওয়া হয় কৃষ্ণলীলা। এইসব যাত্রায় ছিল কীর্তনাঙ্গ সুরেরই বেশি প্রভাব। প্রথমে মহড়া দেওয়া হইত, তারপর 'গৌরচন্দ্র' পাঠ, অতঃপর কৃষ্ণের নৃত্য হইত, তারপর 'মণি গোসাঁই' আসিত। পরবর্তিকালে শুধু কৃষ্ণ বিষয় লইয়া নহে, পুরাণ ও কাব্যের বহু ব্যাপার যাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা তো ছিলই, তাহাদের সঙ্গে জুটিল মনসার ভাসান যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতি।

প্রাচীন যাত্রার পালায় ছিল কালিয়দমন অভিনয়। সকলেই জানে যে, কালিয়দমন বলিলে কৃষ্ণকর্তৃক যমুনায় কালিয় নাগের দমন বুঝায়। কিন্তু সেকালে তাহা বুঝাইত না। কৃষ্ণলীলার যাহা কিছু সব কালিয়দমনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালিয়দমন বলিতে বুঝাইত গোষ্ঠ, রাস, দোল, নৌকাবিহার, মান, মানভঞ্জন, কংসবধ, প্রভাস ইত্যাদি। ঐ সমস্ত যাত্রা অভিনয়ে মহড়া দিবার পর 'গৌরচন্দ্র' পাঠ হইত। লোকে

বলিত 'লোকচন্দ্রী পাঠ'। তারপর কালে এই যাত্রার প্রভাব কমিতে থাকে, তখন পাঁচালী, কীর্তন প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। পাঁচালী ও কীর্তনে লোক এত মাতিয়া উঠিল যে, যাত্রা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' ও চণ্ডী-নাটক' রচনা করেন। চণ্ডীনাটক সম্পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় পরিণত হইল। লোকে যাত্রার আনন্দ পুনরায় পাইতে লাগিল।

রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের সময়ে কেন্দুলী গ্রাম-নিবাসী শিশুরাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব নাম করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্বে যাত্রার উপর লোকের রুচি কমিয়া আসিতেছিল। শিশুরাম ইহার নানারূপ উন্নতিসাধন করিয়া যাত্রার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। লোকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বীরনৃসিংহ মল্লিক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল খোলেন। সিন্দুরের ভৈরবচন্দ্র হালদারকে দিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া লন। দুই বৎসর ধরিয়া যাত্রার পালা সাধা হয়। কিন্তু যাত্রার অভিনয় হইয়াছিল মাত্র তিন রাত্রি। এই যাত্রার আয়োজন-ব্যাপারে মল্লিক মহাশয়ের লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। গোপাল উড়ে[৪] এই দলে মালিনী সাজিয়াছিল। তার হাবভাব-বিলাসে ও সুমধুর কণ্ঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। গোপাল উড়ে ছিলেন মল্লিক মহাশয়ের যুগপৎ ভৃত্যকে ভৃত্য, বয়স্যকে বয়স্য।[৫] তিনি এই পালাটি মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া দশ বৎসর স্বাধীনভাবে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা করেন।[৬] স্ত্রী সাজিলে কেহ তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। ইঁহার দলের নামডাক খুব রটিয়াছিল। গোপাল উড়ের দলে উমেশ ও ভুলো (ভোলানাথ দাস) গান করিত। প্রথমে যুগো তারপর কালী মালিনী সাজিত, ভুলো সাজিত বিদ্যা এবং উমেশ সাজিত সুন্দর।[৭] গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার গান একটিও গোপালের রচিত নয়। নানা জায়গার কবি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ওস্তাদেরা সুর সংযোগ করিয়া দেন, আর যাত্রার অধিকারী[৮] গোপালের নামে সেগুলি বিকায়। টপ্পা-জাতীয় বলিয়া লোকে উড়ের টপ্পা বলিত। টপ্পাগুলি লোকে বড়ই পছন্দ করিত। গোপালের মৃত্যুর পর উমেশ ও ভুলো দুইজনে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দুইটি দল পরিচালনা করে। উমেশের দল উঠিয়া যায়। ভুলোর দলের বেশ পসার হয়। ভুলোর মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে গগন ও পূর্ণচন্দ্র দুটি দল চালায়।

ঢাকায় কৃষ্ণকমল গোস্বামী[৯] কৃষ্ণযাত্রার যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নবিলাস তাঁহার প্রথম যাত্রা পুস্তক। ১৮৩৫ বা ইহার কাছাকাছি এখানি ছাপা হয়। অল্পদিনেই ২০,০০০ হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়া যায়। সে সময়ে লোকে অনুপ্রাসবহুল স্বপ্নবিলাস যাত্রা শুনিতে পাগল হইত। তাঁহার বিচিত্রবিলাস, রাই-উন্মাদিনী, নন্দ-হরণ, নিমাই-সন্ন্যাস, সুবলসংবাদ, গোষ্ঠ ও ভরতমিলন তৎকালীন বঙ্গবাসীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল অধিকারী। ইহার সমসাময়িক লোচন অধিকারী 'অক্রুর-সংবাদ' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেন। কুমারটুলির বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি তাহার কয়েকবার যাত্রা হইয়াছিল। লোচন অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

তারপর বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব নাম করেন। পরমানন্দ শ্রীদাম সুবলের শিষ্য। তিনি দূতী সাজিয়া 'তুকোর' আসর জমাইতেন।

হুগলী জেলার কৃষ্ণনগর জাঙ্গীপাড়া-নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী পরমানন্দের শিষ্য। তিনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। জন্ম ১২০৫, মৃত্যু ১২৭৭। ইনি যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় বিশেষ নাম করিয়াছিলেন, প্রথমে গোলকদাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন, কীর্তনেরও একটা দল খোলেন। পূর্ববঙ্গে জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দল ছিল। নিজেই তিনি পালা রচনা করিতেন। গোবিন্দ বাল্যকালে ইহার দলে কিছুদিন গান করেন। তারপর বদনের দলে গান করিতেন। শেষে 'কালিয়দমন' যাত্রার দল গঠন করেন। গোবিন্দ নিজে দূতী সাজিতেন। নিজে অনেক গান রচনা করেন। ইহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য, ইহার গান ও 'ঘটকালী'[১০] শুনিবার জন্য বহু দূর দেশ হইতে লোক আসিত। ইহার 'শুক-শারীর পালা' 'চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ' তখনকার আমলে বিশেষ 'দ্রষ্টব্য'র মধ্যে ছিল।

নাথানিয়েল জন হালহেড (Nathaniel John Halhed) বৈয়াকরণ হালহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি কতিপয় প্রাচ্যভাষায় বিশেষত বাংলাভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, কখনও কখনও তিনি ছদ্মবেশে আমাদের দেশী কাপড় পরিয়া আপনাকে দেশী লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাঁহাকে তাহারা সহসা কেহ বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। যখন তিনি পাঁচজনের সঙ্গে তামাক খাইতেন তখন তাঁহাকে ইউরোপীয় বলিয়া চেনা দায় হইত। বর্ধমান রাজবাড়িতে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার অভিনয়ে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।[১১]

১২২৯ সালের (১৮২২ খ্রী.) কাছাকাছি ভবানীপুরে 'নল-দময়ন্তী' যাত্রার দল ছিল। এই যাত্রার দল করিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। রাম বসু যাত্রার গান রচনা করিয়া দেন। ১০-১৫ আসর গানের পর যাত্রাটি বন্ধ হইয়া যায়।

গোবিন্দের শিষ্য নীলকণ্ঠ (মুখোপাধ্যায়) ও নারাণ দাস। নীলকণ্ঠের জন্ম ১২৬৮ সালে বর্ধমান জেলার ধরণী গ্রামে। মৃত্যু ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে। ইনি স্বগ্রামের নিকট গোবিন্দ অধিকারীর গান শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হন ও বহু মহাজন-পদ শিক্ষা করেন। গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নীলকণ্ঠ ও নারায়ণ দুই দলের অধিকারী হন। অল্পকাল পরে নারায়ণের মৃত্যু হইলে নীলকণ্ঠ দলের কর্তা হন। বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি।

নীলকণ্ঠের পালা যখন বেশ চলিতেছিল সেই সময় বোধ হয় ১২৯৪-৯৫ সালে রসিকলাল চক্রবর্তী 'বালক-সঙ্গীত' যাত্রা খোলেন। এই রসিক অধিকারীর বাড়ি যশোহরে কালীগঞ্জ থানার এলাকায় রায় গ্রামে। ইঁনি প্রসিদ্ধ বালক-সঙ্গীতের স্রষ্টা। ইঁহার 'প্রভাস-মিলন,' 'কংসবধ' পালা জনসাধারণ আগ্রহের সহিত উপভোগ করিত। 'চণ্ডে পাগল' প্রহসনে সমাজের উপর কশাঘাত করা হইয়াছিল। সংগীত-রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি নিজে একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভাগিনেয় সুরেন্দ্র দল চালাইয়াছিলেন।

মীরাপাড়া গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক সময় রসিকলাল চক্রবর্তী'র ভাঙা দল চালাইয়া বেশ নাম করেন। রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুহ, ফরাসডাঙার মহেশ চক্রবর্তী'ও যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। পাঁচালীকার রসিকলাল ইহার গান বাঁধিয়া দিতেন।

পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী পরমানন্দের সমসাময়িক—'মহীরাবণ বধ' পালায় ও রামযাত্রায় খুব পটু। থরকাটায়ও একজন প্রেমচাঁদ ছিলেন।

বাঁকুড়ার আনন্দ অধিকারী, জয়চাঁদ অধিকারীও রামযাত্রায় খুব নাম করেন।

প্রেমচাঁদের শিষ্য বদন অধিকারী তুক্কোয় খুব উন্নতি করেন। বদনের 'দান,' 'মান,' 'মাথুরে'র খুব নাম। বদন থাকিতেন শালিখায়। গোড়ায় গোড়ায় গোবিন্দ অধিকারী বদনের দলে গান করিতেন।

বিশ্বনাথ মাল বলিয়া দুইজন যাত্রাওয়ালা ছিল। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানায় একজনের বাড়ি। আর একজন বহু পরবর্তী, ১২৯৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁনি গোবিন্দ অধিকারীর গ্রামবাসী ও সমসাময়িক। ইঁহার কালিয়দমন যাত্রার দল ছিল।

প্রাচীন যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে রামময় দাস, রাজনারায়ণ দাস, মহেশ ঠাকুর, কাশু তেলী, রঘু তামেলী খুব নাম করিয়াছিলেন। পটলডাঙার নীলকমল সিংহের দলও বেশ পুষ্ট ছিল। পালা ছিল 'প্রহ্লাদচরিত্র'। এই দল ভাঙিয়া নারায়ণ দাসের দল হয়। পরবর্তিকালে কাটোয়ানিবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও বিক্রমপুরের কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রায় সুনাম অর্জন করেন। 'কালিয়দমন' পালা ইঁহার রচনা।

চন্দননগরের মদন মাস্টারের সখের দল ছিল, পরে পেশাদারী হয়। যাত্রার পালা ছিল—দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, ধ্রুবচরিত্র। বালকদের গান ছিল কীর্তনাঙ্গ। মদন মাস্টার যাত্রার দলে জুড়ীর গানের প্রবর্তক। জুড়ীর সুর ছিল কবিগান-ভাঙা। মদনের সহিত ছোকরারাই গাহিত। যার গান সেই গাহিত। রাগরাগিণী গাহিবার জন্য ছিল জুড়ী। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার দলে ঢোল বাজাইতেন। পরে নিজে দল করেন। মদনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নবীন দল পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী নিজেই দল চালান—দলের নাম দেন বৌ-মাস্টারের দল। কালী ও কৃষ্ণ নামে দুই ভাই এই দল পরিচালন করিত। বৌ-মাস্টারের অনুকরণে নবদ্বীপের যাত্রার দলের অধিকারী নীলমণি কুণ্ডুর স্ত্রী যাত্রার দল চালান।

নাম হয় বোঁ-কুণ্ডুর দল। যাত্রা হইত কলিকাতায়। রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দলে 'নর্পাবিদার' যাত্রা হয়। এই 'নর্পাবিদার' যাত্রার একটি সংবাদ ৬ই বৈশাখ ১২৫৬ সালের 'ভাস্করে' এইরূপে বাহির হয় :—"নর্পাবিদার যাত্রা—৩রা বৈশাখ শনিবার ১২৫৬ সাল (১৮৪৯ April)—শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নর্পাবিদার যাত্রা হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাত্রার মূলে ছিলেন।" 'নর্পাবিদার যাত্রা'র প্রথম অভিনয় হয় ১২৫৫ সালের চৈত্র মাসে। ইঁহার যাত্রায় স্ত্রী-চরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করিত।

কেদার ঘোষ, বড়ো উমেশ, ভদ্রকালীর বনমালী ঘোষ, শিবু মুগী, ব্রজ (মোহন) রায়, খোঁড়া নন্দ (আসল নাম—শিবরাম চট্টোপাধ্যায়। ইনি পাঁচালীকার খোঁড়ানন্দের পরবর্তী) প্রভৃতি অনেক নামজাদা যাত্রাওয়ালা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজ রায় ১২৭১ সালে পাঁচালীর দল উঠাইয়া দিয়া যাত্রার দল গড়েন। চারি বৎসর ভালরূপে পরিচালনা করিবার পর ইঁহার মৃত্যু হয়। তারপর সহোদর গোপীমোহন আট বছর এই দল চালাইয়াছিলেন।

ব্রজ অধিকারীরও একটি দল ছিল। তিনি নিজেই পালা রচনা করিতেন।

বেণীমাধব ডাকিৎ জাতিতে ময়রা ছিলেন—তিনি কিন্তু 'রাবণ-বধ' ও 'মান-ভঞ্জনে'র পালা রচনা করিয়া বেশ নাম করিয়াছিলেন।

গঙ্গার ভট্টাচার্য জমিদারদের সখের যাত্রার দল ছিল। টাকীর রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীদের, হাওড়ায় কোনার জমিদার দীননাথ চৌধুরীর, উলুবেড়িয়ার নিকট কুলেশ্বরের আশুতোষ চক্রবর্তীর সখের দল ছিল। আশুতোষ চক্রবর্তী শেষে সর্বস্বান্ত হইয়া পেশাদারী দল চালান।

হাড়কাটা গলি-নিবাসী দত্তবংশীয় কায়স্থ দুর্গো ঘড়েলের (দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল) যাত্রার দল নামজাদা। ইনি বয়োবৃদ্ধ দোয়ারের স্থানে বালক দোয়ার আটজন রাখেন। সকল বড় লোকের বাড়িতেই তাঁহার যাত্রা হইয়াছে। বেনেপুকুরের লোকা ধোপা (লোকনাথ দাস—চাষীধোপা) ও কালীনাথ হালদার ইঁহার দলে গান গাহিতেন। ইঁহারা তখন দুর্গোর দলের ছোকরা, শেষে তাঁহারা নিজের নিজের দল করেন। লোকা ধোপা যাত্রা করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

গোপাল উড়ের চেলা কথড়া কৈলাস বারুই-এর দল, মাকড়দহের বেণীমাধব পাত্রের পেশাদারী দল, সাধু ও বকো মুসলমানের দল খুব নাম করিয়াছিল। পরে ইহাদের দল ভাঙিয়া দুই দল হয়। বহুবাজারের কড়ুদাস অধিকারী, কোনার গোপীনাথ দাস, যাত্রার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

শিবপুর-নিবাসী উমাচরণ বসুর সখের দলেরও নাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই দল ১৮৭২ সালে গঠিত হয়।

অনেকগুলি দলের জন্য পালা রচনা করিয়া দিতেন উত্তর-বাঁটরার ঠাকুরদাস দত্ত।

পালা রচনায় তাঁহার শক্তি ছিল অসাধারণ। একই পালা তিন চার পাঁচ রকমে রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজেরও যাত্রার দল ছিল। তিনি বিদ্যাসুন্দরের পাঁচ রকম পালা রচনা করেন। একটি নিজের দলে (১২৩৭/৩৮) [খাঁটরার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলে মালিনী সাজিয়াছিলেন], একটি গজার দলে, একটি টাকীর মুন্সীদের দলে, একটি কালী হালদারের দলে এবং একটি কৈলাস বারুই-এর দলে অভিনীত হয়। পাঁচখানি বিদ্যাসুন্দরের পালার কোনখানির সঙ্গে কোনখানির মিল নাই। এরূপ অদ্ভুত রচনাশক্তি বিরল। ইঁহার রচিত অন্যান্য পালাও বিভিন্ন দলে অভিনীত হইয়াছিল। আমরা নীচে একটি তালিকা দিলাম ঃ—

	পালার নাম	যে দলের জন্য রচিত		
১।	হরিশ্চন্দ্র[১২]	দীননাথ চৌধুরীর দলের জন্য		
২।	লক্ষ্মণবর্জন	আশুতোষ চৌধুরীর	"	"

[নিজের দলে একটি স্বতন্ত্র পালা ছিল]

৩।	নলদময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা	উমাচরণ বসুর	"	"
৪।	নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন, শ্রীমন্তের মশান	দুর্গো ঘোড়েলের	"	"
৫।	রাবণবধ	কালী হালদারের	"	"
৬।	অক্রূরসংবাদ, দুর্গামঙ্গল	বেণীমাধব পাত্রের	"	"
৭।	ধ্রুবচরিত্র	সাধু ও বকোর[১]	"	"
৮।	শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন	গোপীনাথ দাসের	"	"
৯।	অক্রূর আগমন, রাবণবধ	ঋড়ুদাসের	"	"
১০।	শ্রীমন্তের মশান[৪]	লোকা ধোপার	"	"

ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন ও চণ্ডী যাত্রা গাহিতেন। তারপর, তাঁর ছেলে ব্রজবল্লভ অধিকারী গাহিতেন। আর মনসার ভাসানের পালা গাহিতেন—বর্ধমানের লাউসেন বড়াল। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পালাও গাহিতেন। কিন্তু সেটা জমে নাই। লাউসেন অদ্বিতীয়। বর্ধমান ভাতশালার মতিলাল রায়ের যাত্রাও খুব নাম করিয়াছিল।[১৫] মতিলালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মদাস রায় বাণীকণ্ঠ দল চালান। ইঁনি 'কবচ-সংহার' প্রভৃতি রচনা করেন।

নড়াইল মহকুমার মাদকপুর-নিবাসী পণ্ডিত অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ অনেকগুলি গীতাভিনয় রচনা করিয়াছেন—কল্কি-অবতার, অনন্ত মাহাত্ম্য, অলুণ্ঠ, অকালমৃত্যু, অনিরুদ্ধ, মগধ-বিজয়, পুত্র-পরিচয়, ময়ূর-ধ্বজ, হরিশ্চন্দ্র, সমুদ্রমন্থন, চিত্রাঙ্গদা, তরণীর মুণ্ড, বিজয়বসন্ত, ধাত্রীপান্না, সতী, চন্দ্রকেতু, সংসারচক্র, মহাসমর, সপ্তরথী, তারকাসুর, মিবারকুমারী, নহুষ-উদ্ধার, লক্ষ্মণবজ, রাধামতী, নর্মদা, কুরু-পরিণাম,

পাপের পরিণাম, বাসববিজয়, শান্তি, মহামিলন, সুনন্দা, ধর্মের জয়, সাবিত্রী, শ্রীবৎস, বেহুলা, শ্রীমন্ত ও দময়ন্তী। এই গীতাভিনয়গুলি কলিকাতা ও মফস্বলে বিভিন্ন দলে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন ঈশ্বর চক্রবর্তী।

হুগলী গোপীনাথপুরের কৃত্তিবাস মণ্ডলের গয়াসুরের 'হরিপদ-পদ্মলাভ' পালা মন্দ ছিল না।

কৃষ্ণযাত্রায় নাম কিনিয়াছিলেন—দুর্লভ দাস (শাহনগর), মাধবদাস (সিঙ্গুর গঙ্গাধরপাই) ও রাইচরণ বেরা (মহাকালপুর)।

বলাই ঠাকুরের কালিয়দমন,—গোবিন্দ পাঠকের হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, কীচকবধ, দানপরীক্ষা ও নরমেধযজ্ঞ, নীলাম্বর পাইনের কংসবধ, হরিশ্চন্দ্র, বক্রেশ্বর পাইনের নরমেধযজ্ঞ, নবীন ডাক্তারের সীতার পাতাল প্রবেশ এবং শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর লক্ষ্মণের শক্তিশেল—এগুলি বেশি পুরাতন না হইলেও মন্দ ছিল না।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে শ্রীবাস দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এত ভাল 'সুবলসংবাদ' যাত্রা করিতেন যে লোকে বলিত নীলকণ্ঠ তেমন পারিতেন না। নীলকণ্ঠের কবিত্ব, আর শ্রীবাসের পাণ্ডিত্য।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের নটবর দাস 'কৃষ্ণলীলা' যাত্রা করিতেন। বিষ্ণুপুরের নিকট রাধানগরে রামেশ্বর শর্মা 'রাবণবধ' ও 'রামলীলা' যাত্রা করিতেন। বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব মহৎদাস 'কৃষ্ণলীলা' যাত্রা করিতেন। চন্দ্রকোনায় আর একজন গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রা করিতেন।

অধিক দিনের কথা নয়, ভূষণ দাস যাত্রা করিয়া বেশ নাম করিয়া ছিলেন। মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 'দক্ষযজ্ঞ', 'সতীনাটক' যাত্রা করিতেন। অভয় দাসের 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' ও 'অভিমন্যু'র পালা বেশ জাঁকিয়াছিল।

মেদিনীপুর পাটনা বাজারের অক্রূর প্রামাণিকের যাত্রা খুব বিখ্যাত; মেদিনীপুরে কোতবাজারের পূর্ণেন্দু সাহার যাত্রাও নাম করিয়াছিল। মেদিনীপুর শ্রীমন্তপুর-নিবাসী শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও গিরিশ চক্রবর্তী বিখ্যাত ছিল।

কালকাঠির মথুর সাহার 'লক্ষবলি' পালা, খুলনা-বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে অভিনীত হইয়া খুব নাম করিয়াছিলেন। বারাসাতেও একজন মথুর সাহা ছিলেন।

ময়মনসিংহে গোরমোহন অধিকারী প্রাচীন যাত্রাওয়ালা। তিনি ধ্রুবচরিত্র, নিত্যমিলন, নরমেধযজ্ঞ, মার্কণ্ডেয়ের হরিপাদপদ্মলাভ অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিখ্যাত ইন্দ্রমোহন নট (নট্ট নয়) তাঁহার বায়েন ছিলেন। ইঁহার মতো বায়েন পূর্ববঙ্গে বিরল। সনাতন অধিকারী ময়মনসিংহে গীত রায়ের যাত্রাভিনয়ের পালা গাহিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেন।

ফরিদপুরের চন্দ্রকান্ত অধিকারীর মতো ভাবপ্রবণ যাত্রাওয়ালা বড় বেশি নাই।

ফরিদপুরের কালীনাথ ভট্টাচার্য ও গোবিন্দ (কীর্তনিয়া) নট্টের ডাক-নাম খুব ছিল। গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র পালং গ্রাম নিবাসী ব্রজবাসীও ভাল যাত্রা করিতেন।

বরিশালের নাম কোম্পানির ব্রজবাসী অধিকারী নিপুণ যাত্রাওয়ালা ছিলেন। বরিশালের অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রাম-নিবাসী গোবিন্দ ধুপী যাত্রার সঙ্গে টপ গান করিতেন।

শ্রীহট্টে গিরিশচন্দ্র চৌধুরী যাত্রাভিনয় করিতেন। ইঁহার যাত্রা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।

নড়াইল মহকুমার কালনা গ্রামের গৌর প্রামাণিকের দল এক সময় বেশ নাম করিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গে উমানাথ ঘোষাল, অহিভূষণ ভট্টাচার্য রচিত সুরথউদ্ধার, তুলসীলীলা, দণ্ডীপর্ব, উত্তরা-পরিণয়, বোধনে বিসর্জন, রাই-উন্মাদিনী ও রামাশ্বমেধ পালা অভিনয় করিতেন।

যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ নট্ট পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার নিবাস ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজবাসী।

বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রাম-নিবাসী গোবিন্দ ধুপী যাত্রার সঙ্গে গান করিতেন। ইঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশুদ্ধভাবে সংগীত আলাপ করিয়া লোককে মোহিত করিতেন।

পীতাম্বর পাইনের পুত্র ত্রৈলোক্য পাইনেরও একটি যাত্রার দল ছিল। ঐ দলের সুখ্যাতিও খুব ছিল। বর্ধমান খাড়গ্রাম-নিবাসী উগ্রক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ধনকৃষ্ণ সেন ঐ দলের পালা-লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত পালার মধ্যে সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক, মালাবতী, কর্ণবধ, পৃথুর শত অশ্বমেধযজ্ঞ উল্লেখযোগ্য।

সত্যাম্বর চাটুজ্যে, গণেশ উকিল, শশী হাজরা, শ্রীচরণ ভাণ্ডারী, শশী অধিকারী প্রভৃতির যাত্রাদলের বেশ নাম ছিল।

বরিশালের মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রা করিয়া খুব নাম করেন।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের শেষ অধিকারী গগন দাস স্বরং গানে, বক্তৃতায়, নৃত্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। গগন সুশ্রী ছিলেন।

এ ছাড়া সাঁতরা কোম্পানি, নারায়ণ দাস প্রভৃতি আরও অনেক যাত্রাওয়ালা ছিলেন। কত নাম করিব।

ওড়িষা ও আসাম প্রদেশে অনেক দিন হইতে যাত্রা চলিয়া আসিতেছে। আসামের শঙ্করদেব শিষ্য মাধবদেব রচিত 'নাম-ঘোষা' হইতে আসামে কতকগুলি প্রাচীন বাঙলা-যাত্রার উপকরণ পাওয়া যায়। ওড়িষার বর্তমান যাত্রা বঙ্গদেশের অনুকরণে সংস্কৃত হইতেছে। ওড়িষার প্রাচীন যাত্রার দেখিবার মতো জিনিস 'মুখোস'। পূর্বে মুখোস না হইলে ওড়িষায় যাত্রা হইত না, এখনও মুখোসের রীতি অপ্রচলিত হয় নাই।

সেকালে যাত্রায় যেখানে কৃষ্ণলীলার গান দিতে হইত, সেখানে বালকদের ছোট ছোট ছেলেরা ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচিত। তাহারা গাহিবার সময় তালে তালে পা ফেলিত। তাহাতে ঘুম রুনুঝুনুর মিঠে আওয়াজ হইত। এই গানের নাম ছিল 'ঘুঙুর', এই ঘুঙুর গান হইতে পরবর্তিকালের ঘুঙুরের দলের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

সেকালে যাত্রার আসরে নাচের ব্যবস্থাটা কিছু গুরুতর ছিল। পাত্র-পাত্রী সকলকেই নাচিতে হইত। রাধাকৃষ্ণ, বিদ্যাসুন্দর, অভিমন্যু, উত্তরা, অর্জুন, দ্রৌপদী —কেহই নাচ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। শ্রোতাদের তুষ্টি সম্পাদনের জন্য সকলকেই একবার নাচিতে হইত।

যাত্রার সং দেওয়া একটা অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়িল। তা সে সং হউক, মেথর মেথরাণী হউক বা মটুরুই হউক। মটুরু সেকালে তারিফের সং।

[এতদ্ব্যতীত বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'বিশ্বকোষ' ১ম সংস্করণে 'যাত্রা' প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন।]

পাদটীকা :

১. 'আচার্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।

যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর॥' —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

'চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া।

ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া॥' —শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

'শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা।

যার ঘরে প্রভু প্রকাশিল এ মহিমা॥' —শ্রীচৈতন্যভাগবত

২. 'সকল বৈষ্ণব মেলি প্রেমের প্রসার ডালি

পসারিল অপরূপ হাট'

৩. 'এখনে কহিব শুন সাবধানে সব জন

গোপিকা-আবেশ-বশ প্রভু।

উদরে কাচলি ধরে শঙ্খ কঙ্কণ করে

দুটি আঁখি রসে ডুবু ডুবু॥

পাট সে বসন পরে নূপুর চরণে ধরে

মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।

রূপে ত্রিজগৎ মোহে উপমা দিবাঙ কাহে

গোপী বেশে ঠাকুর আপনি॥'

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (লোচনদাস)

৪. গোপাল দাস উৎকলের জাজপুর গ্রামবাসী। জাতিতে কামার। গোপাল কৃষিজীবী মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৫. কাহারও কাহারও মতে কলিকাতা বড়বাজারের ধনাঢ্য রাধামোহন সরকার বিদ্যাসুন্দরের এক পালা সংগঠন করিয়াছিলেন। গোপাল উড়ে নামক এক সুন্দর যুবক ফেরিওয়ালা তাঁহার নূতন যাত্রার দলভুক্ত হয়। ইহা অমূলক।

৬. গোপাল উড়ের সময়ে গুরুচরণ সোম কলিকাতার একজন বড় ধনী ছিলেন। তাঁহার ভাইপো শ্রীনাথ বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় এই সখের দল গঠন করেন। ঐ দলে মোহনচাঁদ বসু ও গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত গান বাঁধিতেন। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অনেকগুলি হইয়াছিল। এই সময়ে ধনেখালির নিকটে বোসো গ্রামে এক সখের দল হয়। এক বাগ্দী বিদ্যাসুন্দর নাটের গান বাঁধিয়া দিত। কালিয়দমন যাত্রা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে কলিকাতা ও তাহার উত্তর-দক্ষিণে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা চলিতেছিল। ১৮২২ সালে বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসুন্দরের এক দল প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, নিমাই মিত্র, রামমোহন চট্টোপাধ্যায়—ইঁহারা সাজিতেন, দলও চালাইতেন। রামধন মিস্ত্রি ঢোল বাজাইত। অমন ঢুলী আর ছিল না। এই সময় জনাই-এও যাত্রা হয়। বরাহনগর ঠাকুরদাসের দলের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হয়। এই দলে ঠাকুরো মুচী, শিবে মুচী দাঁড়াইয়া খুব প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারপর ইহাদের দল উঠিয়া গেলে কৈলাস বারুই সেই সব লোক লইয়া যাত্রার দল গড়ে। কৈলাস ছিল চুটকী রাগিণীর ওস্তাদ। কৈলাস ও গোপাল উড়েতে পাল্লাপাল্লি চলিত। ভবানীপুরে বেলতলায় শিবুঠাকুরের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হয়। পরে বেলতলায় প্যারীমোহনের যাত্রার দল ছিল। বৌবাজারের ধনী সম্প্রদায় আট দশ বছর পরে সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন। ১৮২৭ সালে একটি ঘটনা 'সমাচার-চন্দ্রিকায়' প্রকাশিত হয়। Asiatic Journal-এ (১৮২৭, varieties পৃ. ৫১০) তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। হলধরের যাত্রার দল বাবুদের বাড়ি বাড়ি, বিদ্যাসুন্দরের পালা, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি পালা অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এ সময়ে মণিপুরের একটি দল কলকাতায় বাদ্যযন্ত্র সহ কৃষ্ণলীলায় অভিনয় দেখাইতেছিল। বালকেরা সকলে পুরুষ। স্ত্রীলোকে গান করিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণ, ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, রঙ্গদেবী, সুন্দরী, চম্পকলতা, বিদ্যাদেবী ও ইন্দুরেখা সাজিয়াছিল।

৭. এই কেলে (কালী) মালিনী হইতে খেমটা দলের উৎপত্তি। গোপাল উড়ের সময় সুরও ছিল মিশ্র।

৮. যিনি যাত্রার দলের সর্বেসর্বা তাহাকে অধিকারী বলা হইত।

৯. কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের ভজনঘাটে গোস্বামি-বংশে ১৮১০ সালে (১২১৭ বঙ্গাব্দে) দশহরার দিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুরলীধর, মাতার নাম যমুনাদেবী। কৃষ্ণকমলের প্রথম গ্রন্থ 'নিমাই-সন্ন্যাস' নবদ্বীপে যাত্রায় অভিনয় হয়। সুনাম অর্জন করিয়া তিনি ঢাকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার যাত্রার আসর বেশ জমিল। ভাগবতও পাঠ করেন। লোকে বিপিন বসাকের যাত্রা শুনিতে ভালবাসিত। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণকমল ইহাকেও হারাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের মৃত্যু হয় চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে ১২৯৪ সালে ১২ই মাঘ (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)।

কবিগান

বহুদিন ধরিয়া বাঙলাদেশে এক রকম গানের সূত্রপাত হয়—তার নাম 'কবিগান' বা 'কবি'। এই গানে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য কোন জাতির মধ্যে এরূপ গান দেখা যায় না। এই গান সুন্দর সুন্দর পালা করিয়া গাওয়া হইত। বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য ও রসিকতা কবিগানকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত। ভাষা ও বর্ণনায় লোকে মাতিয়া উঠিত। সুর-তালে এই গানের সৌন্দর্য ও বাহার খুলিত।

কবিগানের প্রধান অঙ্গ রাধাকৃষ্ণলীলা আর মান, মাথুর, বিরহ, গোষ্ঠ, সখী-সংবাদ প্রভৃতি ইহাতে গাওয়া হইত। কবিগানকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পালা আরম্ভ করিবার পূর্বেই পরমার্থবিষয়ক গান গাওয়া হইত।

দেবদেবীর সম্মুখে যখন কবিগান হইত তখন সাধারণত ঐ সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক ও ভবানী-বিষয়ক 'সপ্তমী' গান গাহিবার রীতি ছিল। এই সপ্তমী গান মহাসপ্তমীতেই গীত হইত। মালসী, সখী-সংবাদ, গোষ্ঠ ও কবি— কবিগানের চারিটি প্রধান অংশ। যে গানে ভক্তি ও বৈরাগ্য উদ্দীপিত করা হইত তাহা মালসীর অন্তর্ভুক্ত। মালসীর নামান্তর 'ডাক-মালসী'। ভগবানের নাম লইয়া তাঁহাকে ডাকা হইত বলিয়া 'ডাক-মালসী' নামের উৎপত্তি। মালসীর মধ্যে যেগুলি বিস্তারিত এবং নানারকম সুর-তাল দিয়া গীত হইত সেগুলিকে ভবানী-বিষয়ক বলা হইত। সপ্তমী ও অন্যান্য ভবানী-বিষয়ক গানগুলি একটু দীর্ঘ এবং মালসী অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। সুর ও বাজনার কায়দা দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে ডাক-মালসী গাওয়া হইত। ডাক-মালসীর পরেই ভবানী-বিষয়ক গান। ভবানী-বিষয়ক গানে যেমন ভক্তিরসের পরিচয় পাওয়া যাইত তেমনই সহজ সরল কবিতায় ধর্মতত্ত্বেরও সন্ধান পাওয়া যাইত। অতঃপর সখী-সংবাদ। নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বিক্ষোভ প্রভৃতির বিকৃতি লইয়াই এই সখী-সংবাদ। বসন্ত, বিরহ, মান, মাথুর, ভোর প্রভৃতি গান ইহার অঙ্গীভূত। বিরহগানে অনেক সময়ে এক পক্ষ পুরুষ ও অপর পক্ষ রমণী হইয়া অপর পক্ষকে অনুযোগ করিত।

গোষ্ঠ কবিগানের আর একটি অংশ। বাৎসল্যরসাত্মক প্রভাস এই গোষ্ঠের অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোচারণ, যশোদার কাতরোক্তি এই গানের বিষয় বলিয়া ইহা 'গোষ্ঠ' নামে অভিহিত।

ব্যঙ্গোক্তিজনক হাস্যরসাত্মক গানের নাম টপ্পা। ইহার নামান্তর 'কবি' বা খেউড়'। হাস্যরসাত্মক গান যখন সাদা এক সুরে গাওয়া হইত তখন তাহাকে 'লহর' বা 'কবির লহর' বলা হইত।

কবিগান বাঙালীর এক সময়ে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আনন্দচন্দ্র মিত্র, ব্রজসুন্দর সান্যাল প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে ইহার পরিচয় সম্পর্কে দু'-এক কথা বলিলাম।

কলিকাতায় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে পাড়ায় পাড়ায় 'কবিগান' ও আখড়াই সংগীতের অভিনয় চলিয়াছিল। সেই সময় গোঁজলা গুঁই নামে একজন কবিওয়ালার খুব নাম[1]। ইঁহার পূর্বেও কবিওয়ালা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের গান এমন কি নামেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শোনা যায় পর্বোৎসবে রাজা সীতারামের সভায় অনেক রকম সংগীতামোদ হইত, কবিগানও হইত। সে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ের কথা। অষ্টাদশ শতকেরও প্রারম্ভে গোঁজলা গুঁই-এর নামমাত্র জানিতে পারা যায়, আর তাঁহার দুইটি গান পাওয়া যায়। গোঁজলা গুঁই-এর পরে বংশীবদন সরকার খুব বড় কবিওয়ালা ছিলেন। দেশবিদেশে শ্রীকৃষ্ণলীলার মান, মাথুর, গোষ্ঠ গাইয়া বেড়াইতেন। লোকে তাঁহাকে বংশী বৈষ্ণব, বংশী বৈরাগীও বলিত। ইঁহার পৌত্র বিখ্যাত কবিওয়ালা বলরাম বৈষ্ণব।

গোঁজলা গুঁই-এর তিনজন নামজাদা সাগরেদ ছিল; তাঁহাদের নাম—রঘুনাথ দাস[2], লালু নন্দলাল[3] ও রামজী দাস[4]। ফরাসডাঙার গোন্দলপাড়ার রাসু, নৃসিংহ নামে দুই সহোদর রঘুনাথের শিষ্য হন। ঐ সময় রঘুনাথ দাস ওস্তাদ কবি ছিলেন। রাসু নৃসিংহ[5] দুই ভ্রাতায় মিলিয়া ১১৫৭ সালে এক কবির দল খুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন গান বাঁধিতেন ও একজন সুর দিতেন। ইঁহাদের সখী-সংবাদ ও বিরহগান শুনিয়া লোকে মাতোয়ারা হইত। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে রাসুর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ আর কিছুদিন বাঁচিয়াছিলেন। ১৮০৬-৭ সাল পর্যন্ত ইঁহাদের দলের অস্তিত্ব ছিল রাসুর জন্ম ১১৪১ সালে (১৭৩৫ খ্রী.), নৃসিংহ ১১৪৪ সালে (১৭৩৮ খ্রী.) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা কায়স্থ। ইঁহাদের পিতার নাম আনন্দীরাম রায়। ইনি ফরাসডাঙার সেনাবিভাগে চাকুরী করিতেন। বাল্যকালে রাসু ও নৃসিংহ বড় দুরন্ত ছিলেন। পিতা লেখাপড়া কিছু হইতেছে না দেখিয়া দুইজনকে চুঁচুড়ায় মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দেন। সেখানে পাদ্রেদের বাঙ্‌লা স্কুলেও তাঁহাদের কিছু হইল না দেখিয়া মাতুল পুনরায় গোন্দলপাড়ায় পাঠাইয়া দেন। অল্পকাল পরে পিতার মৃত্যু হইলে দুই ভ্রাতায় মিলিয়া কলিকাতায় আসিয়া কবির দল করেন। তাঁহাদের গানে দুইজনেরই গুণিতা থাকিত। তাঁহাদের একটি গানের নমুনা দিব। রাধার রূপ ও কুব্জার রূপের পার্থক্য ইঁহারা দেখাইতেন—

"শ্যাম রূপেরো বিচারো, যদি মনে কর,
মজেছ যাহারো কারণে।
ওহে, লক্ষ-কুব্জারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে।"

হরেকৃষ্ণ সিমুলিয়ার কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ীর (দীর্ঘাড়ীর) পুত্র। ইঁহার জন্ম ১১৪৫ সালের (১৭৩৮ খ্রী.) অগ্রহায়ণ মাসে। ছেলেবেলা থেকেই ইনি কবিতা ও সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব ও সংগীতের অসাধারণ কৃতিত্ব কবিওয়ালাদিগের নিকট জাহির হইয়া পড়িল। রঘুনাথ দাস জাতিতে তন্তুবায় হইলেও হরেকৃষ্ণের পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের রচিত গান সংশোধন করিয়া দিতেন। হরেকৃষ্ণকে রঘুনাথ আপনার দলে সহজেই ভিড়াইয়া লইলেন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরেকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া 'হরুঠাকুর' নামে খ্যাত হইলেন। প্রথমে হরুঠাকুর একটি সখের দল করিয়া রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে গান করেন। তাঁহার সংগীত-মাধুর্যে প্রীত হইয়া রাজা তাঁহাকে একজোড়া শাল পুরস্কার করেন। হরুঠাকুর শাল ঢুলীকে দিয়া দেন। নবকৃষ্ণ ইহাতে বিরক্ত হইলে তিনি বলেন, আমি পেশাদার নই। কাজেই পুরস্কার নিজে লইয়া ঢুলীকে দিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজা খুশি হইয়া হরুঠাকুরের বৃত্তি করিয়া দিলেন। তাঁহাকে একটি কবির দল করিতে বলিলেন। এই দলের ব্যয় রাজা নিজে বহন করিতেন। নবকৃষ্ণের মৃত্যু রপর তিনি দল তুলিয়া দেন। ১২৩১[৬] বঙ্গাব্দ (১৮২৪ খ্রী.) তাঁহার মৃত্যু হয়। হরুঠাকুর সখী-সংবাদ রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বর্ধমান-রাজসভায়, কৃষ্ণনগর-রাজসভায় ও শোভাবাজার-রাজবাড়িতে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সমস্যাপূরণেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের বর্ণনা-কৌশল তাঁহার অদ্ভুত।

হরুঠাকুরের সময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দল কেষ্টা মুচির [কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকারের[৭]]। হরুঠাকুরের দলে একজন ওস্তাদ ঢুলী ছিল। তাহার মতো ঢোল বাজাইতে তখন আর কেহ পারিত না। হরুর দলের এই অদ্বিতীয় ঢুলীর নাম—দীনবন্ধু বা দীনে ঢুলী। হরুঠাকুর বলিতেন—"আমি যখন গান ধরি, দীনে যদি তখন ঢোল বাজায়, তবে দেশশুদ্ধ লোককে আমি মাৎ করিয়া দিতে পারি।"

হরুঠাকুরের শিষ্য বাগবাজারের মিঠাইওয়ালা ভোলাময়রাও[৮] একটি দল খোলেন। ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল বাবাজারের জগন্নাথ বেনের[৯]। দুই দলে খুবই লড়াই চলিত। ভোলাময়রার দলে গান বাঁধিতেন নদীয়ার ঠাকুরদাস চক্রবর্তী[১০] গদাধর মুখোপাধ্যায়[১১] ও সাতু রায়[১২]। ঠাকুরদাস হাড়কাটাগলি-নিবাসী রামসুন্দর স্বর্ণকারের[১৩] দলে, এন্টনির[১৪] দলে, বলরাম বৈষ্ণবের[১৫] দলেও গান করিতেন। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোকে মুগীর (লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর) দল ছাড়া ঠাকুরদাস চক্রবর্তী সকল দলেই গান বাঁধিতেন। । ঠাকুর সিংহেরও[১৬] একটি দল ছিল। এন্টনির দলের সঙ্গে ইঁহার দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। দর্পনারায়ণ কবিরাজ[১৭] গুরুদম্বো ও রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গান বাঁধিতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী, সৃষ্টিধর সূত্রধর, বলরাম বৈষ্ণব ও রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গান বাঁধিতেন রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়[১৮]।

হরুঠাকুরের অপর শিষ্য নীলুঠাকুর[১৯] ও নীলমণি পাটুনি[২০] কবিওয়ালার খুব পসার ছিল। নীলুঠাকুরের দলে 'যজ্ঞেশ্বরী'[২১] নামে এক রমণী গান বাঁধিয়া দিতেন। রাম বসু[২২], গদাধর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য[২৩], কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়[২৪] ও ঠাকুরদাস চক্রবর্তী নীলুর দলে গান বাঁধিতেন।

হরুঠাকুরের যখন খুব প্রতিপত্তি তখন রামজী দাসের সাগরেদ ভবানীবেনের[২৫] বেশ নাম হয়। ভবানীবেনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া রাম(মোহন) বসু কবিওয়ালা হইয়া উঠেন। ক্রমে রাম বসুর দলের অভ্যুদয় হয়। রাম বসু শালিখার রামলোচন বসুর পুত্র। প্রভাকর (১লা আশ্বিন, ১২৬১) বলেন—"রাম বসু ভবানী-বিষয়, সখী-সংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর, সপ্তমী, শ্যামা বিষয়ের রূপ-বর্ণনা, টপ্পা প্রভৃতি সমুদায় গান উত্তম রচিতেন। তন্মধ্যে সপ্তমী ও বিরহ তুলনা-রহিত। এই দুই গানে তিনি অধিক প্রশংসিত হয়েন।

"যেমন সংস্কৃতে কবিতায় কালিদাস, বাঙলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।"

রাম বসুর নিজের দল ছিল। তাহা ছাড়া তিনি নীলুঠাকুরের দলে, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ ও বলরাম বৈষ্ণবের দলে গান বাঁধিতেন। রাম বসুর নিজের দলেও যজ্ঞেশ্বরী গান বাঁধিতেন।

লালু নন্দলালের শিষ্য ছিলেন নিতাই বৈরাগী[২৬]। তাঁরও দল ছিল। গোর কবিরাজ পূর্বে নীলু ঠাকুরের দলে ছিলেন। পরে নিতাই-এর দলে আসেন। নবাই ঠাকুরও[২৭] এই দলে গান বাঁধিতেন।

নিতাই-এর চেলা রামানন্দ নন্দীরও দল ছিল।

গোরক্ষনাথেরও[২৮] একটি দল ছিল। পূর্বে গোরক্ষনাথ এন্টনি ফিরিঙ্গীর দলের বাঁধনদার ছিলেন। এন্টনির সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় নিজেই দল করেন। রামানন্দের দলের সঙ্গে এই দলের পাল্লাপাল্লি চলিত। খাঁটি বাঙালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত[২৯] প্রধানত সখের দাঁড়াকবির দলে গান বাঁধিতেন। কালীঘাটের দলে, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে, ভবানীপুরের দলে, ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের দলে বেশি গান বাঁধিতেন।

ঐকালে সুন্দরদাস বলিয়া একজন বড় কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার দলে বর্ধমানের অক্ষয়কুমার ঘোষ (গোপ) বাজনা বাজাইতেন। ইঁহার পুত্র নটবর ঘোষ ২৪-পরগনার উঁচুদরের কবিওয়ালা ছিলেন।

বীরভূমে সিউড়ীতে একজন ভাল কবিওয়ালা ছিলেন; তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—নাম, নন্দলাল চৌধুরী। ইনি একটু খঞ্জ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'খোঁড়া নন্দ' বলিত।

দাশরথি রায় পাঁচালীকার হইবার পূর্বে তাঁহার মাতুলালয় বর্ধমান পীলাগ্রামে নীলকণ্ঠ হালদার অশ্লীল শব্দে ও ভাবে 'লহর' গাহিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। দাশরথি তাহা দেখিয়া চটিয়া নিজে গ্রামে কবির গান গাহিয়া বেড়াইতেন। এই সময় নিধিরাম সাহা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গান করিত। নিধি জাতে শুঁড়ি—বাড়ি জামড়া। দাশু রায়ের আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—তিনি কালিকাপুরের পুরুষোত্তম বৈরাগী।

ঢাকা জেলার পাগলা গ্রামে নিমচাঁদ ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত কবিওয়ালা।

পাদটীকা :

১. গোঁজলা গুই-এর একটি মাত্র গান গুপ্তরত্নোদ্ধারে (পৃ. ২০৫) পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (পৃ. ১৫৫১) এই গানটি উদ্ধৃত হইয়াছে—কেবল শেষের চারিটি পংক্তি বাদ। এই গান অন্যত্রও আছে—যথা, সাহিত্য-সংহিতা (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩১২, পৃ. ৩১৯); বঙ্গের কবিতা পৃ. ৩০৮; নবাভারতে ও ডক্টর সুশীলকুমার দের Bengali Literature in the Nineteenth Century দ্র।

২. ইনি জাতিতে তন্তুবায়। কেহ কেহ বলেন, রঘুনাথ মুচি। তিনি মুচি ছিলেন না।

৩. গুপ্তরত্নোদ্ধার (পৃ. ২০৭)

৪. রামজী দাস না বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন মতিলাল। সে মতে তিনজনের নাম হয়—'রঘু, মতে ও নন্দ'।

৫. ইঁহাদের গান প্রাচীন কবি-সংগ্রহে দ্র।

৬. হরুঠাকুরের মৃত্যু শুক্রবার ২০এ শ্রাবণ ১২৩১ বঙ্গাব্দ (৬ই অগাস্ট ১৮২৪ খ্রী.)। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২১এ অগস্ট তারিখের 'সমাচার-দর্পণ' হইতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখটি জানিতে পারা যায়। ডক্টর সুশীলকুমার দে হরুঠাকুরের মৃত্যুর তারিখ দিয়াছেন ১৮২২ খ্রীস্টাব্দ। দীনেশবাবুর মতে হরুঠাকুরের মৃত্যু ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে। 'প্রীতি-গীতি'-কার বলেন ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে; বঙ্গভাষার লেখক বলেন ১৮১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাচার-দর্পণ হইতে হরুঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভারতবর্ষ)। হরুঠাকুরের জীবনসম্বন্ধে বঙ্গভাষার লেখক পৃ. ২৬৭-২৬৯, গুপ্তরত্নোদ্ধার, পৃ. ১০-১৩, 'অর্চনা' দ্র°। গান সম্বন্ধে পুস্ত-র° পৃ. ৫১-৮২; প্রাচীন কবি-সংগ্রহ, পৃ. ১৩-১৮; বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৩৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য; সমস্যাপূরণ —বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৩৬৭।

৭. ইঁহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। একটি গানের কিয়দংশ দ্রষ্টব্য পুস্ত-র°, পৃ. ২০৬।

৮. ভোলা ময়রার ছেলে চিন্তামণি ও মাধবেরও দল ছিল। চিন্তামণির দলে গান বাঁধিতেন সীতানাথ মুখোপাধ্যায় (প্রা-ক-স° ৭৬-৭৮)। মাধবের জামাই নবে ময়রাও দল করিয়াছিল।

পরাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রা-ক-স°) ও সাতু রায় (প্রা, পৃ. ৭৪-৭৫) ভোলা ময়রার দলে গান বাঁধিতেন। ভোলানাথ গানে নিজ পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ভোলানাথ নামে শিবত্ব আরোপ করিয়া গান বাঁধল ; উত্তরে ভোলানাথ গাহিল,—

আমি সে ভোলানাথ নই
আমি সে ভোলানাথ নই
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই বিল্বদলে আমায় পূজলি কই ?

অন্যত্র—"নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস।" তিনি নিজ ব্যবসায় পরিচয় দিয়াছেন,—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা বাগবাজারে রই।
আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা ময়রাই বার মাস
জাতি পাতি নাহি মানি (ওগো) কৃষ্ণ-পদে আশ।

ভোলা ময়রার পিতার নাম কৃপারাম, মাতার নাম গঙ্গামণি। 'কলকাতার সেকেলে'র ৩৮২ পৃষ্ঠায় আছে, 'ইনি কলিকাতা সিমুলিয়াবাসী'। প্রা-ক-সংগ্রহেও (পৃ. ১০) তাই। ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন (পৃ. ৩৮৪) "was a sweetmeat vendor Bagbazar"। ভোলা ময়রার জীবনসম্বন্ধে ভারতী ১৩০৪, পৃ. ৫৯-৬১, নব্যভারত ১৩১৪, পৃ. ৬৭-৬৩ ; পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর, বসুমতী দ্র।

৯. ইনি জগন্নাথ দাস বা জগদাস নামেও পরিচিত।

১০. ইনি কালীঘাটের দলেও গান দিতেন। নদীয়া জেলার মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম। সম্ভবত ১২০৯ সালে। জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরি কাজ ছাড়িয়া ভোলা ময়রা, এন্টনিদের সঙ্গে মেশেন। তাঁহার গানের রচনা-চাতুর্য দেখিয়া নানা দল হইতে তাঁহার ডাক হইত। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার গান গুপ্ত-র°, পৃ° ২৫১-২৬০। প্রা-ক-স°, পৃ° ২, ২৩, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৭, ৫১, ৬৭, ৭৩, ৯১, ১১৪, ১৪৭ দ্র°।

১১. গদাধরের জন্ম চাকদহ-পরগণার অন্দুলে ১১৫৩ সালে। প্রতিপক্ষের ধরতার উত্তরে ইনি কষ্টাতিক্ষকল্পী ছিলেন। ইনি কালীঘাটের দলে, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর দলে ও নীলমণি পাটুনির দলেও গান বাঁধিতেন। ইনি শাঁখারীদের দলের জন্য মোহনচাঁদ বসুর সুরে গান বাঁধিতেন। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীঘাটের দলে সেগুলি গীত হইত। ইঁহার গান প্রাচীন কবি-সংগ্রহে পৃ. ১২, ২১, ২২, ২৭-২৮, ৩৬, ৪০, ৬৩, ৬৪, ৭২, ৮৯, ৯৪, ১১৫, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১২৮, ১৩০ ; গুপ্ত-র°, পৃ. ২-২৪৭ দ্র°।

১২. নদীয়া শান্তিপুরের নিকট বেঁচাতে ইঁহার জন্ম সম্ভবত ১২০৯ সালে। সাতকড়ি রায়ের পিতার নাম পীতাম্বর রায়। ১২৭০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। পূর্বে শান্তিপুরের জমিদারী সেরেস্তায় ও কোম্পানীর নিকট কর্ম করিতেন। বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচালীর দলে কর্ম করিতেন। ভোলা ময়রা ইঁহার নিকট হইতে অনেক গান লইয়াছিলেন। শান্তিপুরের শিবচন্দ্র সরকারের দলেও গান বাঁধিয়া দিতেন। গান বাঁধিয়া তিনি পয়সা লইতেন না।

১৩. পূর্বে ইনি কোন আফিসের কেরানী ছিলেন, পরে কবিওয়ালা হইয়াছিলেন। ইঁহার কয়েকটি গান প্রা-ক-সংগ্রহে দ্র°।

১৪. এণ্টনি ফিরিঙ্গী জাতিতে ফরাসী কি পর্তুগীজ। বাঙালীর সংসর্গে বেশ বাঙলা শিখিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া তাঁহাকেই গৃহের কর্ত্রী করেন। প্রথমে তিনি সখের কবির দল করেন। পরে তাহাতে সর্বস্বান্ত হইয়া পেশাদারী দল করেন।

১৫. জাতিতে সদ্গোপ, উপাধি সরকার। জন্ম হুগলী জেলার পিয়ারপাড়া গ্রামে। পিতার নাম রামকমল সরকার। ইনি ফরাসডাঙ্গায় থাকিতেন। বলরামের পৌত্রাদি না থাকায় দৌহিত্র কৃষ্ণদাস বলরামের দল চালাইয়াছিলেন।

১৬. ইঁহাকে ঠাকুরদাস সিংহও বলিত।

১৭. ইঁহার গান প্রা-ক-স°, পৃ. ৬৬, ৮৫ দ্রষ্টব্য।

১৮. প্রা-ক-স°, পৃ. ৪৭, ৬৫, ৬৯, ৯৮ দ্র°।

১৯. নীলুঠাকুরের মৃত্যু ২৬এ কার্তিক, ১২৩২ বঙ্গাব্দ। 'তিমির-নাশক' হইতে সমাচার-দর্পণ (৫ অগ্রহায়ণ, ১২৩২, ১৯ নভেম্বর, ১৮২৫) এই সংবাদটি দিয়াছে। নীলুঠাকুরের উপাধি চক্রবর্তী। ইঁহার ভ্রাতার নাম রামপ্রসাদ ঠাকুর। সিমুলিয়া হেদুয়ার নিকট ইঁহাদের বাস্তু ছিল। নীলুঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। ইঁহাদের দৌহিত্রেরা দল চালায়।

২০. সোমবার ৩০ কার্তিক, ১২৩১ বঙ্গাব্দে অনর্বিকার রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।— সমাচার-দর্পণ ২৬ নভেম্বর, ১৮২৪; ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৩২।

২১. ইঁহার গান প্রা-ক-স° (পৃ. ১০৩, ১১২) দ্র।

২২. রাম বসুর গান প্র বে স° (পৃ. ১-৫ ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ৫৯, ৬৮, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৪-৮, ১১১, ১৬০, ১৬১,) ও গুপ্ত-র° (পৃ. ৯৩-১৭৫, ২৯৬-২০৪) দ্র°।

২৩. ইঁহার গান গুপ্ত-র°, পৃ. ২১০। প্রা-ক-স°, পৃ. ৯-১০, ২০, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬৮, ৭১, ৭২, ৮৩ ৯৩, ৯৭।

২৪. ইঁহার গান প্রা-ক-স°, পৃ. ২২, ২৪ দ্র°।

২৫. হরুঠাকুর (প্রা-ক-স°, পৃ. ১৩-৩০) ও রামসুন্দর রায় (ঐ, পৃ. ২৫-২৬, ৮০) ভবানীবেনের দলে গান বাঁধিতেন। রামসুন্দর বলরাম বৈষ্ণবের দলেও গান বাঁধিতেন (ঐ, পৃ. ২৫-২৬, ৮০)। ভবানী ছিলেন গন্ধবণিক্। বর্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনার নিকট সাতগেছে গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইনি ব্যবসা করিতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় থাকিতেন। নিতাই বৈরাগী ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভক্তিতত্ত্বের গান ও সখী-সংবাদ ইনি নিজেই রচনা করিতেন। রচনাও যেমন, গান করিতেও তেমন ইঁহার শক্তি ছিল।

২৬. ইঁহার নাম নিত্যানন্দ দাস। চন্দননগরে জাতি বৈষ্ণবের গৃহে ১১৫৮ (১৭৫১ খ্রী.) সালে ইঁহার জন্ম,—১২২৮ (১৮২১ খ্রী.) সালে মৃত্যু। ভবানীবেনে ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লোকে "নিতে ভবানীর লড়াই"কে "বাঘে মহিষে লড়াই" বলিত। "এই নিত্যানন্দের দৌড়া কত ছিল,"

তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমার-হট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ ভদ্র ও অভদ্র লোকে নিতাই-এর নামে ও ভাবে গদ্‌গদ হইতেন। নিতাই গান আরম্ভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্বস্ব হইতেন—এমনি জ্ঞান করিতেন।"—প্রভাকর। ইঁহার গান গু-র পৃ. ১৭৬-২০৪ দ্র।

২৭. ইঁহার গান প্রা-ক-স (পৃ. ৬১, ৮১) দ্র।

২৮. ইঁহার গান গু-র, পৃ. ২১৪-২১৬ ; প্রা-ক-স পৃ. ৪০, ৭০, ১১০।

২৯. ইনি কাঁচড়াপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১২১৩ সালে, মৃত্যু ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। ইনি যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে সাপ্তাহিক সংবাদ-প্রভাকর ১২৩৭ সালে প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্র ঠাকুরের মৃত্যুতে কাগজখানি উঠিয়া যায়। ১২৪২ সালে কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে সংবাদ-প্রভাকর পুনঃপ্রকাশ করেন। ১২৪৬ সালে ইহা দৈনিক হয়। ১২৫৩ সালে পাষণ্ড-পীড়ন, ১২৫৪ সালে সাধুরঞ্জন প্রকাশ করেন।

★

নির্ঘণ্ট

বাং প্র.—১০

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	৪৩	২ এর	লাইনে	Bongal	স্থানে	Bengal
"	৭৩	১২ "	"	Feris	"	Ferris
"	৮৩	৫ "	"	condition	"	edition
"	৮৮	২৫ "	"	A (Grammar	"	(A Grammar
"	৯১	২৬ "	"	ফ্রিস্তো	"	ফ্রিস্টো
"	৯৫	১ "	"	complement	"	compliment
"	৯৬	৫ "	"	accomodation	"	accommodation
"	৯৬	১৮ "	"	distinguised	"	distinguished